একদা কুয়াশায়

বিমল কর

১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড
(ক্যানিং ষ্ট্রীট),
কলিকাতা—১

১

বারিদ অনেকক্ষণ একলা। ঘণ্টা পাঁচ ছয় তার সঙ্গে কারও বাক্যালাপ বড় হয়নি। ট্যাক্সিতে থাকার সময় ড্রাইভারের সঙ্গে মামুলি দু-একটা কথা, কিংবা চায়ের দোকানের বেয়ারাকে চা আনতে বলা ছাড়া সে প্রায় চুপচাপ। মধ্যে একবার 'বার'-এ গিয়েছিল। শেষ দুপুরেই অসম্ভব ভিড়; ভিড়ের গুঞ্জন যেন বিরক্তিকর জালে-আটকানো মাছির মতন বারিদের চোখে মুখে কানে উড়ে উড়ে বসছিল। মদ্যপের অবিশ্রাম কথা, অকারণ অট্টহাস্য, গায়ের গরম, করকরে পোশাক তার সহ্য হচ্ছিল না। যতটা সম্ভব দ্রুত বারিদ দুটো মাত্র হুইস্কি খেয়ে বেরিয়ে পড়ল। শীতের বিকেল ততক্ষণে তার লম্বা একটা পা আকাশে উঠিয়ে দিয়েছে, নীচে নি-রোদ ছায়া জড়ানো রাস্তাঘাট, বাড়ি; ঝাপসাটে ভাব হয়ে এসেছে। আর, বারিদ লক্ষ করল, কলকাতার যত মানুষ সব যেন ঘরবাড়ি ছেড়ে এদিক-পানের মেলায় এসে জুটেছে। ট্রাম বাস ট্যাক্সি গাড়ি-ঘোড়ায় রাস্তার যত ধুলো শূন্যে উঠে ধুলোট ভাব করে ফেলেছিল। চৌরঙ্গির [illegible]ক যাবার কথা বারিদ আর ভাবল না, কার্জন পার্কের মধ্যে দিয়ে [illegible]ার দিকে চলে গেল।

আজ এদিকে কোথাও নিরিবিলি নেই। সর্বত্রই মানুষ। চিড়িয়াখানা থেকে ফিরছে কোনো দল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে গড়ের মাঠ ধরে পালে পালে লোক আসছে, পায়ের ধুলো শীতের আবহাওয়ায় বাতাস ভারী করেছে। ডায়মণ্ডহারবারের বাসে চেপে পিকনিক করা একটা দল এইমাত্র এসে পৌঁছলো। বারিদের

কিছু ভাল লাগছিল না : সে একা একা, পরিত্যক্ত মানুষের মতন গঙ্গার দিকে হেঁটেই যাচ্ছিল, যেতে যেতে আরও বিরক্ত হচ্ছিল।

গঙ্গার ঘাটেও বারিদ বেশিক্ষণ থাকতে পারল না। ভিড় এখানেও। অজস্র লোক গঙ্গার হাওয়া খেতে এসেছে, জাহাজ দেখতে জুটেছে; বোটানিকস্ থেকে বেড়িয়ে ফিরছে। কলকাতায় থাকা যায় না, কলকাতায় থাকলে নিজেকে ভুলে যেতে হয়। বারিদ ফোর্টের গায়ে ঢালু মাঠের ওপর এক জায়গায় সামান্য ফাঁকা পেয়ে সেখানে কিছুক্ষণ বসে থাকল, কয়েকটা সিগারেট শেষ করল এবং কেন যেন উদাস হয়ে একবার ভাবল : সে আগে কোথায় ছিল? কোথায়—? বারিদের কিছু মনে পড়ল না। বরং তার মনে হল, বরাবরই সে কলকাতায়। অথচ···

মাঠের ঘাস খুব ঠাণ্ডা, গঙ্গার বাতাস আসছে, হিম পড়তে শুরু করেছে। বারিদ উঠে পড়ল। এখন গাঢ় অন্ধকার, রাস্তায় বাতি জ্বলছে, ঠিক কুয়াশা নয়—অথচ কুয়াশার চেয়ে গাঢ় এক ঝাপসা ভাব হয়ে আছে। অন্ধকারে অন্ধচক্ষু এক গাড়ির মধ্যে বারিদ হাস্যরত কোনো মহিলার গলা শুনতে পেল। কিছু দেখা গেল না।

কার্জন পার্কের কাছাকাছি এসে বারিদ দেখল, আকাশে চাঁদ উঠে আছে। আবহাওয়া বেশ মনোরম। দিন দুই আগে প্রবল শীত পড়েছিল, সেই শীত হঠাৎ আজ নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে, মোলায়েম, শুকনো ঠাণ্ডা, পৌষের বাতাস শান্ত।

কার্জন পার্কের কাছে এলোমেলো ভিড়। দুটো বাচ্চা ছেলে বেলুন উড়িয়ে মা-বাবার হাত ধরে ট্রাম লাইন পার হচ্ছে; এক সুবেশা তরুণী ট্রাম-গুমটির কাছে গ্যাসের আলোর তলায় দাঁড়িয়ে। বারিদের মনে পড়ল, সে যখন কলকাতায় থাকত তখনও গ্যাসের আলো জ্বলত শহরে; আজ আর জ্বলে না; তবু সেই পুরোনো স্মৃতি ধরে রাখার এই একটু নকল চেষ্টা, ট্রাম-গুমটির কাছে দু'টি সাবেকী গ্যাস-বাতি জ্বলে। আমি কলকাতায় কত—কতদিন আগে

ছিলাম? কত বছর আগে? বারিদ হিসেব করতে গিয়েও করতে পারল না. গ্যাসের বাতি আচমকা তাকে কি-রকম শিহরিত করল। বারিদ মাঝে মাঝে শুধুমাত্র গ্যাসের বাতি দেখতে সন্ধ্যেবেলায় কার্জন পার্কে চলে আসে। তার ভাল লাগে দেখতে, কিন্তু সামান্য পরেই কেমন যেন ভীত হয়ে পড়ে।

'হ্যাপি কৃসমাস···হ্যাপি কৃসমাস···।' বারিদ ঘুরে দাঁড়াল। জনা তিনেক ছেলে, একে অন্যের কাঁধ গলা জড়িয়ে, সম্ভবত একটু নেশায় রয়েছে, পা মিলিয়ে, হেলেদুলে গানের গলায় 'হ্যাপি কৃসমাস' করতে করতে সুবেশা তরুণীটিকে প্রায় ছুঁয়ে দিয়ে চলে গেল। বারিদ হাঁটতে লাগল ধীরে ধীরে। দুটি যুবক একটি মেয়েকে মাঝে রেখে সানন্দে চলেছে, সারাদিনের দৌড়ঝাঁপে তিনজনকেই ক্লান্ত ও ধূসর দেখাচ্ছিল। আর একটু এগিয়েই বিরাট একটি অবাঙালী দল, গোটা পরিবার, ট্রাম লাইনের পাশে গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, এর ওর হাতে কাঁধে জলের ফ্লাস্ক, চায়ের ফ্লাস্ক, টিফিন কেরিয়ার, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। বারিদ গোলগাল একটি ছেলেকে দেখল, তার মাথায় বড়দিনের রঙীন টুপি, হাতে খেলনা এবং বুকে সেফটিপিন দিয়ে বেথেলহেমের একটি তারা আটকানো। মাটির এই ঝকমকে তারাটা চোখে পড়তেই বারিদ অন্যমনস্ক হল, দুঃখ পেল। তারপর ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। •

ভিড় চলছে, ছড়াচ্ছে, জমছে কোথাও কোথাও, আবার ছড়িয়ে যাচ্ছে। কার্বাইডের আলো জ্বেলে পান সিগারেট বেচা হচ্ছে, পথের পাশে পসরা বিছিয়ে বসে আছে কেউ, ট্রাম ঘর্ঘরের বিরতি নেই, চৌরঙ্গির চতুষ্পার্শ্ব থেকে বাস ট্যাক্সি গাড়ি আর মানুষ আসছে, জোয়ারের মতন, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে, দেখতে দেখতে আবার এসে পড়ছে।

বারিদ ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে সে ভিড় পছন্দ করল, ভিড়ের মধ্যেই মিশে গেল। বারিদ অবশেষে এমন

ভাবে হাঁটতে লাগল যে মনে হবে, সে যে-কোনো লোকের সঙ্গী বা অংশ : তার নিজের ইচ্ছে, অভিরুচি, ভাল লাগা না-লাগা নেই ; সে অন্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে, দিয়ে শেকল-বাঁধা কুকুরের মতন চলেছে।

ঘণ্টাখানেক বারিদ এইভাবে হাঁটল, উদ্দেশ্যহীন সত্তাহীন হয়ে ; কোনো কথা বলল না। মাঝে মাঝে ট্রাউজার্স-এর পকেট থেকে হাত বের করে সিগারেট ধরাচ্ছিল শুধু, আবার হাঁটছিল।

অবশেষে বারিদ একসময় ঘোড়ার দোলনায় চড়া নাবালকের মতন মস্ত একটা পাক খেয়ে এসে মেট্রো সিনেমার সামনে দাঁড়াল। তার সামনে লম্বা মতন অবাঙালী এক যুবতী, পাশে তার স্বামী। ওরা সামনে থেকে সরে গেলে চৌরঙ্গির রাস্তা হঠাৎ ফাঁকা দেখাল। কার যেন একটা রুমাল পড়ে আছে, থেকে থেকে সামান্য সরে যাচ্ছে চলন্ত গাড়ির বাতাসে। বারিদ আচমকা যেন নিজেকে ফিরে পেল। ক'টা বাজে ? হাতের ঘড়ি দেখল, সাড়ে আটটা প্রায়। এবার সামান্য শীত করছিল। কোটের কলার তুলে দিয়ে কয়েক পা হেঁটে যেতে যেতে বারিদের মনে হল, সে অযথা ট্যাক্সি ধবার জন্যে যাচ্ছে, আজ ট্যাক্সি পাওয়া সম্ভব নয় ! তার চেয়ে ট্রাম ভাল।

রাস্তা পেরিয়ে ট্রাম-গুমটির কাছাকাছি আসতেই বারিদের মনে হল, সে একটা কাজ ভুলে গেছে। এতক্ষণ তার মনে পড়া উচিত ছিল।

ট্রাম কোম্পানীর অফিসের কাছে এসে বারিদ টেলিফোন বুথ-এ ঢুকল। এখানে আজ ভিড় নেই। একটা বুথ আটকানো। অন্য বুথ-এ ঢুকে পড়ে বারিদ দরজা বন্ধ করল।

ডায়াল করে সাড়া পাবার পর পয়সা ফেলে বারিদ তার প্রয়োজনীয় মানুষটিকে পেতে একটু অপেক্ষা করল।

"হ্যালো ?"

"আমি বারিদ।"

"কি খবর ?···তোমার না দুপুরে ফোন করার কথা ছিল ?"

"শোনো। আমি বম্বে মেল অ্যাটেণ্ড করতে গিয়েছিলাম।"

"সে ক-খন! ট্রেন এত লেট ছিল? এত···"

"না না, ট্রেন ঠিক সময় এসেছে; এগারোটা নাগাদ।"

ও-পাশ থেকে কৌতূহল ও অপেক্ষার স্তব্ধতা ভেসে এল।

"টেলিগ্রাম মতন একটি মেয়ে অবশ্য এসেছে।" বারিদ বিরক্ত-মনে বলল।

"মেয়ে কি, তোমার স্ত্রী।---চিনতে পারলে ?"

"না।"

"বউকে চিনতে পারলে না ?" ও-পাশের গলা যেন হালকা করে কৌতুক করল।

"ঠাট্টা করার দরকার নেই", বারিদ গলার স্বর শক্ত করল।

ও-পাশ থেকে সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল না, সামান্য পরে ও-পার বলল, "আমি দুপুরের পর বেরিয়েছিলাম। আমরা সবাই। এই অল্প আগে ফিরেছি।···যাক্ গে, তা তুমি কি করে চিনলে স্টেশনে ?"

বারিদ সামান্য অপেক্ষা করে বলল, "চিনিনি। সবটাই অনুমান —অনুমানের মতন।···আমি শুধু প্লাটফরমে পায়চারি করছিলাম। প্রায় সবাই যখন চলে গেল, প্লাটফরম ফাঁকা, তখন সেকেণ্ড ক্লাস লেডিজ কমপার্টমেন্টের সামনে একটি মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, লাগেজ মাটিতে নামানো। মেয়েটি আমার দিকে বারে বারে তাকাচ্ছিল। কাছে গেলাম। কাছে যেতেই···"

"তুমি চিনতে পারলে ?"

"নো, নেভার"—বারিদ হঠাৎ চটে গেল। "আমি তোমায় বার বার বলছি শিবানী, আমি তাকে চিনতে পারিনি। আমি ওকে চিনি না।"

শিবানী বলল, "কিন্তু সে তোমায় চিনেছে।"

"আমার সন্দেহ আছে"—বারিদ সন্দেহপূর্ণ গলায় বলল, "আমার যথেষ্ট সন্দেহ। তবে কাছে আসার পর সে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে চেনার ভাব করল।"

"তোমার বউ এখন কোথায়? বাড়িতে?"

"আর কোথায় যাবে!···কিন্তু ও আমার বউ কি করে হল আমি বুঝতে পারছি না।" বারিদ দুশ্চিন্তার গলায় অবিশ্বাসের মতন করে বলল।

"তোমারই বউ হবে।"

"কি জানি!"

"তুমি বলেছিলে তোমার বউয়ের ছবি পেয়েছ, বিয়ের সময়কার।···ছবির সঙ্গে ওর মুখের আদল মিলছে না?"

"আমি জানি না। ছোট, না ছোট নয়—তখন—যখন বিয়ে হয়েছিল, যদি হয়েই থাকে, তখন আর এখন অনেক তফাত।"

লাইনটা হঠাৎ কেটে গেল। কেটে গিয়ে বিশ্রী শব্দ করতে লাগল। বারিদ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে একটা গালাগাল দিল অদৃশ্য কাউকে। তারপর আবার নতুন করে ফোন নিল।

"শিবানী, যা বলছিলাম···" বারিদ আবার শিবানীকে ডেকে বলল।

অন্য প্রান্ত বোধ হয় ফোনের কাছেই অপেক্ষা করছিল, ফোন ধরেছিল সঙ্গে সঙ্গেই।

"যা বলছিলাম শিবানী,···আমি ওকে বাড়িতে দিয়েই প্রায় বেরিয়ে পড়েছি। তখন থেকে ঘুরছি, জাস্ট লয়টারিঙ্।···আজ এখানে দমবন্ধ ভিড়।"

"তুমি কোথায়?"

"এসপ্লানেড্···ট্রাম-গুমটি।···এখানে খুব রুদ্ধশ্বাস হচ্ছে।··· শিবানী, এখন কি করা যায় বলো তো? শীতে সারা রাত আমি পথে

পথে কুকুরের মতন ঘুরতে পারি না। আমায় বাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু”…

“বাড়ি যাও।”

“কিন্তু ?”

“গিয়ে দেখো। তারপর।—”

বারিদ হঠাৎ কি রকম ভয় পেয়ে স্থাণুবৎ হল, তারপর ফোন রেখে দিল। বুথ-এর বাইরে তার চোখ পড়ে গিয়েছিল হঠাৎ। কাঁচের আড়াল দিয়ে দেখা যাচ্ছে: কে যেন দাঁড়িয়ে। বারিদের দিক থেকে মুখ সরিয়ে নিল।

বুথের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বারিদ দু' হাত পকেটের মধ্যে দিল। পকেটের মধ্যে হাত রেখে তালু মুছল। তারপর কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। সে নেই। কে ছিল? কোথায় বা গেল? বারিদ এদিক ওদিক তাকাল। এখনও ভিড়। গ্যাস-বাতির তলায় তার চোখ পড়ল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে কেউ সিগারেট খাচ্ছে। ওই লোকটা কি ?

বারিদ ট্রামের জন্যে হাঁটতে লাগল। টালিগঞ্জের ট্রাম ধরবে। সরাসরি না গিয়ে বারিদ একটু ঝাপসা অন্ধকার ভাব এবং ভিড় পছন্দ করল। তার ইচ্ছে, এ-পাশ দিয়ে যাবে, যেখানে ট্রামের ক'টা মরা লাইন, কিছু ফেরিওআলা, ভিড় কিছু বেশি, খানিকটা অন্ধকার, পেচ্ছাপখানা, ট্রাম লাইনে কাটাকুটির দরুন ট্রাম ঘুরে যাচ্ছে চাকায় কর্কশ ক্রন্দনের শব্দ তুলে, ট্রাম কোম্পানীর লোক লোহার শাবল ধরে লাইন সরিয়ে দিচ্ছে—বেলাইন থেকে লাইনে আনছে ট্রাম।

কোটের কলার আরও তুলে দিল বারিদ। প্যান্টের পকেটে তার হাত। সে এখন ভিড় পাচ্ছে, এখানটায় অন্ধকার, ফলের অজস্র খোসা ছড়ানো, 'আনহ্যাপি কৃসমাস', মনে মনে বলল বারিদ। বেশ জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করেছে বারিদ। পকেট থেকে বাঁ হাত বের করে নিল। ওই একটা ট্রাম আসছে। কোথাকার ট্রাম ?

বারিদ এ-সময় একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল। অল্প তফাতে একটা লোক। লম্বা, দোহারা চেহারা, কালো, পরনে ট্রাউজার্স, গায়ে নেভীর লোকদের ধরনের পুরোহাতা পুলওভার। বারিদের ভাল লাগল না। এই লোকটাকেই কি সে টেলিফোন বুথের বাইরে দেখেছিল? লোকটা কি তাকে পিছু ধাওয়া করেছে?

পায়ের গতি আরও বাড়াল বারিদ। তার মনে হল, অনেকক্ষণ থেকে তাকে কেউ তফাতে তফাতে অনুসরণ করছে। কতক্ষণ কে জানে! হাওড়া স্টেশন থেকে? বাড়ি থেকে? বার্ থেকে? নাকি গঙ্গার ঘাট থেকে? অথবা আজ ক'দিন থেকে? অনেক দিন থেকেই যে নয়, কে বলবে!

বারিদ এবার ভয় পেয়ে প্রায় দৌড়োবার ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল। আঃ, একটা ট্রাম থেমেছিল, লোকজন পিলপিল করে উঠে পড়ছে। ওই ট্রামটা বারিদ ধরবে।

ট্রামের থেকে তখনও খানিকটা তফাতে বারিদ, ট্রাম ছেড়ে দিল। বারিদ এবার ছুটতে লাগল, ডান হাতটা তখনও তার পকেটে।

ছুটতে ছুটতে বারিদ যেন অনুভব করতে পারল, পেছনের লোকটাও ছুটছে। ঘাড় ফিরে দেখার অবসর নেই। বারিদ এমন একটা জায়গার পাশ দিয়ে ট্রামের দিকে ছুটে গেল যেখানে ট্রামের পয়েন্টস-ম্যানের লম্বা নিষ্ঠুর শাবল মাটিতে গুঁজে রাখা হয়। লোকটার সঙ্গে এখানে একটু পাশাপাশি ধাক্কা লাগল।

বারিদ তার শরীরটা ছুঁড়ে দেবার মতন করে ছিটকে দিয়ে ট্রামের হ্যাণ্ডেল ধরে ফেলল। লোকটা ঠিক তখন ছিটকে এসে মুখ থুবড়ে একেবারে ট্রামের গায়ে পড়েছে।

বারিদ তার ট্রাউজার্সের পকেটে হাত মুছছিল। তার হাত ভীষণ ভিজে গেছে, কপালে ঘাম।

সামান্য এগিয়েই ট্রাম দাঁড়াল। পেছনে ট্রাম লাইনের ওপর সেই লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সমস্ত ট্রামে একটা আতঙ্ক, আশপাশ থেকে ভিড় সরে যাচ্ছে।

বারিদ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। আশ্চর্য, ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে সে আকাশের চাঁদ দেখতে পাচ্ছে।

'আনহ্যাপি ক্রিসমাস!' বারিদ মনে মনে বলল।

পকেটের মধ্যে তার হাত এখন আর শক্ত মনে হচ্ছিল না, অথচ তখন কেমন ভীষণ শক্ত, নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিল, যেন ছুরি ধরে আছে।

কে যেন বলল, লোকটা বোধহয় মরেই গেছে।

২

বাড়ির দরজায় এসে বারিদ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তার মনে হচ্ছিল, সে কিরকম বেহুঁশের মতন রয়েছে। আচমকা শীত প্রবল হয়ে গেছে, অথবা ওই ভীষণ ভিড় থেকে চলে আসার জন্যে কিনা কে জানে, বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। শরীরের মধ্যে থেকে থেকে দমকা এক কাঁপুনি আসছে। মেরুদণ্ড সোজা টান টান রাখতে পারছিল না বারিদ, দু'হাত এবং পিঠের দিক থেকে শিহরন এসে ঘাড়ের কাছে যেন জমে যাচ্ছে। বোধ হয় তার জ্বর আসছে। মুখ বিস্বাদ লাগছিল, কপাল দপদপ করছে। চোখে সে সবই দেখতে পাচ্ছিল, ওয়েলডিংয়ের বন্ধ-হয়ে-যাওয়া কারখানা, লণ্ড্রি, ঝাঁপ ফেলা মনিহারী দোকান, আঁকাবাঁকা কাঁটাতারে ঘেরা এক ফালি পোড়ো জমি, আশপাশের বাড়িঘর—; তবু এই দেখা তার চেতনায় পৌঁছচ্ছিল না ; মনে হচ্ছিল— সে কোনো অভ্যস্ত পথে হেঁটে যেতে যেতে পরিচিত দৃশ্য দেখছে। তার সামনে দিয়ে রিকশা চলে গেল, গায়ে চাদর জড়িয়ে জনা দুয়েক লোক সিগারেট বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে কাছাকাছি এসে গেছে, ওরা কথা বলছিল, বারিদ সবই দেখল অথচ কোনো কিছুই মনে গেঁথে নিতে পারল না। রাস্তার আলোটা সামান্য তফাতে, বারিদের নাগালের মধ্যে সে-আলো পৌঁছচ্ছিল না।

আর একবার শরীরে কাঁপুনি এল, পিঠ কুঁকড়ে দাঁতে দাঁত চেপে বারিদ শিহরনের ভাব সয়ে নিয়ে এবার দরজার কলিং-বেল টিপল। বোতামটা ঠাণ্ডায় বরফের মতন কনকনে হয়ে আছে।

বেল টেপার সামান্য পরে হরিপদ দরজা খুলে দিল। বারিদ

বাড়ির মধ্যে পা বাড়াবার পরও অন্যমনস্কভাবে সোজা সামনের পথটুকু পেরিয়ে সিঁড়ির মুখে এল। মাঝারী একটা বাতি জ্বলছিল, আলো অস্পষ্ট নয়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বারিদ দাঁড়াবার মতন ভঙ্গি করল, তারপর চোখ তুলে ওপর এবং নীচেটা দেখল। যেন সে নিজের বাড়িতে এসে পৌঁচেছে কিনা একবার দেখল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হরিপদকে গরম জল দিতে বলল বাথরুমে। আশ্চর্য, বারিদ কথা বলা সত্ত্বেও তার গলায় শব্দ ফুটল না। বোধ হয় অনেকক্ষণ কথা না বলার জন্যে তার গলা বুজে গিয়েছিল, স্বর উঠল না।

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বারিদ চাবি বের করে লক্ খুলল। এটা তার অভ্যাস। নিজের শোবার ঘরে সে যথেষ্ট ভাল দামী লক্-এর ব্যবস্থা করেছে। এই ঘর এবং সিঁড়ির বাঁ দিকের ঘরে সে লক্-এর ব্যবস্থা করেছে। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় নিজের হাতে চাবি দিয়ে যায়।

ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালল বারিদ। উত্তরের দেওয়াল থেকে আলো ঝলসে উঠল, আলোকিত হল তার ঘর, কয়েক মুহূর্ত বারিদ আলোর মধ্যে তার ঘরের আসবাবপত্র, বিছানা, বন্ধ জানলার শার্সি লক্ষ করতে করতে যেন অনুভব করল সে নিজের স্থানটিতে পৌঁছে গেছে।

এবার বারিদ আর বেহুঁশ থাকল না।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে বারিদ অনেকটা আরাম পাচ্ছিল। গরম জল, সাবান, শুকনো নরম তোয়ালে যেন তার শরীরের অনেকখানি ময়লা, অবসাদ ও ক্লান্তি ধুয়েমুছে নিয়েছে। একটু বেশী জল ঘেঁটেছে হয়ত বারিদ, তা ঘাঁটুক। ঘরে এসে সে তার রুম-হিটার জ্বালিয়ে হাত-পা সামান্য সেঁকে নিয়েছে। এখন তার পরনে হালকা পোশাক—সাদা পায়জামা, গায়ে একটা সুতির জামার ওপর পশমের ভেস্ট, গায়ে তুষ-চাদর। চটিটা পায়ে গলিয়ে বারিদ খেতে গেল।

ঢাকা বারান্দার একদিকে খাবার ব্যবস্থা। পশ্চিমের দিকের ফাঁকটা কাঁচ দিয়ে ঢাকা, ক্যাম্বিসের আবরণগুলোও ফেলা ছিল। বাতাস আসছিল না।

খেতে বসে বারিদ তার সদ্যাগত স্ত্রীটিকে আবার দেখল। বারিদের একবার মনে হয়েছিল, ট্রেনের ধকল-সওয়া মেয়েটি নিশ্চয় একা একা বাড়িতে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়েছে, এবং এই শীতে এতটা রাত পর্যন্ত জেগে না থেকে খাওয়াদাওয়া সেরে বিছানা নিয়েছে। বারিদ বাড়িতে পা দিয়ে প্রথমে তার সাড়াশব্দ পায়নি। তার ঘরের দরজাও—বারিদ যতটা মনে করতে পারছে—ভেজানো ছিল, আলো জ্বলছিল কি জ্বলছিল না বোঝা যায়নি। বাথরুমে থাকতে থাকতেই বারিদ মেয়েটির সম্পর্কে আবার কিছু ভেবেছে, ভাবতে বাধ্য হয়েছে। এই অবস্থাটা অস্বস্তিজনক যে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অস্বস্তিরও বাইরে কিছু আছে, সমস্ত ব্যাপারটাই অদ্ভুত, অস্বাভাবিক। বারিদ বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার ঠিক মনে নেই, সে এই মেয়েটিকে বিয়ে করেছিল কিনা! বোধহয়, নয়। বা করলেও তার মনে নেই। বারিদের অনেক কিছুই মনে নেই। তার জীবনের মধ্যেকার কয়েকটা বছর যেন কেউ কাঁচি দিয়ে কেটে ছেঁটে ফেলে দিয়ে গোড়ার খানিকটার সঙ্গে বর্তমানের বারিদের একটা সেলাই দিয়ে দিয়েছে। নষ্ট হয়ে যাওয়া কাপড়ের মতন যতটা বাদ গিয়েছে বারিদ ততটার কথা ভাবতে পারে না। কি করে, কেন, কি হেতু এটা বাদ হয়ে গেল বারিদের তা অজানা। অথচ কখনও কখনও আচমকা অতি অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য স্বপ্নের মতন বারিদ যেন কিছু অনুভব করে, মনে হয়—এই কিম্ভূত অর্থহীন স্বপ্নের মধ্যেও বারিদ ছিল, বারিদ আছে।

চোখ তুলে বারিদ যুবতী মেয়েটিকে দু'পলক দেখল।

হরিপদ টেবিলের সামনে থেকে চলে গেছে। বারিদের মুখোমুখি মেয়েটি বসে। আশ্চর্য, সে এখনও খায়নি; তার সামনে হরিপদ খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেছে।

সামান্য আগে বারিদ হঠাৎ ক্ষুধা অনুভব করেছিল; এখন তার সে অনুভব আর নেই।

রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বারিদ আবার একবার তার অচেনা

অজানা স্ত্রীকে দেখল। ওর মধ্যে কিছু যেন আছে, অবাক হবার মতন, আশ্চর্য হবার মতন। মেয়েটি সুন্দরী। অসাধারণ না হলেও একেবারে সাধারণ নয়। গায়ের রঙ বেশ উজ্জ্বল, চোখে আরাম লাগার মতন ফরসা, মুখের ভাবটিতে সৌন্দর্য আছে, কিন্তু কমনীয়তা কিছু কম। পুরোপুরি বাঙালী বলে মনে হয় না, চোখের হোক অথবা গাল কিংবা কপালের জন্যে হোক—বারিদ ঠিক ধরতে পারল না—মেয়েটিকে কোথাও যেন অবাঙালী বলে মনে হচ্ছিল। মাথার চুল লালচে, রুক্ষ ধরনের; সিঁথি প্রায় নেই, যেটুকু আছে—তাও বাঁকা, ডানদিক ঘেঁষে। হয়ত এভাবে চুল আঁচড়াবার জন্যেও চোখে অবাঙালী লাগছে। চোখ দুটি ডাগর, চোখের তারা সামান্য কটা রঙের। ঠোঁট, নাক, চিবুক বেশ চমৎকার। মুখের গঠনটি গোল ধাঁচের হলেও ঠিক গোল নয়। ডান দিকের গালে একটা দাগের মতন আছে। অল্পস্বল্প আরও কিছু ময়লাটে দাগ।

বারিদের ইচ্ছে হল, মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কি? প্রশ্নটা অকারণ হবে জেনে বারিদ কিছু বলল না। টেলিগ্রামে নাম ছিল; তাছাড়া চিঠিতে। টেলিগ্রামের আগে বারিদ একটা চিঠি পেয়েছিল।

বারিদ নজর করে দেখল, উল্টো দিকের চেয়ারে যুবতী মেয়েটি চুপ করে বসে আছে, সামনের খাবারে হাত দিচ্ছে না, ওর চোখে ক্লান্তি এবং নিদ্রা জড়ানো, কপালের ওপর কয়েক গুচ্ছ চুল।

বারিদ মনে মনে কিছু ভেবে নিয়েছিল আগেই, এই অবস্থায় সে বোকামি করতে পারে না। তুমি আমার স্ত্রী নও, আমি তোমায় কোনোদিন বিয়ে করিনি—এ-কথা বলার জোর থাকলে বারিদ নিশ্চয় অস্বীকার করত, স্টেশনেও যেত না। অথচ এই মেয়েটি তার স্ত্রী এ-কথা স্বীকার করতেও তার আপত্তি। সত্যিই মেয়েটিকে বারিদ আগে কোনোদিন দেখেছে বলে মনে করতে পারছিল না।

সাবধানে, সতর্কভাবে যে বারিদকে এগুতে হবে বারিদ তা স্থির করে নিয়েছিল। ইতস্তত করে বারিদ বলল, "খাও।"

মেয়েটি হাত ওঠাল না; উলের সুন্দর একটা স্কার্ফ তার গায়ে জড়ানো।

বারিদ যেন কিছুটা সঙ্কোচ অনুভব করল। হয়ত মেয়েটিকে স্টেশন থেকে বাড়িতে এনে ফেলে রেখে সেই যে বারিদ পালিয়েছিল তারপর এতক্ষণ এই রাত করে বাড়ি ফিরে আসায় মেয়েটি বেশ ক্ষুব্ধ।

বারিদ আরও কয়েকবার অনুরোধ করল।

এবার ও হাত ওঠাল।

সামান্য অপেক্ষা করে বারিদ বলল, "তোমার নাম শুধুই নলিনী, না আর কিছু আছে?"

"নলিনী।" নলিনী এমন ভাবে শব্দটা উচ্চারণ করল যাতে বোঝা যায় তার জিবে হিন্দী উচ্চারণের ঝোঁক আছে।

বারিদ বলল, "তুমি জব্বলপুরেই থাকতে?"

"মির্জাপুরে ছিলাম, দেল্লি, জব্বলপুর...।" নলিনী দিল্লী বলল না।

"অনেক জায়গায়—" বারিদ হালকা করে বলল, যেন নলিনীর সঙ্গে ঠাট্টা করছে।

সামান্য অপেক্ষা করে খেতে খেতে উদ্দেশ্যহীন গলায় বারিদ শুধলো, "তোমার বয়স কত হবে? মানে পঁচিশ-ছাঁচিশ? না, তার কম?"

"সাতাশ।"

"সাতাশ!...তোমায় অত দেখায় না।" বারিদ প্রশংসার গলা করে বলল। মনে মনে একটা গোপন হিসেব করে নিচ্ছিল বারিদ। এবার কি বারিদ জিজ্ঞেস করবে, নলিনী—একটা কথা বলো, তোমার সঙ্গে আমার কবে কোথায় কিভাবে বিয়ে হয়েছিল? আমার কিছু মনে নেই। তোমায় আমি মনে করতে পারছি না, বিয়ের কথাও নয়। আমি অনেক কিছুই ভুলে গিয়েছি।

এত তাড়াতাড়ি কথাটা তোলার আগে বারিদ আরও কিছু জানতে চাইল। "কলকাতায় তুমি এই প্রথম?"

নলিনী একটু মাথা নাড়ল। "আগে একবার এসেছি

"কখন ?"

"ছোটবেলায়। মনে নেই।"

"তুমি কলকাতার কিছু জানো না, এভাবে একলা জব্বলপুর থেকে চলে এলে, যদি আমি স্টেশনে না যেতাম—" বলেই বারিদ কথা শুধরে নিল, "মানে যেতে দেরী হত, তা হলে ? টেলিগ্রাম আমি পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু টেলিগ্রামের ওপর ভরসা করে কেউ এভাবে আসে ?"

"চিঠি !" নলিনী বলল, "চিঠিও পেয়েছ।"

বারিদ নলিনীর চোখে চোখে তাকাল। চিঠির কথাটাও নলিনী জানে তবে !

নলিনী বলল, "আমি হারাতাম না। একলা একলা আমি যেতে পারি। কলকাতায়—কাউকে না পেলে আমি আমাদের জায়গায় চলে যেতাম।"

"তোমাদের জায়গা ?"

"আমাদের গার্লস্ হোম আছে। কৃশ্চানদের। আমার কাছে চিঠি, ঠিকানা ছিল।"

বারিদ একটু চুপ। এক ঢোঁক জল খেল।

"তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করি—", বারিদ ভেবেচিন্তে শেষে বলল, "তুমি আমার ফ্যামিলির কথা কিছু জানো ?"

"শুনেছি।"

"কি শুনেছ ? তুমি আমার মা'র কথা জানো ?"

"মারা গেছেন।"

"কবে ?"

"অনেক দিন আগে; তোমার—" নলিনী থামল হঠাৎ; সারা দিনের মধ্যে এই প্রথম বারিদকে সরাসরি সম্বোধন করে 'তোমার' বলতে হল। এখন পর্যন্ত তুমি বা তোমার বলার সুযোগ আসেনি। কথাটা বারিদেরও কানে লেগেছিল।

নলিনী আবার বলল, "তোমার বয়স কম ছিল।"

"বছর এগারো!" বারিদ বলল। "আমার বাবার কথা জানো?"

নলিনী অল্প করে মাথা হেলাল। "জানি। জাহাজে চাকরি। সেলার।"

"না, ঠিক সেলার নয়, জাহাজে রেডিও অপারেটার।" বারিদ বলল। সে অবাক হচ্ছিল। নলিনী অনেক কিছু জেনে এসেছে।

"আমি ফোটো দেখেছি—" নলিনী বলল।

"কার? আমার বাবার?"

"বাবার, মা'র।"

বারিদ নলিনীর চোখের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকল। তার জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল, নলিনী আর কি জানে? বারিদের জীবনের ঠিক কতটুকু জানে নলিনী, কতটুকুই বা জানে না?

নলিনী নিজেই আবার বলল, "আমার পিসিমার কাছে ফোটো আছে তোমাদের। অনেক ছবি। তোমার বাবার ছবিই বেশী।"

"আমার মা মারা যাবার পর তোমার পিসিমার কাছে আমি অনেকদিন ছিলাম। বেশ কয়েক বছর—" বারিদ বলল। এবার তার গলার স্বর চাপা, খানিকটা যেন বিরক্ত। সুহাসিনীর স্মৃতি তার ভাল লাগে না। এই মহিলা তার মা'র পরিচিত হলেও আসলে বাবার বান্ধবী ছিলেন। বাবার সঙ্গে একটা সম্পর্ক ছিল। কার সঙ্গেই বা নয়? ঈশ্বর জানেন, সুহাসিনীর স্বামী কেউ ছিলেন কিনা, বিবাহিতা মহিলা সেজে থাকলেও, বারিদ জানে—তাঁর বাঁধাবাঁধি কিছু ছিল না। ভীষণ মহিলা ছিলেন সুহাসিনী—চতুর, হিংস্র, নিষ্ঠুর, তাঁর অসাধ্য কিছু ছিল না। বারিদ এঁকে ঘৃণা করে, অসম্ভব ঘৃণা। অথচ, সুহাসিনীকে ভয়ও পায়।

নলিনী কলকাতায় যাচ্ছে—এই চিঠিটা সুহাসিনীই লিখেছিলেন। সুহাসিনী যে এখন জব্বলপুর-নিবাসী হয়ে আছেন বারিদ জানত না।

মাস দুয়েক আগে প্রথম একটা চিঠি আসে সুহাসিনীর। বারিদ চমকে উঠেছিল। তার বিশ্বাস হয়নি। এখনও বেঁচে আছেন সুহাসিনী? কি করে খোঁজ পেলেন বারিদের! বারিদ ভীত হয়েছিল খুব। চিঠির জবাব দেয়নি।

তারপর আবার চিঠি, বারিদ এবার বাধ্য হল জবাব দিতে।

সুহাসিনীর তিন নম্বর চিঠি এল মাত্র কয়েকদিন আগে। তাতে নলিনীকে পাঠানো হচ্ছে বলে লেখা ছিল। আর গতকাল এসেছে টেলিগ্রাম। সুহাসিনী পাঠিয়েছেন। সুহাসিনী নাকি এখন জব্বলপুরে তাঁর কোন ডাক্তার ভাইয়ের কাছে থাকেন।

বারিদ অনেকটা হতাশা ও বিরক্তি বোধ করছিল। সুহাসিনী যেন বারিদকে জাল ফেলে মুঠোর মধ্যে ধরে ফেলেছেন, বারিদের পালাবার পথ বন্ধ। এতকাল পরে আবার সুহাসিনী তার জীবনে এসে হাজির হবেন বারিদ কল্পনাও করেনি। অথচ তিনি এসে গেছেন। উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে নিশ্চয় নয়। তার বড় প্রমাণ এই নলিনী।

বারিদ আচমকা রুক্ষ গলায় শুধলো, "তুমি আমার স্ত্রী?"

নলিনী চমকালো না, যেন সে জানত এই প্রশ্নটা তাকে করা হবে। সামান্য অপেক্ষা করে নলিনী বলল, "তোমার মনে পড়ে না?"

"না না।"

"কিছুই নয়?"

"না।" বারিদ যেন ধমকে উঠল।

নলিনী কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে মৃদু গলায় বলল, "আমার কাছে প্রমাণ আছে।···" বলে নলিনী একটু থেমে ঠাণ্ডা গলায় স্পষ্ট করে বলল, "তোমার কি এমন কাউকে মনে পড়ে না যার সারা মুখ, কপাল ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ছিল—সাদা ব্যাণ্ডেজ, অনেকটা নান্-এর মতন দেখাচ্ছিল, আর ওই অবস্থাতেই তুমি তাকে···।"

অবর্ণনীয় এক আতঙ্ক বারিদকে হিম-শীতল করে ফেলল।

৩

খাবার টেবিল ছেড়ে নলিনী কখন উঠে গিয়েছিল। বারিদ পরে উঠল। কাছেই বেসিন; বারিদ হাত ধুয়ে নিজের ঘরে যাবার আগে নলিনীর ঘরের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল: নলিনীর ঘরের দরজা বন্ধ, আলো বোধ হয় জ্বলছে এখনও, নলিনী শুয়ে পড়েনি। বারিদ নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করল।

নলিনীর জন্যে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা বারিদ আগেই করে রেখেছিল, সকালে স্টেশনে যাবার আগেই। সুহাসিনীর শেষ চিঠি থেকে বোঝাই গিয়েছিল, নলিনী আসছে। তবু বারিদ কিছু সংশয় রেখেছিল: হয়ত শেষ পর্যন্ত সত্যিই কেউ আসবে না, সুহাসিনী তাকে ভয় দেখাচ্ছেন। ভয় দেখানোর মতনই মানুষ সুহাসিনী: আর বারিদ আজও তাঁকে ভয় পায়। টেলিগ্রাম পাবার পর বারিদের আর কোনো আশা থাকল না; নলিনী নামের কেউ আসছে—এ-বিষয়ে সে প্রায় নিঃসন্দেহ হল।

সুহাসিনীর ওপর অত্যন্ত নোংরা ঘৃণা, ক্রোধ ও বিরক্তি নিয়ে বারিদ আগন্তুকের জন্যে তাড়াতাড়ি একটা ঘরের ব্যবস্থা করে ফেলতে বাধ্য হল। সামাজিকতা এবং লৌকিকতার দিক থেকে অবশ্য নলিনীর স্বামীর শয্যা এবং ঘরের অধিকার পাবার কথা। সে-রকম দাবিও নলিনী করতে পারত। কিন্তু বারিদ তা হতে দিতে পারে না। সুহাসিনীর প্রেরিত মেয়েটি তার স্ত্রী—এই ধোঁকায় ভুলে সে নিজের ঘর নলিনীর কাছে খুলে দিতে পারবে না। নলিনীর জন্যে পৃথক ব্যবস্থা করেই বারিদ স্টেশনে গিয়েছিল।

এ-বাড়ির দোতলায় তিনটি ঘর; সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে ডান দিকের বারান্দা ছু ঘুটি, আর সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁ দি একটি সিঁড়ির মুখ ধরে সোজাসুজি যেটুকু বারান্দা তার শেষ প্রান্তে খাবার ব্যবস্থা, ডান দিকের বারান্দার শেষে বাথরুম। খাবার টেবিলের কাছাকাছি একদিকে একটা ওয়াশ-বেসিন।

বারিদ একবার ভেবেছিল, সিঁড়ির মুখের বাঁদিকের ঘরটা সে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তা সম্ভব নয়। ঘরটায় জিনিসপত্র বেশী, বারিদের কিছু কাজকর্ম করার ঘর ওটা। ও-ঘরের দরজাতেও লক্‌-এর ব্যবস্থা আছে। বারিদের পক্ষে ঘরটা প্রয়োজনীয়। বরং এই ঘরটা—বারিদের পাশের ঘরটাই ভাল। আকারে কিছু ছোট, ব্যবহারে আসে না, অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিছু পড়ে ছিল। হরিপদকে দিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে বারিদ নিতান্ত দরকারী কয়েকটা আসবাব রেখে দিয়েছিল; শোবার জন্যে সরু একটা খাট—প্রায় তক্তপোশই বলা যায়, একটা ছোট টেবিল, বেতের চেয়ার একটা আর কাপড়-রাখা আলনা।

বারিদ ভেবে দেখেছিল, সুহাসিনীর পাঠানো মানুষটিকে একেবারে পৃথক করে রাখা উচিত হবে না। তাকে কাছাকাছি এবং পাশাপাশি রাখাই ভাল, বারিদ নিজের চোখ এবং কানের যতটা কাছাকাছি তাকে রাখতে পারে ততই ভাল। এমন কি, যদি স্ত্রীর অধিকার দাবিই করতে চায় কেউ, বারিদ হয়ত বলতে পারবে—কেন, পাশের ঘরেই সে নলিনীকে রেখেছে। পাশাপাশি ঘরে স্বামী-স্ত্রীর থাকা—বিশেষ করে এ-রকম ক্ষেত্রে, এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। নলিনী অবশ্য এ-বাড়িতে পা দিয়ে তখন এবং এখন খাবার টেবিলেও ঘরের কথা কিছু বলেনি।

বারিদ নিজের ঘরে গা-ডুবোনো নরম সোফায় বসে পর পর দুটো সিগারেট খেল। আজ কয়েকদিন ধরে খুব দ্রুত নাটকীয় কিছু ঘটে যাচ্ছে। সুহাসিনীর প্রথম চিঠি বারিদকে নিশ্চয় চমকিত ও বিভ্রান্ত করেছিল, কিন্তু বারিদ তখন শক্ত হয়ে নীরব থাকতে পেরেছিল। এই

নীরবতা সুহাসিনীকে অন্য রকম ভাবাতে পারত, তিনি ভাবতে পারতেন যে—বারিদ কলকাতায় ওই ঠিকানায় থাকে না, হয়ত কলকাতাতেই নেই বারিদ, সে যে বেঁচে নেই—এ-কথাও তো সুহাসিনী ভাবতে পারতেন। *এ-রকম একটা সস্তা ধোঁকায় যে সুহাসিনীকে ভোলানো যায় না, বারিদের তা বোঝা উচিত ছিল ; কিছুদিন পরেই বারিদ সেটা বুঝল, সুহাসিনীর দ্বিতীয় চিঠিতে। জবাব দিতে বাধ্য হল বারিদ। সুহাসিনী কোথা থেকে, এতদিন পরে বারিদের সংবাদ সংগ্রহ করলেন, কি করেই বা এ-বাড়ির ঠিকানা পেলেন কে জানে! এটা এখনও রহস্য রয়ে গেছে। কিন্তু বারিদ যে-মুহূর্তে সুহাসিনীর চিঠির জবাব দিল সেই মুহূর্তে তার অস্তিত্ব এবং এই নির্দিষ্ট আবাসের কথা স্বীকার করে নিল। তার পরের চিঠিতেই সুহাসিনী নলিনীর কথা লিখলেন, আগে এ কথাটা তিনি লেখেননি। বারিদ বেশ বুঝতে পারছে, কোথাও একটা ভারী পাথর আটকে ছিল—কোনো কারণে সেই পাথরটা এবার গড়াতে শুরু করেছে, দ্রুত নাটকীয় ভাবে এখন কিছু ঘটে যাচ্ছে, যাবে।

সুহাসিনীর শেষ চিঠির পর থেকেই তার আতঙ্ক শুরু হয়েছে। এর আগে সে বিভ্রান্ত ও বিচলিত হলেও ভয়টাকে চেপে রেখেছিল, এখন সে রীতিমত ভীত ও বিহ্বল হয়ে পড়েছে। নলিনী সত্যি সত্যিই এল। সে একেবারে নির্বোধের মতনও আসেনি। বারিদের পারিবারিক সংবাদও বেশ কিছু জানে নলিনী, হয়ত যেটুকু বলেছে সেটুকু কিছুই নয়, আরও অনেক কিছু জানে। ঠিক কতটা যে জানে বারিদ অনুমান করতেও পারছে না।

সুহাসিনী মেয়েটিকে যে অনেক কিছু শিখিয়ে-পড়িয়ে পাঠিয়েছেন তাতে বারিদের সংশয় হচ্ছিল না। কিন্তু ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা একটি মেয়ের মুখের কথা সুহাসিনী কি করে জানলেন? তাঁর জানার কথা নয়। বারিদ নিজেও ভুলে গিয়েছিল, এখনও তার কাছে ওটা স্পষ্ট নয়। নলিনী আজ আচমকা এ-ভাবে মনে করিয়ে না দিলে বারিদ হয়ত

কোনো সময়ে দেখা দুঃস্বপ্নের মতনই ওটা ভুলে থাকত। বাস্তবিক পক্ষে বারিদের স্মৃতিতে এ-রকম একটি মুখ খুবই ঝাপসা—যেন মুছে-আসা স্বপ্নের মতন খুব পাতলা করে জড়িয়ে আছে। বারিদ আর কিছু মনে করতে পারে না। সেই স্মৃতি আবার তাকে মনে করিয়ে দেওয়া কেন? কেন? সুহাসিনীই কি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করছেন? কি উদ্দেশ্য? তিনি কি করে এটা জানলেন?

বারিদ কিছুই বুঝতে পারছিল না, অনুমান করতেও পারছিল না। অথচ সে অনুভব করতে পারছিল, ভীষণ ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে সে। তার আড়ালে আড়ালে ভীষণ কিছু একটা হতে শুরু হয়েছে। শুধু কি সুহাসিনীর চিঠি? শুধু কি নলিনীর কলকাতায় আসা? আজ কি সত্যিই বারিদকে কেউ চোখে চোখে রেখে অনুসরণ করেনি? টেলিফোন বুথের বাইরে কে ছিল? কে গ্যাস-আলোর তলায় চুপচাপ পিঠ করে দাঁড়িয়ে ছিল? ট্রাম ধরার সময় কে তার পিছু পিছু ছুটছিল? কেন নলিনী আজ তাকে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা একটি মেয়ের মুখের কথা মনে করাতে গেল? কেন কেন?

বারিদ কোনো একটি 'কেন'রও জবাব খুঁজে পাচ্ছিল না। বরং সে অবাক হয়ে দেখছে, একটির পর একটি 'কেন' নতুন করে যোগ হতে হতে আজ সারাদিনে সে অনেকগুলি 'কেন'র মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। তার সন্দেহ, ভয়, বিভ্রান্তি লাফ মেরে মেরে বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় এসে পড়েছে যে, বারিদ এখন আর কিছু ভাবতে পারছে না। কি হবে, কি হতে পারে—অনুমান করা বারিদের অসাধ্য।

উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বারিদ অবশেষে উঠল। উঠে বিছানার দিকে পা বাড়াতে গিয়েও কি ভেবে বুক-কেসের মধ্যে থেকে একটা বই বের করে তার পাতার ফাঁক থেকে একটা ছবি বের করল। ছবিটা বেশ পুরোনো, বাদামী রঙের কাগজের ওপর দুটি মুখ। ফটোটা যে ধূসর হয়ে এসেছে বেশ বোঝা যায়। তবু বারিদ নিজেকে চিনতে পারল। অন্যজন কে? নলিনী?

ফটোটা সুহাসিনী পাঠিয়েছেন। নলিনীকে পাঠানোর খবর দিয়ে যে চিঠি দিয়েছিলেন তার সঙ্গে ফটোটা পাঠিয়েছিলেন, যেন চিনে নিতে পারে বারিদ। সেই জন্যে? না কি, বারিদকে মনে করিয়ে দিতে যে, সুহাসিনীর হাতে বারিদের বিয়ের প্রমাণ আছে!

বারিদের পাশের মেয়েটির মুখের সঙ্গে নলিনীর ঠিক কতটা মিল আছে বারিদ বুঝতে পারছে না। এই ফটো যখনকার বারিদ তখন বছর পঁচিশ বয়সের যুবক: মেয়েটি বোধহয় বয়সে অনেক ছোটই ছিল, আঠারো-উনিশ। কোঁকড়ানো চুলে কপাল প্রায় ঢাকা পড়ে আছে, সরল চোখ-মুখ, ছবিতে তার মুখের কোথাও সজীব ভাব নেই, ঠোঁট বোজা, চোখের দৃষ্টি পুতুলের মতন, স্থির। মেয়েটিকে রোগা রোগাই দেখাচ্ছে।

খুব খুঁটিয়ে লক্ষ করলে অবশ্য নলিনীর সঙ্গে এই ছবির বা মুখের সাদৃশ্য কিছুটা বোঝা যায়। বারিদ আজ খাবার টেবিলে নলিনীকে ভাল করে দেখেছে। এখন আবার ফটোটা দেখল। আপাতদৃষ্টিতে তো নয়ই, খুব খুঁটিয়ে লক্ষ না করলে এই ফটোর মেয়েটি এবং নলিনীকে একই মেয়ে বলে মনে হয় না। যদি এই মেয়েই নলিনী হয় তবে যথেষ্ট বদলে গেছে। আট-দশ বছরে—বিশেষ করে মেয়েদের এই বয়সে, বারিদের মনে হল, পরিবর্তন স্বাভাবিক, এতটা পরিবর্তনও সম্ভব।

বারিদ নিজেকেও দেখল। আজকের এই বারিদের সঙ্গে ওই বারিদের পরিবর্তনও কম নয়।

ফটোটা উল্টে বারিদ পেছনটা একবার দেখল। লেখাগুলো পড়া যায়। কালির রঙ শুকিয়ে যথেষ্ট পুরনো হওয়া সত্ত্বেও বারিদ লেখাগুলো স্পষ্ট পড়তে পারল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল বারিদ, যদি এই লেখাগুলো না থাকত—খানিকটা স্বস্তি পেত।

ছবিটা যথাস্থানে রেখে বারিদ এবার শুতে গেল। মশারি ফেলে বাতি নিবিয়ে বারিদ শুয়ে পড়ল।

বিছানায় শুয়ে বারিদের ঘুম আসছিল না। সুহাসিনীর কথাটাই বেশি করে মনে পড়ছিল। বারিদের জীবনে সুহাসিনী যেন নিয়তির খেলা খেলছেন। কখনও প্রত্যক্ষ থেকে, কখনও আড়ালে দাঁড়িয়ে। কোথায় নিয়ে যেতে চান সুহাসিনী তাকে? কি চান তিনি? মানুষের ভাগ্য মন্দ হলে হয়ত এই রকমই হয়। এই সুহাসিনী যে এখনও বেঁচে আছেন বারিদ জানতই না; বরং সে ভেবেছিল, অনেক আগেই সুহাসিনী মারা গেছেন বা এমন কোথাও চলে গেছেন যেখান থেকে বারিদের দিকে হাত বাড়ানো আর সম্ভব নয়। নিজেকে সে মুক্তই মনে করত, সুহাসিনীর কথা আর ভাবত না। সেই সুহাসিনী যেন আড়াল থেকে এতকাল মজা দেখছিলেন চুপচাপ, অবসর বুঝে হঠাৎ বারিদের পিছনে এসে পিঠে হাত ছুঁইয়ে দিয়েছেন। বারিদ পিছু ফিরে আবার সেই সুহাসিনীকে দেখছে, বারিদের জীবনের সবচেয়ে যিনি বড় শত্রু, শনি।

একদিন এই সুহাসিনীর কাছেই বারিদ আশ্রয় পেয়েছিল। বারিদের বয়স তখন বছর এগারো, মা মারা গেল। মা'র স্মৃতি বারিদের মনে তেমন কিছু নেই আর, মুছে-আসা পেন্সিলের দাগের মতন একেবারেই অস্পষ্ট হয়ে আছে। অতি সামান্য যা মনে আছে তার মধ্যে মা'র মৃত্যু একটা। কি রকমের এক সেপটিক্ জ্বরে মা মারা গেল। রাতারাতি। মা'র ছোট সুশ্রী মুখ ফুলে হাঁড়ির মতন হয়ে গিয়েছিল, বীভৎস। বাবা তখন জাহাজে, কোন সমুদ্রে ভাসছেন কে জানে। এই ভীষণ বিপদের দিনে সুহাসিনীমাসিই এসে দাঁড়িয়েছিলেন, বারিদকেও তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের বাড়িতে। তখন বারিদকে নেবার আর কেউ ছিল না। মা'র সম্পর্কের এক ভাই পঙ্কজমামা অবশ্য এসে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু নিজের কাছে রেখে ছেলে মানুষ করার অবস্থা তাঁর নয়, মিশনেই থাকেন, কাজকর্ম করেন।

সুহাসিনীমাসি তাদের অপরিচিত ছিলেন না, মা'র সঙ্গে সুহাসিনী মাসির সম্পর্কটা আত্মীয়ের নয়। আর পরিচিত হলেও বাবারই

বিশেষ প্রিয় ছিলেন সুহাসিনীমাসি। মা এটা পছন্দ করত না হয়ত, কিন্তু যার স্বামী বাইরে বাইরেই থাকে, তার বোধহয় প্রাপ্য নিয়ে কলহ করার প্রয়োজন থাকে না। তাছাড়া মা খুব শান্ত, নম্র প্রকৃতির ছিল। ধর্মভীরু।

বারিদকে সুহাসিনীমাসি সেদিন যখন নিজের বাড়িতে তুলে আনলেন—মাতৃহারা বালক সেদিন তার মা'র ফেলে-যাওয়া ফাঁকা জায়গায় সুহাসিনীমাসিকে বসিয়ে নিয়েছিল। সুহাসিনীমাসির সন্তান ছিল না। স্বামী বিদেশে। বড় বাড়ি তাঁর, পুরোনো আমলের ; দাসদাসী ছিল। গাছপালা, মস্ত বাগান ছিল। বারিদ এর অংশ হল।...তারপর বাবা ফিরে এলেন যথা সময়ে, ফিরে এসে বারিদের জন্যে নতুন ব্যবস্থা কিছু করলেন না, সুহাসিনীমাসির হাতেই ছেলেকে গচ্ছিত করে দিয়ে আবার একদিন জাহাজে উঠলেন। সমুদ্রের জল, জাহাজ, বন্দর—এই যেন বাবার জীবন ছিল। স্ত্রী-পুত্রের জন্যে তিনি জল ছেড়ে ডাঙায় এসে উঠবেন এ-চরিত্র তাঁর ছিল না।

সুহাসিনীর আশ্রয়ে বারিদের কৈশোর ও যৌবনের প্রথম কিছুটা কেটেছে। এক সময় বারিদ এই মহিলাকে পরমাত্মীয়ার মতন গ্রহণ করলেও পরে আর সহ্য করতে পারত না। সুহাসিনীর চরিত্র বিবাহিতা মহিলার মতন ছিল না। অবশ্য সুহাসিনীর স্বামী যে কে—তাও বারিদ কোনোদিন জানেনি, দেখেনি। স্বামী বিদেশে আছেন—এইরকম এক চোখের ধুলো দিয়ে দিয়ে সুহাসিনী অনেক-কাল কাটানোর পর একদিন বিধবা সেজে গেলেন। কে যে তাঁর স্বামী কোনোদিন দেখা বা জানা গেল না। অথচ বিবাহিতা অথবা বিধবা—যখনই যেমন থাকুন, তাঁর বিলাস, উচ্ছৃঙ্খলতা, অনাচার বারিদ দেখেছে।

সুহাসিনী ঠিক কি রকম সুন্দরী ছিলেন বলা মুশকিল। খুব ঝকঝকে, আকর্ষণীয়া, পরিপূর্ণা যুবতী তিনি ছিলেন। তাঁর পোশাক-আশাক এবং আচরণ দুই-ই সহজে চোখ টানত। ক্ষুরধার বুদ্ধি ছিল

তাঁর, ভীষণ চতুর ছিলেন, অতিশয় নির্দয়। জীবনীশক্তি যেন অফুরন্ত ছিল। যে কোনো রকম বিলাসে এবং উপভোগে তিনি পুরুষকেও পাল্লা দিতে পারতেন।

সুহাসিনীর কাছে নানা রকম পুরুষের আসা-যাওয়া ছিল। এরা সুহাসিনীর কাছে এলেও কার প্রতি সুহাসিনী সদয় হবেন তা তিনিই স্থির করতেন। রীতিমত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বিশৃঙ্খল বেশবাসে সুহাসিনী তাঁর চেয়ে কম বয়সের সুপুরুষ ছেলেকে হাত ধরে টানতে টানতে নিজের ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন—বারিদ তাও দেখেছে।

দেখে দেখে বারিদের ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল সুহাসিনীর ওপর। সে বুঝতে পারত, তার বাবা কেন সুহাসিনীর অনুরাগী। বাবার জাহাজ ফিরে এলে তিনি সুহাসিনীব বাড়িতে এসেই উঠতেন, থাকতেন। পরে আবার যাবার সময় হলে চলে যেতেন। বাবা এলে সুহাসিনী যেন খানিকটা গুটিয়ে ফেলতেন নিজেকে সব দিক থেকে। বাবা চলে গেলে আবার যে-কে-সেই। বারিদ ভাবত, বাবাকে বলবে, এ বাড়িতে আর সে থাকবে না। কিন্তু সে সাহস তার কোনোদিন হয়নি। বাবা নিশ্চয় একটা ছোকরা বয়সী ছেলের চেয়ে সুহাসিনীকেই বিশ্বাস করতেন, ভরসা করতেন।

বারিদ অবশেষে আর সহ্য করতে পারল না। তার মনে মা মারা যাবার পর, সুহাসিনী মায়ের প্রতিমূর্তি ধরে একটা জায়গা জুড়ে নিয়েছিল। সেই মূর্তি ক্রমশই ভেঙেচুরে তুবড়ে নষ্ট হয়ে যখন খসে খসে পড়ছে তখন একদিন বারিদ ভয়ংকর কাণ্ড করে বসল।

কেমন করে ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল বারিদ জানে না, অথচ ঘটেছিল। আজও যেমন সম্পূর্ণ দৃশ্যটাই বারিদের কাছে ঝাপসা হয়ে আছে, সেদিনও সমস্তকিছু কিরকম একটা অর্ধ-চেতনার মধ্যে ঘটে গেছে—কেন, কিভাবে, কেমন করেই বা বারিদ একটা মানুষকে মেরে ফেলল বারিদ জানে না। জ্বরের বিকারের মধ্যে দেখা ভয়ের স্বপ্নের মতনই যেন সমস্তটাই স্বপ্ন, অথচ সত্য।

সেদিন বারিদের কি কারণে যেন মন ভাল ছিল না। সুহাসিনীর অবাধ্য হওয়ার দরুন, এবং মুখে মুখে কয়েকটা কথা বলার জন্যে তাকে ভৎর্সনা, তিরস্কার শুনতে হয়েছে। সুহাসিনী তাকে সারাটা দিনই প্রায় খুঁচিয়েছেন, উপহাস করেছেন। বিকেলে সুহাসিনী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, সন্ধ্যেবেলা বারিদ বাগানে ছিল। তখন ঠিক শীত পড়েনি, শীতের মুখ। বারিদ বাগানের মধ্যে একা একা পায়চারি করছিল, কখনও বা বসে পড়ছিল, তার মন সুহাসিনীর ওপর অত্যন্ত বিরূপ, বিরক্ত হয়ে ছিল ; সে ভাবছিল : এই বাড়িতে আর সে থাকবে না, থাকা সম্ভব নয়।

এমন সময় বাড়ির ফটকের সামনে গাড়ি এসে থামল। বারিদ দেখল, সুহাসিনীর সঙ্গে মোটাসোটা বয়স্ক একটা লোক নামছে। লোকটার পোশাক-আশাক ভাল করে দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছিল সে সাহেবী পোশাক পরেছিল। সুহাসিনীর কাঁধ জড়িয়ে যেভাবে এগিয়ে আসছিল লোকটা, তাতে বোঝাই যায় যথেষ্ট মদ্যপানে ওর হাত-পায়ের জোর নেই। বাগানের পথ দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে লোকটা সুহাসিনীকে যেন শরীরের ভারে ঠেলতে ঠেলতে মাঠ ঘাস মাড়িয়ে গাছের আড়ালে নিয়ে যেতে লাগল। তারপর আর ওদের দেখা গেল না। সামান্য পরে বারিদ যখন বাগান থেকে চলে আসবে ভাবছে, সে কিছু শব্দ শুনল, কিছুটা তফাতে। শব্দটা নোংরা হাসি ও উল্লাসের মতন শোনাচ্ছিল। বারিদের কি যে হল, সে গাছের আড়াল এবং অন্ধকার দিয়ে সুহাসিনীদের কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখল, সুহাসিনীকে নিয়ে লোকটা খেলা করছে, যেন সুহাসিনী একটা টেনিস বল, আর লোকটা একটা কুকুর, মুখে করে তুলছে ফেলছে, কামড়াচ্ছে, ছুড়ছে, আবার ধরে নিচ্ছে। এই খেলা ও লালসার নোংরা হাসি শুনতে শুনতে বারিদের সমস্ত শরীর কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির দিক থেকে অতি মৃদু একটু আলোর আভা আসছিল এদিকে, নয়ত অন্ধকার আর ছায়া, ধোঁয়ার মতন

কুয়াশা জমেছে অল্প, ধোঁয়াও হতে পারে। মালিদের ঘর থেকে ধোঁয়া এসে জমেছে বোধহয়। বারিদ এদিক ওদিক তাকাল। সুহাসিনী উঠে দাঁড়িয়েছেন, লোকটা কি একটা বের করেছে পকেট থেকে, অত্যন্ত অস্পষ্ট আলোয় জিনিসটা দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু আলোর রেখা পড়লে চকচক করে উঠছিল। লোকটা সেটা হাতে নিয়ে দোলাচ্ছিল, নিজেও টলছিল।

বারিদ তখন নিজের মধ্যে ছিল না। কিসের যেন আক্রোশ, ঘৃণা, ক্রোধ তাকে অন্ধ, অজ্ঞান করেছে। পায়ের কাছেই প্রায় মালির রেখে যাওয়া ঝুড়ি, কোদাল, কাঁচি দেখতে পেল বারিদ। আর সহসা, বারিদ জানে না কখন, তার হাতে কোদালটা উঠে এসেছে।

সুহাসিনীই হয়ত বারিদকে দেখতে পেয়েছিলেন, লোকটা পায়নি। বারিদের দিকে তার পিঠ ছিল। সুহাসিনী কিছু বলার আগেই বারিদ নিঃশব্দে এগিয়ে এসে কোদাল ঘুরিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে লোকটার মাথার দিকে ছুঁড়ল।

তারপর আর বারিদের কিছু মনে নেই। লোকটা বাগানের মাটিতে পড়ে আছে। সুহাসিনী হুমড়ি খেয়ে লোকটার মুখের ওপর পড়েছেন। রক্তে বাগানের মাটি কতটা ভিজেছে কে জানে।

সুহাসিনী শুধু বললেন, এ তুমি কি করলে! খুন করে ফেললে যে!

বারিদের ঠিক মনে পড়ছে না, সুহাসিনীই যেন বললেন, পালাও পালাও শীঘ্রি।

বারিদ হঠাৎ যেন চেতনা পেল। তারপরই দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হয়ে মহা আতঙ্কে একবার বাড়ির মধ্যে নিজের ঘরে ছুটে গেল, তারপর বাড়ি ছেড়ে পালাল।

৪

সকালে খবরের কাগজ হাতে নেবার সময় বারিদের আঙুলের ডগা কাঁপছিল। রাত্রে ঘুম হয়নি ; কখনও তন্দ্রার মতন আসছিল, কখনও ভেঙে যাচ্ছিল। চোখের পাতা খুলে রাখলেও অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তা, চোখ বন্ধ করলেও অসংলগ্ন দুঃস্বপ্ন। চেতনা অর্ধ-চেতনার মধ্যে কি-রকম একটা আলো জ্বলা-নেবার খেলা চলছিল, এই সুহাসিনী এলেন আবার চলে গেলেন, ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা একটি মুখ সামনে এসে আবার অন্ধকারে হারাল, ট্রাম-গুমটি এল, বারিদ গুমটির মধ্যে শিবানীকে ধরবার জন্যে ছুটছে—দেখল, তারপর আর কিছু নেই—সব ফাঁকা, গঙ্গার পাড়ে নলিনী একা বসে আছে।···বারিদ সারারাত এইরকম এক আচ্ছন্নতা ও বিক্ষিপ্ত স্বপ্নের টুকরোর মধ্যে কাটিয়ে ভোররাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠল বেলায়। শরীরে অবসাদ।

খবরের কাগজটা তুলে নেবার সময় বারিদ ভীষণ এক উৎকণ্ঠা বোধ করছিল। কাল এসপ্লানেড ট্রাম-গুমটির লোকটার কি হল ? শেষ পর্যন্ত কি মারা গেল ?

কাগজের পাতা উল্টে দুর্ঘটনার সংবাদই বের করল বারিদ। দেখল। বড়দিনের হই-হট্টগোলে রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনা কাল কিছু বেশিই হয়েছে। চৌরঙ্গি এসপ্লানেডের দিকেই চার-পাঁচটা গুরুতর জখম। একটি মৃত্যুর খবরও' রয়েছে। এসপ্লানেড ট্রাম-গুমটির ব্যাপারটা অস্পষ্ট : কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কাগজে ট্রাম-গুমটিতে একটা দুর্ঘটনার খবর রয়েছে। আহত অবস্থায় একজনকে হাসপাতালে পাঠানোর উল্লেখ ছাড়া কিছু নেই। কখন এটা ঘটেছে,

নাম-ধাম বয়েস—কিছুই জানা গেল না। বারিদ বুঝতে পারল না, এই লোকটা সেই মানুষটি কিনা!

কালকের সেই মানুষটিকে বারিদ এখন আর ভাল করে মনে করতেও পারছে না। মোটামুটি দোহারা চেহারার একটা লোক এবং তার পোশাকই যা বারিদের মনে আছে, মুখ-চোখ নয়। চোখ-মুখ বারিদ লক্ষও করেনি, সে সুযোগ হয়নি তেমন। একবার মাত্র, মুহূর্তের জন্যে তারা পরস্পরের গায়ে গায়ে এসে পড়েছিল, শরীরে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়েছিল—আর তখন বারিদ এত বেশি উত্তেজিত, আতঙ্কিত যে ঘাড়ে-এসে-পড়া লোকটিকে দেখার চোখ তার ছিল না। যা ঘটেছে সবই অতি দ্রুত, প্রায় চমকেই ঘটে গেছে।

বারিদ ট্রামে শেষ পর্যন্ত উঠতে পেরেছিল, এটা তার ভাগ্য। তার আরও সৌভাগ্য, ভিড়ের ট্রামের লোক কিছুই লক্ষ করেনি, ঝাপসা আলো এবং ট্রাম লাইন দিয়ে ছুটে আসতে আসতে একজন উঠতে পারল, অন্যজন পারল না—এর বেশি লক্ষ করার কিছু ছিল না। বোধ হয়, তাও—তখন, বাড়ি ফেরায় ব্যস্ত, ক্লান্ত মানুষজন লক্ষ করেনি। করলে বারিদকে অনুযোগ করত হয়ত: আপনি মশাই পথ আটকে ফেলায় লোকটা হ্যাণ্ডেল মিস করল।...না, সে-রকম কিছু হয়নি। বারিদ ট্রামের মধ্যে অসাড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ।

কালকের মানুষটি সম্পর্কে বারিদের কখনও সন্দেহ হচ্ছে, কখনও মনে হচ্ছে: বারিদ হয়ত ভুল করেছে। এমন হতে পারে, লোকটা একেবারেই মামুলি, অন্য দশজনের মতন বড়দিন করতে বেরিয়েছিল, ফুর্তিটুর্তি করে বাড়ি ফিরছিল, বারিদ সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। বারিদের মতন সেও একটু ফাঁকা পথ ধরে ট্রাম-স্টপের দিকে হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে যেমন বারিদ, সেই রকম ওই মানুষটিও নাগালের বাইরে চলে যাওয়া ট্রামটাকে ধরতে ছুটেছিল। একেবারে স্বাভাবিক, নিত্যকার ব্যাপার। বারিদই অকারণ সন্দিগ্ধ ও ভীত হয়ে সব গোলমাল করে ফেলল।

আবার বারিদের এমনও মনে হচ্ছিল, লোকটা মামুলি নাও হতে পারে। বারিদের পিছু পিছু অতটা আসার তার কি ছিল? সে অনায়াসেই বারিদের ট্রাম ছেড়ে দিতে পারত। তার পোশাকটাই চোখে লাগে, মনে হয় কোনো গুপ্ত অভিসন্ধি যেন কোথাও লুকোনো আছে। কেন? বারিদের চোখে এই বিশেষ লোকটাই বা কেন অবাঞ্ছিত মনে হবে? কেন বারিদ ওকে ভয় পাবে? নলিনীর আবির্ভাবের সঙ্গে ওই মানুষটার সম্পর্ক আছে কি না তা কে বলতে পারে!

বারিদ কাগজের পাতাগুলো উল্টে গেল অন্যমনস্কভাবে, কিছুই পড়ল না। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে উঠে পড়ল।

শিবানীকে একটা ফোন করা দরকার।

বারিদের শোবার ঘরেই ফোন। ফোন করার আগে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরেটা একবার দেখে নিল। নলিনীকে দেখা গেল না।

বারিদ শিবানীর নম্বর নিতে প্রথমবার কিরকম ভুল করল, পরে আবার নিল।

ওপাশে সাড়া উঠলে বারিদ বলল, "শিবানী! আমি··· "

"এই দেখো, আমি এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, এক মিনিট পরে করলে আর পেতে না।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

"কোথায় আর! চাকরি! তোমার মতন আমার ছুটি কই!"

"আমি ভেবেছিলাম তোমার আজ ছুটি ···।"

"মরার আগে আর নয়।" শিবানী আক্ষেপের গলা করে যেন বলল; তারপর আবার, "আজ আমার তাড়াতাড়ি যাওয়ার দরকার ছিল। জরুরী কেস আছে একটা।"

"তোমার সঙ্গে আমারও জরুরী দরকার। কখন ফিরছ?"

"তা···তা আজ বোধ হয় দুপুরের দিকেই ফিরতে পারব।"

"আমি কখন দেখা করব ?"

"বিকেল।···একটু দাঁড়াও···এক মিনিট", বলে শিবানী ফোনের মুখে হাত চাপা না দিয়েই কাকে যেন ডেকে ডেকে কি জিজ্ঞেস করল। তারপর বলল, "হ্যালো, শোনো, আজ আমাদের সন্ধ্যেবেলা সিনেমা যাবার টিকিট কাটা আছে। বিকেলের একটু আগেই দেখা হতে পারে।"

বারিদ অসন্তুষ্ট হল। "তোমার সিনেমা থাক, আমার ভীষণ দরকার।"

শিবানী যেন দূর থেকেই মন পড়তে পেরে হাসল, ঠাট্টার গলায় বলল, "ওমা, এক রাতেই বউ নিয়ে অস্থির হয়ে গেলে যে!"

শিবানীর বড় দোষ সব ব্যাপারেই বড্ড রসিকতা করে: বিশেষ করে নলিনীর ব্যাপারটা তাকে বলার পর থেকে এ নিয়ে তার ঠাট্টা-তামাশার অন্ত নেই। শিবানী এত রসিকতা করার কি পাচ্ছে? তার কি মনের কোথাও খুঁত ধরছে না, ভয় হচ্ছে না? শিবানী কি নিজের স্বার্থ বিন্দুমাত্র ভাবছে না?

বারিদ বলল, "তোমার এত মন খুশী হবার কি আছে?"

শিবানী হাসল। "বাঃ, না চাইতে বউ পেলে, কি একটা কপাল তোমার···!"

বারিদ এবার গম্ভীর গলায় বাধা দিয়ে বলল, "বাজে কথা থাক। শোনো—। তোমার সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার। অনেক কথা আছে। আমি যে কী রকম বিপদে পড়েছি, তুমি বুঝবে না। কিছু একটা হচ্ছে···বিহাইণ্ড মাই ব্যাক···।"

শিবানী আর হাসল না, স্বাভাবিক গলায় বলল, "বেশ তো। দুপুরের পর দেখা করো। তোমার তো ছুটি!"

"হ্যাঁ; আমি পয়লা পর্যন্ত ছুটি নিয়েছি···আজ দুপুরে তুমি কোথাও চলে এসো।"

"কোথায়?"

"যেখানে হোক। আমি তোমাদের ওখানে যাচ্ছি না, যেতে চাইছি না। আমার অনেক কথা আছে।"

"কোথায় যেতে হবে বলো।"

"তুমি—" বারিদ এক মুহূর্ত ভাবল, "তুমি সোজা লিণ্ডসে স্ট্রীটে চলে এসো। আমি মোড়ের মাথায় থাকব।...ছুটো নাগাদ।"

"বেশ। ছুটো নাগাদ আসব।" শিবানী বলল, তারপর ফোন ছাড়ল।

ফোন রেখে দিয়ে বারিদ দাড়াল একটু। শিবানীকে তার বড় দরকার। এত দুশ্চিন্তা উদ্বেগ বারিদ একা আর যেন সামলাতে পারছে না।

সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই হাতে নিয়ে বারিদ বাইরে এল; বারান্দায়। পুব দিকটা অনেকটা ফাঁকা থাকায় রোদ এসেছে বারান্দায়। চমৎকার রোদ। বারিদ রোদের দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা বুজল একবার, হঠাৎ যেন রোদটা চোখে লাগল। বারান্দা দিয়ে বারিদ খাবার টেবিলের দিকে যেতে দেখল—নলিনীর ঘরের দরজা খোলা, বোধহয় ঘরের সব জানলাও খুলে দিয়েছে নলিনী, আলোয় সব পরিষ্কার হয়ে আছে। বারিদের মনে হল, নলিনীর ঘরের দরজায় একটা পরদার ব্যবস্থা করা দরকার।

বারিদ সিঁড়ির প্রায় মুখে, খাবার টেবিলের দিকে আসছে—পায়ের শব্দে মুখ ফেরাতেই দেখল নলিনী সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। নীচে গিয়েছিল নলিনী? কোথায়? হরিপদর কাছে?

নলিনী বারিদের চোখে চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, আবার সিঁড়ি ধরে উঠতে লাগল।

বারিদ খাবার টেবিলের দিকে পা বাড়িয়ে সরে এসে পাশ ফিরে দাড়াল, যেন নলিনীকে কিছু বলবে। নলিনী সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল।

বারিদ যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলল, "কি, নতুন জায়গায় ঘুম হল?"

নলিনী সামান্য অপেক্ষা করে মাথা হেলাল। অর্থাৎ বলতে চাইল, হ্যাঁ—ঘুম হয়েছে

নলিনীর মুখ দেখে অবশ্য কিছু বোঝার উপায় নেই। সাদা পরিষ্কার মুখ, অতিনিদ্রার লক্ষণও যেমন নেই, অনিদ্রার ক্লান্তি অবসাদও ধরা যায় না। বারিদ খাবার টেবিলের দিকে সরে আসার সময় ভাবেভঙ্গিতে যেন নলিনীকে ডাকল।

"কাল বেশি রাত থেকে শীতটাও পড়েছিল···। তোমার কষ্টটষ্ট হয়নি তো—?" সৌজন্যের মতন করে বারিদ বলল। তারপর নিজেই কি মনে করে হাসির মুখ করল। "কলকাতার শীত অবশ্য তোমাদের কাছে কিছুই নয়···" বারিদ একটা চেয়ার টেনে বসল।

নলিনী দাঁড়িয়ে ছিল। কালকের রাতের শাড়িটা এখনও তার পরনে, গায়ে করকরে পশমের মেয়েলী শাল, ঘন বাদামী রঙের, দেখতে বেশ লাগে।

বারিদ একটু অপেক্ষা করে বলল, "বসো।···চা খেয়েছ ?"

"খেয়েছি।"

"আরও একটু খাও। আমি এ-সময় আবার একবার খাই। বসো, হরিপদকে ডাকি।" বারিদ বসে বসেই হরিপদকে ডাকতে যাচ্ছিল।

নলিনী বলল, "চা বানিয়ে রেখেছে···"

বারিদ হেসে ফেলে চোখ তুলে নলিনীর চোখে চোখে চাইল। "বাঙলাটা তুমি বেশ ভালই বলো, দু-একটা ওদিককার বাঙলা বেরিয়ে যায়—এই যা! বানিয়ে-টানিয়ে এদিকে বড় কেউ বলে না···"

নলিনী অপ্রস্তুত বা খুশী কিছুই হল না, বলল, "নীচে থেকে চা আনি।"

বারিদ বাধা দিল। "তুমি বসো, হরিপদ আনবে।···হরিপদ—!" বারিদ গলা তুলে ডাকল।

নলিনী কিছু না বলেই আবার সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

বারিদ পিঠ দেখল নলিনীর। পলকে সে নেমে গেল, বারিদ আর কিছু দেখতে পেল না। নলিনীর এত নীচে নামা বারিদের পছন্দ নয়। হরিপদর সঙ্গে নলিনীর ভাব জমে গেলেই মুশকিল। কাল থেকে আজ পর্যন্ত নলিনী ঠিক কতটা ভাব জমিয়ে ফেলেছে হরিপদর সঙ্গে তাই বা কে জানে! নলিনী তো এ কথাও হরিপদকে বোঝাতে পারে যে, সে—নলিনী—তার বাবুর স্ত্রী। এ-বাড়ির সে কর্ত্রী, তার অধিকার সর্বত্র। সর্বনাশ! যদি নলিনী তা হরিপদকে বোঝায় তবে বিশ্রী কাণ্ড হবে। বারিদ নিজে হরিপদকে বলেছে, তার এক আত্মীয় আসছে দূর থেকে, এখন কিছুদিন এখানে থাকবে। এর বেশি কিছু বলেনি। চাকর-বাকরের কাছে এর বেশি কিছু বলার প্রয়োজনও নেই। এইটুকুও যে বলা তার কারণ, এ-বাড়িতে দুটি মাত্র পুরুষ লোক থাকে, হঠাৎ একটি যুবতী মেয়ে এসে থাকবে যে তার একটা কিছু কারণ থাকা দরকার। দৃষ্টিকটু ব্যাপারটা যথাসম্ভব এড়াবার জন্যেই বারিদকে কথাটা বলতে হয়েছিল।

এখন বারিদ ভেবে দেখছে, এও এক মহাসমস্যা। নলিনী হরিপদকে অনেক কিছু বলতে পারে, বোঝাতে পারে; হরিপদর কাছ থেকে এ বাড়ির নানা কথা, বারিদের ব্যাপারেও কমবেশি জানতে পারে; বারিদের বাধা দেবার উপায় নেই। অথচ, বারিদ, দরকারটা তারই বেশি, হরিপদকে দিয়ে সে নলিনীর খবরাখবর রাখতে পারত। যেমন, বারিদ যখন বাড়িতে থাকবে না তখন নলিনী কী করে না-করে এটা হরিপদ মারফত বারিদ জানতে পারত। নলিনীর কাছে কেউ আসছে কি না, নলিনী কোথাও যাচ্ছে কি না, চিঠিপত্র কি আসছে না আসছে, বা নলিনী কাদের লিখছে—এসব বারিদের জানা দরকার। কি উদ্দেশ্য নিয়ে সুহাসিনী নলিনীকে পাঠিয়েছেন বারিদ জানে না, কিন্তু গভীর কোনো উদ্দেশ্য না নিয়ে যে তিনি এ-কাজ করেননি বারিদ সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ।

হরিপদকে নলিনীর পেছনে গোয়েন্দাগিরিতে লাগিয়ে দেওয়া

নোংরামি। বারিদ কিভাবে সেটা পারত সে জানে না। তবু বাধা হলে তাকে এ-রকম কিছু করতেই হত। কিন্তু তার আগেভাগেই যদি নলিনী হরিপদকে হাত করে নিয়ে থাকে তবে তো মুশকিল হল। বারিদ ভীষণ হতাশা বোধ করছিল। নলিনী তার কাছে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কি করবে বারিদ!

চায়ের ট্রে নিয়ে নলিনী নিজেই এল। এসে টেবিলের ওপর কাঠের ট্রে রাখল।

বারিদ অপছন্দের গলায় বলল, "তুমি কেন আনতে গেলে? হরিপদই আনত।"

নলিনী চায়ের কাপ সাজিয়ে রাখছিল, একটা কোয়ার্টার প্লেটে কেকের কয়েকটা টুকরো, অন্য প্লেটে ওমলেট। খাবার আর চামচ বাড়িয়ে দিয়ে নলিনী বলল, "আমার কোনো কষ্ট হয়নি।"

বারিদ চামচ তুলে নিল। নলিনী দাঁড়িয়েই আছে।

"এত খাবার কেন?" বারিদ বলল, "সকালে আমি বেশি কিছু খাই না। হরিপদ জানে।"

"আমি কেক এনেছিলাম", নলিনী বলল, "আমাদের শহরের।"

বারিদ বোধ হয় এবার একটু লজ্জা পেল। কেকের টুকরো কেটে নিয়ে মুখে দিল। "তুমি দাঁড়িয়ে কেন, বসো।"

নলিনী কি ভেবে বসল।

বারিদ মুখের মধ্যে কেকের টুকরো চিবোতে চিবোতে কি ভেবে বলল, "সকালে তুমি কিছু খাওনি?"

"পরে খাব।"

"পরে কেন, এখনই খাও—। এত আমি খাই না, খেতে পারব না।" বলে, কেকের প্লেটটা ঠেলে দিল।

নলিনী বারিদের চোখে চোখে তাকাল। বারিদ আর মুখ নাড়াচ্ছে না। নলিনী যেন কিছু ভাবল, তারপর একটুকরো কেক তুলে নিয়ে মুখে দিল। ঠিক যে হাসল তা নয়, অথচ চোখে কি

রকম হাসির ছোঁয়া ছিল। বলল, "আমি খাচ্ছি, তুমি খাও। খারাপ কিছু নেই।"

বারিদ হঠাৎ বিশ্রী রকম লজ্জা পেয়ে গেল। নলিনী বোকা নয়, বারিদের মন সে পড়তে পারে। লজ্জা কাটাবার জন্যে এবং নিজের মনের দ্বিধা গোপন করার জন্যে বারিদ তাড়াতাড়ি মুখেরটুকু খেয়ে ফেলে আবার একটা টুকরো তুলে নিল। "মার্ভেলাস করেছে। চমৎকার খেতে। আমাদের কলকাতায় এখন আর তেমন ভাল কেক পাওয়া যায় না।"

সামান্য অপেক্ষা করে নলিনী চা ঢেলে দিতে লাগল।

ওমলেট খেতে খেতে বারিদ বলল, "তুমি করেছ?"

"কেন?"

"হরিপদ এভাবে ওমলেট করতে জানে না।...খেতে খুব ভাল হয়েছে।...ওকি, তুমি চা নাও...নাও।"

নলিনী যেন বারিদের অনুরোধ রাখতে অন্য একটা কাপে চা ঢেলে নিতে লাগল।

খাওয়া শেষ করে বারিদ চায়ে চুমুক দিল। সামান্য পরে সিগারেট ধরাল। নলিনীকে ঘন ঘন দেখছিল বারিদ, অন্যমনস্ক হচ্ছিল, আবার নিজেকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করছিল।

"নলিনী, একটা কথা...। মানে, হরিপদকে আমি এখনও কিছু বলিনি", অস্বস্তি এবং বিব্রত বোধ করে বারিদ বলল, "তুমি বুঝতেই পারছ, বাড়ির চাকর-বাকরকে হুট করে কিছু বলতে পারি না। বউ তো আকাশ থেকে পড়ে না"—বারিদ ফিকে, ঘাবড়ে-যাওয়া হাসি আনল মুখে, "আমার বউ আসছে শুনলে বেটা ঘাবড়ে যেত, বিশ্বাস করত না। ব্যাপারটা খুবই খারাপ দেখাত। ওকে আমি কিছু বলতে, বোঝাতে..."

নলিনী বাধা দিয়ে বলল, "আমি বুঝতে পেরেছি।"

বারিদ কুণ্ঠার মুখ করে ধোঁয়া গিলে নিল। "তুমি কিছু বলেছ?"

"না।"

বারিদ এবার নলিনীকে সহজেই বিশ্বাস করল। "এখন কিছুদিন—আমার মনে হয়—এই রকম থাকাই ভাল।"

নলিনী যেন অনেক আগেভাগেই সব ভেবে রেখেছে, বলল, "এত বছর আমি যেভাবে ছিলাম আরও কিছুদিন সেভাবে থাকতে আমার কষ্ট হবে না।"

বারিদ খানিকটা স্বস্তি পেল। বলল, "আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা খারাপ হচ্ছে খুব।"

"না", নলিনী মাথা নাড়ল। পরে মৃদু হেসে বলল, "আমি এখনও তোমার উম্যান নয়।" উম্যান শব্দটা কি রকম বাইবেল-ঘেঁষা শোনাল।

বারিদ চুপ। সিগারেটের ধোঁয়া গলায় লাগল যেন। শেষ পর্যন্ত বারিদ বলল, "তোমার আমার বিয়ের সময়কার ছবি তোমার পিসিমা আমায় পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাতে তোমার…"

নলিনী বাধা দিল, বলল, "আমার কাছে ছবি ছাড়াও প্রমাণ আছে।"

"তুমি বলছিলে।"

"না, সে প্রমাণ ছাড়াও।" বলে নলিনী হঠাৎ তার গায়ের চাদর সরিয়ে জামাটা ঘাড়ের কাছে গুটিয়ে ঘাড় ফেরাল, বারিদকে কিছু দেখাল।

বারিদ দেখল, নলিনীর ঘাড়ের তলার দিকে লম্বা একটা দাগ, গভীর; যেন অনেককাল আগে কোনো গভীর ক্ষত হয়েছিল।

নলিনী বলল, "আমার মুখেও দু-চারটে দাগ আছে।"

বারিদ আর দাগটা দেখছিল না। তার যেন কিছু মনে আসতে চাইছে, অথচ আসছে না।

৮

লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে বারিদ অপেক্ষা করছিল ; শিবানী আসতেই এগিয়ে গিয়ে বলল, "এদিকে কোথাও বসা যাবে না, চলো মাঠের দিকে গিয়ে বসি।"

আজও এপাশটায় ভিড়, তবে কালকের মতন নয়। কাল যে রাস্তা মাঠঘাট চোখে দেখা যাচ্ছিল না এদিকের, শুধু গাড়ি-ঘোড় আর মানুষ। আজ গাড়ির ভিড় বেশ কিছুটা কম, অন্ততঃ এখন শীতের শেষ দুপুরে ; মানুষজনও অতটা নয়। তবু ভিড় আছে।

চৌরঙ্গির রাস্তা পেরিয়ে বারিদ গড়ের মাঠের দিকে হাঁটতে লাগল। সারাটা মাঠ জুড়েই খেলাধুলো চলছে, ছেলা-ছোকরারা ব্যা বল নিয়ে নেমে পড়েছে, কোনো একটা স্কুলের বাচ্চা মেয়েদের দৌড়ঝাঁপ হুড়োহুড়ি চলছে, কিছু কিছু অলস ভ্রমণার্থী এবং প্রেমাসক্ত যুবক যুবতী শীতের মরা রোদে মাঠে কিংবা গাছতলায় বসে পৌষের বাতা এবং ধুলো খাচ্ছে খুশী মনে।

বারিদ হাঁটতে হাঁটতে নিরিবিলি একটু জায়গা খুঁজছিল।

শিবানী তার স্বভাব মতন হাসিঠাট্টা করছিল, বারিদ বড় একট জবাব দিচ্ছিল না। একবার শুধু অখুশী গলায় বলল, 'কারও পৌ মাস কারও সর্বনাশ। তোমার দেখছি পৌষ মাস।'

অনেকটা এসে শেষে বারিদ একটা পছন্দ মতন জায়গা পেয়ে বলল, "এখানেই বসি।"

শিবানী সঙ্গে সঙ্গে মাঠের ঘাসে বসে পড়ল। বসে তার হাতের ব্যাগটা পাশে রাখল।

বারিদও বসল। কথাবার্তা শুরু করার আগে যেন নিজের মনকে সংযত স্থির করার জন্য বারিদ একটা সিগারেট ধরিয়ে খেতে লাগল আস্তে আস্তে।

শিবানী আশপাশ দেখছিল। ছোটখাটো দু'একটা কথা বলল। তার ভালই লাগছে।

শেষে বারিদই বলল, "আমার মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, শিবানী। কাল থেকে সবই কী রকম মনে হচ্ছে কি বলব!"

শিবানী বলল, "কি হয়েছে বলো? শুধু ছটফট করলে, অধৈর্য হলে তো আর কিনারা খুঁজে পাবে না। এক এক করে সব বলো, শুনি।"

বারিদ গতকাল স্টেশন যাওয়া থেকে শুরু করে আজ সকালের ঘটনা পর্যন্ত যা হয়েছে সবই বলল। সুহাসিনীর কথাও কিছু এল। কালকের ট্রাম-গুমটির কথাও বাদ দিল না। শুধুমাত্র একটি দুটি কথা সে বলল না, সুহাসিনীর বাড়ি থেকে কেন সে পালিয়ে গিয়েছিল; আর আজ সকালে নলিনীর ঘাড়ের কাছে দেখা সেই ক্ষতর কথা। সুহাসিনী-বৃত্তান্ত অবশ্য শিবানীর কাছে একেবারে নতুন নয়, বারিদ আগেও বলেছে, সুহাসিনীর চিঠি পাবার পর আরও কিছু। না বললে বারিদ শিবানীর কাছে নলিনীর ব্যাপারে কোনো কৈফিয়ত দিতে পারত না।

বারিদ একসঙ্গে অত কথা বলার পর থামল, হাঁপিয়ে উঠেছিল যেন।

শিবানী মনোযোগ দিয়ে সব শুনছিল, মাঝে মাঝে এক-আধটা কথা বলছিল। বারিদের কথা শেষ হলে শিবানী কিছুক্ষণ তার চোখে চোখে চেয়ে থাকল। সে অনেক কিছু ভাবছে যে তা বোঝা যায়।

শিবানী পরে বলল, "দাঁড়াও এক একটা করে ভাবি। সব ভাবতে গেলে আমারও তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।" বলে শিবানী

নিঃশ্বাস ফেলল বড় করে, তার কার্ডিগানের বুকের কাছের বোতামটা আঁটল। বলল, "সুহাসিনী যে নলিনীর পিসিমা হয় তুমি জানতে ?"

"না। কি করে জানব !···সুহাসিনীমাসির চিঠি পাবার পর—দু'নম্বর চিঠির পর জানলাম যে, আমি নাকি তাঁর ভাইঝিকে একসময়ে বিয়ে করেছিলাম।"

"কলকাতায় যখন সুহাসিনীর বাড়িতে থাকতে তখন সে-বাড়িতে ওঁর ভাইটাই কেউ আসত না ?"

"দেখিনি।"

"ওঁর কে কে আছে—তাও শোননি ?"

"শুনলেও আমার খেয়াল নেই।···তুমি একটা কথা বুঝছ না কেন, যার স্বামী আছে জেনেও কোনো কালে দেখলাম না, বিধবা হবার সময়ও কিছু বুঝলাম না, শুধু শুনলাম উনি বিধবা হয়ে গেছেন, তার ব্যাপার-স্যাপার কে বুঝবে ?···যদি ভাইয়ের কথা শুনেও থাকি তখন, গা করিনি।"

শিবানী মুহূর্ত কয় চুপ করে থেকে ভাবল যেন। বলল, "তুমি বলেছ—সুহাসিনীর বাড়িতে নানারকম লোকজন আসত, কেউ কেউ থাকত কিছুদিন। এদের মধ্যে যদি তার ভাই এসে থাকে কখনো ?"

বারিদ বিরক্তই ছিল। বলল, "কে জানে, হতেও পারে। সুহাসিনীমাসির বাড়িতে এখান-সেখান থেকে গেস্ট আসত। কত লোককেই তো আমার অমুক আমার তমুক বলতেন, তাদের মধ্যে কেউ হতে পারে; কি করে বলব ?···তাছাড়া ও-বাড়িতে আমি একপাশে একলা পড়ে থাকতাম, কে এল গেল উনি আমায় কিছু বলতেন না, বলার দরকারটাই বা কি ছিল ! আমি কে ? কীই বা বয়স আমার তখন ?"

"নলিনী কি বলছে ?"

"কিসের ?"

"তার পিসিমা সম্পর্কে ? তুমি কিছু জিজ্ঞেস করনি ?"

"করেছি। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, সুহাসিনীমাসি তোমার কেমন পিসিমা? বলল, নিজের।"

"নিজের?"

"তাই বলল।...সুহাসিনীমাসিকে অবশ্য ও ইদানীং দেখছে, আগে দেখেনি।"

শিবানী হাঁটু মুড়ে বসেছিল এতক্ষণ, এবার কোল পেতে বসল। শিবানীর চেহারা মোটামুটি সুশ্রী, গায়ের রঙ ফরসা, মুখ বেশ কোমল, কথা বলার ধরন এবং হাসিটি সুন্দর। সামান্য প্রগল্‌ভতার ছাপ হয়ত চোখে এবং হাসিতে আছে, কিন্তু হাসি চেপে রেখে গম্ভীর হলে শিবানীকে অন্যরকম দেখায়। তার চোখের দিকে গভীর করে তাকালে বোঝা যায়, শিবানী বিশেষ বুদ্ধিমতী।

বারিদ বলল, "সুহাসিনীমাসি কি ফাঁদ পেতেছে আমি বুঝতে পারছি না শিবানী। নয়ত এই নলিনী কোত্থেকে আসে?"

শিবানী কিছু ভেবে নিয়ে বলল, "নলিনীর কথা তোমার কিছু মনে পড়ছে না?"

"না। একেবারেই নয়।"

"বিয়ের প্রমাণ বলতে কি আছে বলছিলে?"

বারিদ শিবানীর মুখের দিকে সামান্য তাকিয়ে থেকে হতাশার গলায় বলল, "আইনত প্রমাণ আছে। সুহাসিনীমাসি সেকথা আমায় লিখেছিলেন। নলিনীও বলেছে, আছে। আমি দেখতে চাইনি।"

"কেন?"

"চাইনি, কারণ প্রমাণ না থাকলে সুহাসিনীমাসি এতটা এগুতে সাহস করতেন না। আমি তাঁকে চিনি, কাঁচা কাজ করার মানুষ তিনি নন।"

"তা হলেও তোমার প্রমাণটা দেখা উচিত ছিল।"

বারিদ কপালের কাছটায় আঙুল ঘষল, জোরে জোরে, যেন

কোনো স্নায়ুর অসাড়তা কাটাতে চাইল। বলল, "আমার ভয় হয়। প্রমাণ চাইলেই তো দেখতে পাব। তখন?"

"নলিনী কৃশ্চান?"

"হ্যাঁ। সুহাসিনীমাসিও কৃশ্চান।"

"তোমরাও!"

বারিদ মাথা নাড়ল আস্তে করে। "আমার মা খুব ধর্মভীরু ছিলেন। বাবা এ-সব পরোয়া করতেন না। আমি ধর্মটর্ম নিয়ে কিছু ভাবি না।"

"তুমি না ভাবো, আমি ভাবছি। ভাবছি বিয়ের প্রমাণ হিসেবে তাহলে কি আছে? রেজিস্ট্রি বিয়েতে সার্টিফিকেট নিতে হয়। তোমাদের বিয়ের প্রমাণটা কি?"

বারিদ নীরব। নলিনীকে সে একথাটা জিজ্ঞেস করতে পারত, কিংবা সুহাসিনীকেও অনায়াসে লিখতে পারত, তার বিয়ের প্রমাণ কোথায়? বারিদ এই বিষয়টা বরাবর এড়িয়ে যাচ্ছে। কেন? প্রমাণ চাওয়াটা কি বাহুল্য হবে বলে? নাকি বারিদ ভাবছে, ওটা অকারণ হবে?

শিবানী বলল, "যদি এই বিয়ের প্রমাণ থাকে তাহলে নলিনী তোমার স্ত্রী। আইনত, ধর্মত।"

বারিদ হঠাৎ কি-রকম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। বলল, "আর তুমি?"

শিবানী বারিদের চোখের দিকে তাকাল। শুধু রাগ নয়, হতাশার ভাবটাও সে বারিদের চোখে লক্ষ করল। সামান্য চুপচাপ থেকে শিবানী বলল, "আমি আবার কে! কেউ নয়। এমনি চেনাজানা লোক তোমার।"

মাথা নাড়ল বারিদ। আশ্চর্য এই যে, বারিদের মধ্যে আচমকা এক উত্তেজনা এসে গেছে। তার চোখের দৃষ্টি তীব্র, মুখ প্রায় আরক্ত হয়ে উঠেছিল। "না—" জোরে জোরে মাথা নাড়ল বারিদ, "তুমি আমার কেউ নয়—এ হতে পারে না। আমি কারও জন্যে কেয়ার

করি না, আই ডোণ্ট কেয়ার ফর নলিনী, আই ডোণ্ট কেয়ার ফর এনিবডি এক্‌সেপট ইউ। তোমার জন্যে করি।"

শিবানী বারিদের গলার স্বর থেকে বুঝল, বারিদ জ্ঞানত কোনো মিথ্যে বলছে না। বারিদকে সে চেনে। তাদের সম্পর্কটাও কারও কাছে চাপা নয়। তবু এখন শিবানী ব্যাপারটাকে অতটা গুরুত্ব দিতে চাইল না। জোর করেই হালকা গলায় হেসে বলল, "তুমি করলে কি হবে, আমি তো আর নলিনীর সংসারে গিয়ে উঠতে পারব না।"

"আমি জানি—" বারিদ বলল। বারিদ যে এ-ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত সচেতন তাতে সন্দেহ নেই। বরং কথা বলার ধরন ও তার মুখ দেখে মনে হল, বারিদের সমস্যা যেন নলিনীকে নিয়ে ততটা নয় যতটা শিবানীকে নিয়ে। নলিনীর সঙ্গে বাস্তবিকপক্ষে বারিদের কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই, শিবানীর সঙ্গে আছে। নলিনী বারিদের কেউ নয়, শিবানী অনেক। বারিদ বলল, "সুহাসিনীমাসি কি মতলব করে নলিনীকে পাঠিয়েছেন আমি জানি না, কিন্তু নলিনী যতদিন আছে শিবানী, ততদিন আমার একটা বড় ভয়, তুমি আমার ব্যাপারে গা করবে না।"

শিবানী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। বারিদের ভয় সে বুঝতে পারে। নলিনী এসে পড়ায় বারিদ এবং শিবানীর মধ্যে পাকাপাকি একটা পাঁচিল ওঠার অবস্থা হয়েছে। স্ত্রী হিসেবে নলিনীকে স্বীকার করে নিলে বারিদকে অন্ততঃ শিবানীর আশা ত্যাগ করতে হয়। বারিদ সেটা চায় না।

শিবানী মৃদু হেসে বলল, "তুমি এ-কূল ও-কূল দু'কূল রাখবে কি করে?···আমায় না হয় ছেড়েই দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে বারিদের মুখ যেন কোনো আঘাতে কাতর ও বিষণ্ণ হয়ে উঠল। এক ঝলক রাগের তাপও তার চোখে ফুটে উঠেছিল। ক্ষুব্ধ, আহত হয়ে বারিদ বলল, "তুমি আমায় কি ভাবো?"

"বারে! আমার দোষটা কোথায়?" শিবানী তখনও হালকা ভাব বজায় রাখছে, বলল, "আমায় কি তুমি সতীন নিয়ে ঘর করতে বলো?"

অত্যন্ত অপ্রসন্ন ও ক্রুদ্ধ হয়ে বারিদ কর্কশ গলায় বলল, "শিবানী, তোমার হাসি-তামাশা করার সময় এটা নয়। কিংবা তোমার তামাশা করার মন থাকতে পারে, আমার নেই। আমি সিরিআস! আমি তোমার সঙ্গে মজা করার জন্যে তোমাকে এখানে ডেকে আনিনি।...আমি তোমার পরামর্শ চেয়েছিলাম।"

শিবানী একমুঠো ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, "আমি তোমায় কি পরামর্শ দেব। নিজেই কিছু বুঝছি না।...নলিনী যদি তোমার স্ত্রী হয়, তার অধিকার আগে, বারিদ; আমি সেখানে..."

শিবানীর কথায় বাধা দিয়ে বারিদ বলল, "না; নলিনীর কোনো অধিকার নেই। সে আমার কে? কেউ নয়। আমি তাকে চিনি না, জানি না, কোনোদিন দেখিনি। আর তুমি...তুমি আমায় বাঁচিয়েছ, শিবানী।...তুমি না বাঁচালে আমি আজও—আজও হয়ত সেই পাগলা হাসপাতালে পড়ে থাকতাম..." বলতে বলতে বারিদের গলা গাঢ় হয়ে এল।

রোদ যে ছুটে ছুটে মাঠ, ঘাস, গাছ ছেড়ে পালাচ্ছে তা কেউ এতক্ষণ দেখেনি। শিবানীর এবার বুঝি খেয়াল পড়ল। রোদ খুব মিইয়ে গেছে, মাঠের ওপর দিয়ে শূন্য ধরে হাঁটছে, গাছের মাথায় চড়েছে। আর কিছুক্ষণ, বড় জোর ঘণ্টাখানেক. তার মধ্যেই অন্ধকার এসে যাবে।

শিবানী নিজেকে সংযত রেখেই বলল, "আমি আর তোমার কতটুকু করেছি! ভগবান করেছেন। তোমার ভাগ্যে তুমি ভাল হয়ে উঠেছিলে।"

বারিদ মাথা নাড়ল, কথাটা যেন পুরোপুরি স্বীকার করল না।

সামান্য চুপ করে থেকে শিবানী বলল, "মনের এই রকম অবস্থা

থাকলে তোমার আবার অসুখ করবে। তুমিই বলো, কি করতে চাও ?”

বারিদ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না, পরে হতাশ-গলায় বলল, “নলিনীকে আমি জব্বলপুরে ফেরত পাঠাতে চাই।”

“কি করে ?”

“জানি না।”

“সে কি যাবার জন্যে এসেছে!···এত বছর পরে, এভাবে যে আসে, সে কি আবার ফিরে যাবার জন্যে আসে!”

“তা ঠিক। তবে তাকে যেতে হবে”, বারিদ বলল। একটা সিগারেট ধরাল আবার। দুশ্চিন্তার গলায় বলল, “নলিনীকে আমি বোঝাব, সে অনর্থক এখানে এসেছে।···একটা জিনিস আমার মনে হয়েছে, নলিনী মোটেই অ্যাগ্রেসিভ নয়। সে জোর-জবরদস্তি করবে না। তার কথাবার্তা ভাল, স্বভাব নরম। তাকে যদি বোঝাতে পারি, সে হয়ত আমায় ছেড়ে চলে যাবে।”

শিবানী আবার হাঁটু মুড়ে ঝুঁকে বসল। বলল, “যদি না যায় ?”

“তা হলে—” বারিদ কিছুটা দিশেহারা হয়ে বলল, “আমি ওকে আমার সাধ্যমত টাকা দেব, তবু—তা সত্ত্বেও যদি না যায়—আমি ওকে···ওকে আমি হয়ত খুন করে ফেলব।” কথাটা বারিদ যেন একেবারেই নিজের অজান্তে, অবচেতন থেকে হঠাৎ বলে ফেলল।

শিবানী চুপ। স্থির অথচ শান্ত চোখে বারিদকে লক্ষ করতে করতে তার দৃষ্টি তীব্র, তীক্ষ্ণ হল। চাপা, প্রায় নিঃশ্বাসের গলায় শিবানী বলল, “তুমি খুন করতে পারবে ?”

বারিদ যেন অন্য কোনো মানুষ, তার চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক বারিদের নয়। অক্লেশে বারিদ বলল, “পারব।”

“কিন্তু কেন ?”

“তোমার জন্যে।”

“আমি নলিনীকে খুন করতে বলিনি।”

"নলিনী থাকলে আমি তোমায় পাব না।...শিবানী, তুমি আমায় কী অবস্থা থেকে বাঁচিয়েছ! আমি সমস্ত হারিয়েছিলাম, এভরিথিং ওয়াজ লস্ট টু মী। এই জগতটাই আমার কাছে হাসপাতালের বিছানা, উল্লুকদের চেঁচামেচি, ওষুধের গন্ধ হয়ে ছিল। আর মাঝে মাঝে মাথার যন্ত্রণায় শুধু বুঝতে পারতাম আমি মানুষ...।" বারিদ আবেগে যেন কেঁদে ফেলার উপক্রম করল।

শিবানী বারিদের হাত ধরে ফেলল, বাহুর কাছটায়। সামান্য ঝাঁকানি দিল। বলল, "হাসপাতালে আসার আগে তোমার কি হয়েছিল তোমার মনে পড়ে না?"

মাথা নাড়ল বারিদ। "না।"

"হয়ত তার আগে তুমি বিয়ে করেছিলে।"

"কি জানি!"

"তোমায় সেটা জানতে হবে।"

"কি হবে জেনে। আমার ভাল লাগে না জানতে।"

"ওটা না জানলে তুমি নলিনীকে চিনতে পাববে না, হয়ত সুহাসিনীকেও জানতে পারবে না।"

বারিদ একেবারেই অন্যমনস্ক, তার মুখ আর তার দৃষ্টি একই মানুষের—এ-কথা বিশ্বাস করাও কঠিন।

চুপচাপ অনেকক্ষণ থাকার পর বারিদ বলল, "আমি অনেক ভাবছি শিবানী, খুঁজে পাচ্ছি না।...একটা মেয়ে, তার কপাল, গাল, চিবুক সমস্ত ব্যাণ্ডেজ জড়ানো—মমির মতন, শুধু দুটো চোখ গর্তের মধ্যে, নাকের ডগাটুকু খোলা। এ আমার কেমন একটু মনে পড়ছে, একেবারে স্বপ্নের মতন—খারাপ স্বপ্নে মানুষ যেমন দেখে।...তখন আমি কোথায় যেন ছিলাম—দিল্লির কাছাকাছি কোথাও, না কি ইটারসিতে, কোথায় যে ঠিক—মনে করতে পারছি না।"

শিবানী বারিদকে আর ভাবতে দিল না। বলল, "এখন থাক। পরে ভেবো।...তুমি নিজে কত ভাববে! বরং নলিনীকে জিজ্ঞেস কর

–কোথায়, কখন, কিভাবে তোমাদের বিয়ে হল? বিয়ের পর তুমি কোথায় ছিলে? কবে চলে এলে? ওর কাছে বিয়ের প্রমাণ দেখতে চাও।...সুহাসিনী মিছিমিছি তোমায় এতকাল ধরে নিশ্চয় খুঁজে বেড়াচ্ছে না! কি উদ্দেশ্য তার?"

বারিদ কিছু বলল না।

একসময় শিবানী বারিদের হাত ধরে টান দিল। "ওঠো। আমায় ফিরতে হবে।...তোমার জন্যে আমার চিন্তাও কম নয়। ওঠো।"

বারিদ উঠে দাঁড়াল।

৬

শিবানীকে বাসে তুলে দিয়ে বারিদ উদ্দেশ্যবিহীনভাবে খানিকটা ঘুরে বেড়াল। দেখতে দেখতে সন্ধ্যে কনকনে হয়ে উঠেছে; কালকের শীত—এ-সময় খানিকটা আরামদায়ক ছিল, আজ উত্তুরে বাতাস ক্রমশই বাড়ছে, হিম পড়ছে, ঘন বাতাস ধুলো ধোঁয়ায় ভারী, মাঠে অন্ধকার আর কুয়াশার পরদা পড়ে গেছে। চৌরঙ্গির ভিড় আজও হালকা নয়, কালকের তুলনায় কিছু হয়ত কম—তবু বারিদ বড়দিনের জের দেখতে পাচ্ছিল।

কিছুমাত্র খেয়াল না করেই বারিদ নিউ মার্কেটের কাছাকাছি একটা ইংরিজী সিনেমার সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ি-ঘোড়া মানুষজনের বেশ ভিড় সামনের রাস্তায়। ভিড় কাটিয়ে এ-পাশে গাড়ি-বারান্দার তলায় এসে একবার অন্যমনস্কভাবে চলতি ছবিটার রঙীন ছবিগুলোর দিকে তাকাল বারিদ, তারপর কাচের দরজা সরিয়ে কাউন্টারের মুখোমুখি হল। বারিদ যেন সিনেমা দেখতে এসেছে, এইভাবে পকেটে হাত দিয়ে মানিব্যাগ বের করতে গিয়ে খেয়াল পড়ায় কাউন্টার থেকে সরে এল, এসে দোতলার সিঁড়ি ধরল।

শিবানী হয়ত ঠিকই বলেছে। প্রায় নিঃশব্দে সিঁড়ি উঠতে উঠতে বারিদ নতমুখ হয়ে ভাবছিল: নলিনীর কাছে প্রমাণ চাইতে হবে বিয়ের। কোথায়, কখন, কি করে বারিদ নলিনীকে বিয়ে করেছিল বারিদের শোনা দরকার। বিয়ের পর কি ঘটেছিল, এমন কী ঘটনা—যাতে বারিদ কোনো কিছুই মনে করতে পারছে না? বারিদের

অসুখ কি তার পরে ? শিবানী যা বলছে তা হতে পারে : বারিদের বিয়ে আগে, অসুখ পরে।

দোতলার বার-এ ভিড় কম। বারিদ এক কোণে একটা ছোট টেবিলে বসল। একা। আলো-অন্ধকারে এই জায়গাটা আলো-ছায়ার জালি মতন হয়ে থাকে বরাবর। রহস্যময় অনর্থক উত্তেজনা, হই-হই নেই ; শান্ত নিরিবিলি ভাব। হুল্লোড়ের জন্যে এখানে কেউ আসে না। বারিদ মাঝে মাঝে আসে। তার ভাল লাগে।

"হুইস্কি!" বারিদ অমনোযোগের গলায় বলল, মৃদুস্বরে। "ব্ল্যাক নাইট।"

বয় চলে গেল।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল বারিদ।

শিবানীর কথাবার্তা থেকে বারিদের মনে ঠিক যে কি হয়েছে সে বুঝতে পারছে না। দুঃখ ? হ্যাঁ, বারিদ দুঃখিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখই কি সব ? নাকি এটা মামুলি দুঃখ ? না, তা নয়। বারিদের মনে হচ্ছে, রক্তশূন্য হয়ে এলে শরীর যেমন একেবারে নির্জীব নিঃসাড় হয়ে আসে, সেই রকম বারিদের মন এবং হৃদয় প্রত্যাশাশূন্য হয়ে আসার মতন হয়েছে, এবং সে একেবারে হতাশ হয়ে মনোভারে ভেঙে পড়ার মতন হয়ে উঠছে। শিবানী যদি না থাকে তবে বারিদের কি থাকল ? এ জগতে বারিদ আর কিছু প্রত্যাশা করে না বড়, একমাত্র শিবানীই তার প্রত্যাশা, তার কামনা। শিবানী না থাকার অর্থ, বারিদের এই জীবনের আর কোথাও কিছু থাকল না, সব শূন্য :

কি করে শিবানী এ কথা বলতে পারল : 'নলিনী যদি তোমার স্ত্রী হয় তবে তার অধিকার আগে, বারিদ ; আমি সেখানে···।' সেখানে কি ? সেখানে শিবানী কিছু নয়, এমনি একজন, জানাশোনা লোক, বান্ধবী।

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিল বারিদ। শিবানী এ-রকম নির্বিকার,

ঠাণ্ডা, শান্ত থাকল কি করে? তার কি মনের কোথাও জ্বালা নেই, হিংসে নেই? সে কি মুখে যেমন করে হেসে হেসে বলল 'আমায় বরং ছেড়ে দাও', মনে মনেও কি ভাবছে—বারিদের কাছ থেকে ছাড়া পেলে তার কিছু যাবে আসবে না? বারিদ এটা বিশ্বাস করে না। বারিদকে না পেলে শিবানীর এতদিনের লালিত ভালবাসা কেমন করে ভেঙে যাবে বারিদ জানে। শিবানী যে আয়নায় এতদিন নিজের মুখ নিজে দেখে এসেছে, সেই আয়না ভেঙে চুরমার হয়ে গেলে যেমন আর শিবানী নিজেকে দেখতে পাবে না একা একা, একান্তে—সেইরকম বারিদ চলে গেলে শিবানীর সযত্নে সাদরে রাখা মনের এই আয়নাটাও ভেঙে যাবে। শিবানী নিজেকে অনুভব করতে পারবে না। অনুভব ছাড়া ভালবাসা থাকে না, হয় না।

তবু শিবানী কিরকম শান্ত, নির্বিকার, নিশ্চেতন; যেন ন্যায়, নীতি, আইন, ধর্ম ছাড়া তার আর কিছু ভাবার নেই।

বারিদ আবার সিগারেট ধরাল, এ-পাশ ও-পাশ তাকাল। চোখে পড়ল, সামান্য তফাতে তার মুখচেনা একজন বসে আছে, একা একাই, খানিকটা নেশা তাকে জড়িয়ে ধরেছে, তবু খাচ্ছে!

বারিদ আরও একটা হুইস্কি নিল।

নলিনীকে কি বারিদ বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরত পাঠাতে পারবে? কি বলবে বারিদ? তুমি আমার স্ত্রী নও।...বেশ, বারিদ বলল: বলল: 'তুমি আমার স্ত্রী নও নলিনী।' তখন নলিনী, নলিনী তাদের বিয়ের প্রমাণ দিল। বারিদ এই প্রমাণ অস্বীকার করতে পারবে কি? যদি না পারে? যদি সুহাসিনীমাসি নলিনীর তরফে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন? আসবেনই। সুহাসিনীমাসি খেলা করার জন্যে বা মজা করার জন্যে নলিনীকে পাঠাননি। বারিদ যদি নলিনীর কাছে ডিভোর্স চায়? নলিনী কি রাজী হবে? যদি বারিদ নলিনীকে টাকা দেয়, হাজার কয়েক, তা হলে? নলিনী কি টাকায় ভোলার মতন মেয়ে? মনে হয় না। বারিদ এই একদিনেই

বুঝতে পেরেছে, নলিনীর বিন্দুমাত্র অধৈর্যের ভাব নেই, জবরদস্তি নেই, উগ্রতা নেই, এমন কি বারিদের ওপর কতটুকু ঘৃণা বিদ্বেষ আছে তাও বোঝা যায় না। নলিনীর স্বভাব গভীর এবং গম্ভীর।

আরও খানিকটা সময় গেল। সিনেমার ইন্টারভেল হয়েছিল কখন, বাইরে কিছু লোকজন এসেছিল, আবার চলে গেছে। চারপাশ শান্ত। বার-এ বুঝি দশ-বারোজন মাত্র লোক।

বারিদ দ্বিতীয় বারের হুইস্কি যখন প্রায় শেষ করে এনেছে তখন সেই মুখচেনা মানুষটি বারিদের সামনে এসে সামান্য ঝুঁকে দাড়াল। "হ্যাল্—লো!"

মুখ তুলে বারিদ চেনার ভাব করল।

"আমি দেখেছি···। একেবারে একা যে!"

বারিদ বিড়বিড় করল। "একাই।"

"তা হলে এখানে একটু বসা যাক।"

"বসুন।" বারিদ বসতে বলল।

নেবানো চুরুট ধরিয়ে নিয়ে সাহেবী পোশাক পরা ভদ্রলোক জড়ানো গলায় বলল, "ইউ আর থিংকিং সামথিং···আমি অনেকক্ষণ থেকে ওয়াচ্ করছিলাম। এত কি ভাবছেন, মশাই!···আপনি তো সেই···অ্যাজ ফার অ্যাজ আই রিমেম্বার—গণেশের বন্ধু···মিস্টার মল্লিক?"

বারিদ মাথা নেড়ে সায় জানাল। "গণেশবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।"

"আমি সহজে ভুলি না···" ভদ্রলোক আত্মপ্রশস্তির মতন করে বললেন, "একবার কাউকে দেখলে আই অলওয়েজ রিমেম্বার হিম।"

বারিদ সামান্য হেসে বলল, "আপনি আমায় কয়েক বারই দেখেছেন। বার-এ।"

"দ্যাটস্ রাইট্।···আর একটা নিন। বয়···"

বারিদ তাড়াতাড়ি বাধা দিতে গেল। "আর না, আমি বাড়ি ফিরব।"

…"দূর মশাই, বাড়িতে বউয়ের ভয় আছে নাকি আপনার এখনও? মাতালদের বউ আর পেয়ারের কুকুর এক জিনিস, চেঁচায় কিন্তু কামড়ায় না। চেঁচানিটা আদরের।…বয়, ইধার…। যা বলছিলাম, আমি মশাই আমার বউয়ের কাছে হীরো, কারণ প্রচুর তরল খেতে পারি।"

বারিদ বুঝতে পারল ভদ্রলোকের আতিথ্য স্বীকার না করে ওঠা যাবে না। অগত্যা সে আবার সিগারেট ধরাল। বলল, "আপনি তো মিস্টার মজুমদার!"

মজুমদার পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক মুছল, কপাল মুছল। "আপনি এত গম্ভীর হয়ে ভাবছিলেন যে আমার মনে হল, কিছু হয়েছে। তা ব্যবসাপত্র কেমন চলছে?"

"মোটামুটি!…আপনার?"

"একেবারে রটন।" মজুমদার বিরক্তির মুখ করল, রাগের।

আবার হুইস্কি এল; দু'জনেরই।

মজুমদার বলল, "আমার ব্যবসাটা আমার মামার। লোকটা মানুষের সহ্যশক্তির একটা এক্‌জামপল্‌। ছিয়াত্তর বছর বয়েস হয়ে গেছে, হার্ট পেশেণ্ট, দু'বার অ্যাটাক সামলেছে, চোখের ছানি কাটিয়েছে দুটোরই, তিন কুলে আমি ছাড়া কেউ নেই। আমার সঙ্গে থাকে না, আলাদা থাকে—চাকরবাকর আর একটা নাইট নার্স নিয়ে।…বুড়োর কী জান মশাই, মরছে না। আসল চাবিকাঠি ওর হাতে, আমি শুধু নামমাত্র মালিক।"

বারিদ মজুমদারকে ভাল করে লক্ষ করছিল। কালচে চেহারা, প্রচণ্ড স্বাস্থ্য, গোল মুখ, মাথায় অল্প চুল। মজুমদারের নাক মোটা, চাপ্টা; চোখ বড় এবং গোল। লোকটাকে দেখতে যেমনই হোক, তার চোখ কেমন হিংস্র, অভিসন্ধিপূর্ণ, নিষ্ঠুর। হাতের থাবা মোটা

মোটা, আঙুল পুরু, ছোট ছোট। মজুমদারের চেহারার মধ্যে কোথাও যেন নির্মমতার ছাপ আছে।

বারিদের আর বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। আস্তে আস্তে স্নায়ুতে মাদকতার রেশ ছড়িয়ে পড়ছে। বাড়ি গিয়ে নলিনীর সঙ্গে জরুরী কথা বলতে হবে। অথচ আর খানিকটা না বসে উপায় নেই, তার পাত্র এখনও ফুরোয়নি।

বারিদ বলল, "এখানে যে হঠাৎ? সিনেমা দেখতে? না নিবিবিলি বসতে?"

"ভেবেছিলাম সিনেমাটা দেখব।...নাইট শোয়ে দেখব। একটা মেয়েছেলে আসার কথা...নেভার মাইণ্ড, আমি মদ্যপানের সময় মেয়েদের মেয়েছেলে বলি, এটা আমার ওল্ড ট্র্যাডিশান। তা সেই মেয়েছেলেটার আসতে দেরি হবে জানিয়েছে, কাজেই বসেছিলাম, জাস্ট ওয়েটিং..." মজুমদার একটু বড় করে চুমুক দিল গ্লাসে। বলল, "বসে বসে ভাবছিলাম...। আপনি কি সিনেমা দেখতে?"

"না। এমনি...।"

"যাবেন নাকি?...নাইট শো'য়ে বুকিং ফাঁকা আছে।"

"না না, আমায় বাড়ি ফিরতে হবে। কাজ আছে।"

কড়া চুরুটের ধোঁয়া বারিদের মুখের কাছে ছড়িয়ে দিয়ে মজুমদার যেন বারিদকে বোঝাচ্ছে বা ভোলাচ্ছে এমন ভাবে বলল, "এই বইটা খুব নাম-করা ক্রাইম পিক্‌চার। স্টোরীটা আমি পড়েছি। বানানো নয় মশাই, ফ্যাক্ট; ঘটনাটা ইংলাণ্ডে ঘটেছিল। আপনি এনজয় করবেন।"

বারিদ মুখে কিছু বলল না, চোখে আপত্তি প্রকাশ করল।

মজুমদার পাকাপোক্ত নেশাখোর। সে মোটামুটি খেয়েও মাতাল হয়নি, গলার স্বর জড়িয়ে যাওয়া বা জিব মোটা হয়ে আসা ছাড়া তার মধ্যে আর বিশেষ কোনো লক্ষণ নেই যাতে লোকটাকে মদ্যপ বলা যায়। চোখ দুটো ছলছল করছিল খানিকটা, ঈষৎ জলের ভাব

এসেছে যেন। মজুমদার বলল, "আমি মশাই বসে বসে একটা মজার কথা ভাবছিলাম। নীট্ অ্যাণ্ড ক্লীন একটা মার্ডার কি ভাবে করা যায় ?"

বারিদ কিঞ্চিৎ নেশার মধ্যেও অবাক হয়ে মজুমদারের দিকে তাকাল। "এ-রকম একটা চিন্তা মাথায় এল কেন ?"

"জাস্ট্ বসে থাকতে থাকতে···। এই বইটা দেখতে এসেছি বলেই হয়ত।···বুদ্ধিতে ধার দিচ্ছিলাম।" ঠাট্টার ছলেই যেন মজুমদার বলল। "মার্ডার স্টোরীর আমি একজন বড় ভক্ত, যা হাতের কাছে পাই পড়ে ফেলি।···যে ছবিটা দেখতে এসেছি তার স্টোরীটা আমি জানি। মার্ডার বাই শক্।"

"শক্ ?" বারিদ চমকে উঠল।

"না—না, শক্ মানে ইলেকট্রিক শক্ নয়, সে-রকম কিছু নয়; আচমকা ভীষণ একটা ভয় পাইয়ে দেওয়া, বা মনে সাংঘাতিক কোনো আঘাত দেওয়া। সাইকোলজিকাল ব্যাকগ্রাউণ্ডে এটা খুব সাকসেস-ফুল হতে পারে।···যেমন একটা একজাম্প্ল্ বলছি। ধরুন, আমার মামা, ছিয়াত্তর বছরের ছানিকাটা বুড়ো, দু'বার হার্ট অ্যাটাক্ সামলেছে। এই রটন্ বুড়োটাকে মারতে হলে খুব সহজেই গায়ে আঁচড় না কেটেই মারা যায়।"

বারিদ তার নেশার মধ্যেও মজুমদারের চোখের নির্মমতা দেখতে পেল। লোকটা তামাশার মতন করে বললেও এটা তামাশা নয়, মনে মনে সে এ-রকম কিছু ভাবছে নিশ্চয়, তার দৃষ্টিতে পশুর হিংস্রতা, রোষ। বারিদের ভাল লাগল না। লোকটার মধ্যে পাপের গন্ধ আছে যেন, সেই গন্ধ এতক্ষণে বারিদের নাকে লাগছিল। ভয় করছিল বারিদের।

মজুমদার নিচু গলায় বলল, "একটা অসুস্থ ছিয়াত্তর বছরের দাম্ভিক কঞ্জুস বুড়োকে আর কতটা লাইফ্-লিজ দেওয়া যায় মশাই ? এমনিতেই বুড়ো মরবে, কিন্তু ততদিন ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হলে···"

বারিদ উঠে পড়ল। বয়কে ডাকল।

মজুমদার হাত বাড়িয়ে বারিদকে ধরতে গেল। "আরে একি, এখনই কি!...বসুন।"

"না", বারিদ মাথা নাড়ল, "আমার বাড়িতে কাজ আছে। জরুরী, খুবই দরকারী। পরে, আবার একদিন..."

মজুমদার মাথা নেড়ে বলল, "বাড়ির জন্যে এত ছটফট করার কি আছে মশাই। কে আছে বাড়িতে? বউ?...টেক্ সাম্ গুড্ লেসন্স্ ফ্রম মি আবাউট এ ওয়াইফ্..."

বারিদ পকেট থেকে টাকা বের করতে লাগল।

ট্যাক্সিতে বারিদ আগাগোড়াই মজুমদারের কথা ভাবল। লোকটা তার সঙ্গে রসিকতা করছিল, মাতালের রসিকতা, নাকি লোকটার মনে কোনো মতলব ঘুরছে? তার কথাবার্তা বলার ধরন তামাশা করার মতন হলেও, চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছিল, সে সত্যি সত্যিই একটা অভিসন্ধি নিয়ে আছে। কিন্তু বারিদের কাছে এ-সব কথা বলার অর্থ কি? বারিদ মজুমদারের বন্ধু নয়। তেমন কিছু পরিচিতও নয়। তবে? নাকি সমস্তটাই নেশার ঝোঁকে বলে গেল মজুমদার? বারিদকেই বা কেন বলতে গেল? বারিদকে কি লোকটা খুব বন্ধু ভেবে নিয়েছে? বিশ্বাস করেছে? অথবা বারিদকে সে তার মতন চরিত্রের লোক ভেবেছে?...তা হলে কি বারিদও তার এই বেশভূষা, হাত-পা, চোখমুখ এবং মনের কোথাও গোপন কোনো পাপ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে? পাপ, ভয়, নিষ্ঠুরতা, হিংসা? মজুমদারের পাকা চোখ বারিদের মধ্যের পাপীকে অনুভব করতে পেরেছে নাকি?

ট্যাক্সির মধ্যে বারিদ অসহায় হয়ে এবং অবিশ্বাস্য এক গা-ছমছমে ভাব নিয়ে গদির মধ্যে ডুবে শুয়ে থাকল। শুয়ে চোখের পাতা বন্ধ করল।

ঠিক কখন, বারিদ জানে না, ঠিক কখন যেন বারিদ স্বপ্নের মতন

দেখল : বারিদ আর বারিদ নেই, সে কীরকম হয়ে গেছে, সর্বাঙ্গ গলিত এক কুষ্ঠরোগী, তার কোমরে লোহার শক্ত শেকল, শেকলের সঙ্গে একটা ঘণ্টা বাঁধা। বারিদ প্রায় উলঙ্গ। সে পা বাড়িয়ে হাঁটলেই কোমরের শেকলে ঝোলানো ঘণ্টা বাজছে। আর ঘণ্টা বাজলেই আশপাশ থেকে লোক সরে সরে পালিয়ে যাচ্ছে, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, গলিত-অঙ্গ বারিদ একা একা হাঁটছে, তার সংস্পর্শ থেকে লোকজন পালাচ্ছে, যেন বারিদের বাতাস অন্যদের সংক্রামিত করে ব্যাধিগ্রস্ত করবে।

ভয়ে বারিদ চিৎকার করে শিবানীকে ডাকল। চোখ খুলল। চোখের পাতা খুলতেই বারিদ দেখল পূর্ণ সিনেমার আলো-সাজানো চেহারাটা যেমন তার চোখ থেকে সরে গেল, সেই রকম তার আচমকা স্বপ্নটাও সরে গেছে। কিন্তু ভয় যায়নি। বুক কাঁপছে এবং ভীষণ তৃষ্ণা অনুভব করছে বারিদ।

কী কুৎসিত, জঘন্য, নোংরা স্বপ্ন! নিজের গায়ে যেন বারিদ বমি করে ফেলেছে এই ভাবে সে নিজেকে দেখল, গা ঘিনঘিন করছে।

মজুমদার বারিদের মধ্যে অদৃশ্যে কিছু সংক্রামিত করে দিয়েছে কিনা বারিদ বুঝতে পারল না। দিতে পারে। হয়ত, বারিদ ভাবল, মজুমদার বারিদের পাপ-চিন্তা ধরতে পেরেছে, কিংবা পাপ প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। এমনও হতে পারে, বারিদের মধ্যেকার গোপনতাকে সে খুঁচিয়ে দিয়েছে! মজুমদার তার ছিয়াত্তর বছরের অসুস্থ মামাকে খুন করতে চাইছে, আর বারিদ চাইছে নলিনীকে—যুবতী, সুশ্রী নলিনীকে।

বারিদ অস্বীকার করার জন্য মাথা নাড়ল, বলতে চাইল : না—না—না।

হঠাৎ কানের কাছে যেন শিবানীর সেই গলা শুনতে পেল : তুমি নলিনীকে খুন করতে পারবে?

শিবানী বিশ্বাস করেনি। বারিদও কি বিশ্বাস করে?

বাড়িতে এসে আচ্ছন্নের মতন বারিদ সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের ঘরে যেতে গিয়ে দেখল, নলিনীর ঘরের দরজা ভেজানো, ঘর অন্ধকার। কোনো সাড়াশব্দ নেই।

দরজায় দাঁড়িয়ে বারিদ ডাকল, "নলিনী ?"

কোনো সাড়াশব্দ নেই। বারিদ আবার ডাকল। শেষে ভেজানো দরজা খুলে আলো জ্বালল। দেখল : বিছানার ওপর উপুড় হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে নলিনী শুয়ে আছে। তার পায়ের কাপড় এলোমেলো, গায়ের ঢাকা সরে গেছে, কাঁধের দিকের শাড়িও অগোছালো। বারিদ সামনে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। নলিনীর ঘাড়ের কাছে ক্ষতটা দেখা যাচ্ছিল। ক্লান্ত নলিনী ঘুমোচ্ছে।

৭

নলিনী জেগে উঠল, জেগে উঠেও ঘুমের আচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক, তারপর বুঝতে পারল বারিদ তার বিছানার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। নলিনী তাড়াতাড়ি পায়ের কাপড় টেনে উঠে দাঁড়াল। কাঁধ ও বুকের আঁচল গুছিয়ে এলোমেলো গরম শালটা জড়িয়ে নিতে লাগল।

বারিদ সামান্য অস্বস্তি বোধ করছিল, যেন সে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে কোথাও ধরা পড়ে গেছে।

"খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলে!" বারিদ খানিকটা মমতার সঙ্গে হাসি-মুখ করল, "অনেক বার ডেকেছি।" যদিও কিছু নয়, তবু বারিদ এমনভাবে কথাটা বলল যেন সে এ ঘরে আসা, বাতি জ্বালা এবং নলিনীর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে থাকার একটা কৈফিয়ত দিল।

নলিনী একপাশে তাকিয়ে বলল, "শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছি।"

বারিদ সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "তুমি আমার ঘরে এসো একবার। কয়েকটা কথা আছে।" বলে বারিদ ঘর থেকে চলে গেল।

নিজের ঘরের দরজার লক্ খুলে বারিদ ঘরে এল; বাতি জ্বালল। নলিনীর জন্যে এখন আচমকা কেমন মায়া অনুভব করছিল বারিদ। ঘুমন্ত, অসহায় নলিনীকে দেখার পর তার কিছু মনে হয়েছে; করুণা জেগেছে অথবা সহানুভূতি কি না বারিদ বুঝল না, তবে বারিদের অস্পষ্ট করে মনে হচ্ছিল, নলিনীর এই নির্ভরতা বড় অদ্ভুত। জব্বলপুর

থেকে এই মেয়েটি একা একা সম্পূর্ণ অচেনা এই শহরে, বারিদের বাড়িতে চলে এসেছে বারিদকেই বিশ্বাস করে। সুহাসিনীমাসির কথায় ভরসা করে এভাবে আসা নিশ্চয় বোকামি। কিন্তু কি করেই বা নলিনী বারিদকে বিশ্বাস করতে পারল, কি ভরসাতেই বা এ-বাড়ির আশ্রয়কে সে নিরাপদ মনে করতে পারছে! এ-বাড়িতে নলিনীর জন্যে সুখশয্যা পাতা নেই। তবু সে এটা গ্রাহ্য করছে না। নয়ত ওভাবে কেউ ঘুমোতে পারে? ঘুমন্ত নলিনীর চোখে মুখে কোনো ভয়, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ বারিদ দেখেনি; যেন শুধুই ক্লান্ত হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেই গভীরতায় তাকে আরও সুশ্রী দেখাচ্ছিল। নলিনীর পায়ের দিকটাও বারিদ লক্ষ করেছিল: মসৃণ, মোলায়েম পা, গোড়ালির দিকটা ভরা, গোছ ভারী। নিঃসাড়, নিদ্রিত নলিনীকে দেখতে দেখতে বারিদের একবার চকিতের জন্যে মজুমদারের কথা মনে পড়ল: 'নীট অ্যাণ্ড ক্লীন মার্ডার'। আর তার পরই বারিদের মনে ধারালো ছুরির খোঁচার মতন তার নিজের কথাটা লাগল: 'নলিনীকে আমি খুন করব।' মাঠে শিবানীর কাছে বারিদের এই উত্তেজনা প্রকাশ একেবারেই অর্থহীন হলে সে হয়ত স্বস্তি পেত। অথচ কেন যেন বারিদ সে-স্বস্তি পাচ্ছিল না। বোধ হয় তখন—তারপরই ভয় পেয়ে বারিদ আবার জোরে—অনেকটা জোর গলায় নলিনীকে ডেকেছিল: নলিনী, নলিনী! সেই ডাকে নলিনী জেগে উঠতেই বারিদ যেন বাঁচল।

বারিদকে সামান্য অপেক্ষা করতে হল; নলিনী বোধহয় চোখের ঘুম জল দিয়ে ধুয়ে এল।

বারিদ বলল, "বসো।"

বারিদের ঘরে নলিনী এই প্রথম পা দিল। বারিদ আগে আর এ-ঘরে নলিনীকে ডাকেনি, কারণ বারিদ বড় বেশি সন্দিগ্ধ ছিল। পছন্দও করেনি।

নলিনী সাধারণভাবে একবার ঘরের চারপাশ তাকিয়ে দেখল, দেখে নীরবে বসল।

বারিদ নলিনীর মুখোমুখি বসে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "কাল রাত্তিরে তোমার নিশ্চয় ঘুম হয়নি। আজ দুপুরেও নয়।" বলে বারিদ এমন মুখ করল যেন সে নলিনীর এই অঘোর ঘুমের কারণটা ধরে ফেলেছে।

মনে হল নলিনী কিছু বলবে না, চুপ করেই ছিল; কি মনে করে বলল, "মাথা দরদ করছিল, শুয়ে ছিলাম। ঘুমিয়ে পড়েছি।" নলিনী মাথাধরা বলতে ভুল করল।

বারিদ সামান্য কৌতুক অনুভব করল। বুঝতে পারল, নলিনী কেন ঘরের বাতি নিবিয়ে রেখেছিল। "এখন কেমন? মাথাধরা ছেড়েছে?" বলার পর বারিদ ধরতে পারল নেশার জন্যে তার গলার স্বর পুরু হয়ে আছে সামান্য। একটু বেশি নেশার জন্যে নলিনীর কাছে তার সঙ্কোচও হচ্ছিল।

নলিনী সামান্য ঘাড় কাত করল: মাথাধরা যেন কমেছে এই রকম বোঝাতে চাইল।

বারিদ এবার খানিকটা চুপচাপ। কিভাবে কথাটা বলবে যেন ভেবে নিল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ইতস্তত করে বলল, "তোমায় কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা আমার জানা দরকার।"

নলিনী মুখ তুলে তাকাল।

বারিদ বলল, "তোমার সঙ্গে আমার কোথায় বিয়ে হয়েছিল?"

নলিনীর চোখের ভাব খানিকটা বদলে গেল, বারিদকে সে বোঝবার চেষ্টা করছে বলে মনে হল। অপলকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে নলিনী চোখের পাতা ফেলল। মৃদু গলায় বলল, "তুমি বলো তোমার কিছু মনে নেই।"

"না!"

"আমি বললে বিশ্বাস করবে?"

বারিদ ইতস্তত করে ঝোঁকের মাথায় বলল, "করব।"

নলিনী কথাটা বিশ্বাস করে নিতে পারল না। বলল, "তোমার যখন মনে নেই, আমায় তখন বিশ্বাস করবে কেন?"

বারিদ যুক্তিটা বুঝতে পারল। বলল, "বিশ্বাস না করে আমার উপায় কি।"

নলিনী সামান্য অপেক্ষা করল; বারিদকে দেখল; বলল, "পিসিমা তোমায় জানাননি?"

"না।"

"রায়লাপুর।"

"জায়গাটা কোথায়?"

"মধ্যপ্রদেশ। আম্বলা-পারাসিয়ার লাইনে নেমে যেতে হয়।" মধ্যপ্রদেশ কথাটা নলিনী হিন্দী জিবেই উচ্চারণ করল।

বারিদ মনে করার চেষ্টা করল। "তুমি সেখানে কার কাছে থাকতে?"

"বাবার কাছে।"

"তোমার বাবা সেখানে ডাক্তারী করতেন?"

নলিনী ঘাড় নাড়ল, "বাবা মিশন হসপিটালের ডাক্তার ছিলেন।"

"তুমি জব্বলপুরে কবে চলে এলে?"

"বাবার সঙ্গে।" বলে নলিনী একটু অন্যমনস্কভাবে দরজার দিকে তাকাল।

বারিদ জলের ঢোঁক গেলার মতন পর পর কয়েকবার সিগারেটের ধোঁয়া গলায় নিয়ে ঢোঁক গিলল। তারপর দুর্বল গলায় বলল, "আমাদের কিভাবে বিয়ে হয়েছিল?"

প্রশ্নটা নলিনীর কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হল না বোধ হয়, বলল, "আমাদের সমাজে যেমন হয়, কৃশ্চান ম্যারেজ।"

বারিদ নলিনীর চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর দ্বিধার সঙ্গে বলল, "সুহাসিনীমাসি আমায় যে ছবিটা পাঠিয়েছেন,

তোমার-আমার, সেটা আমাদের বিয়ের পরের কিনা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"বিয়ের পর নয়—" নলিনী সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "ছবিটা আমি জানি, আমার কাছে ছিল; পিসিমা চেয়ে নিয়ে পাঠিয়েছেন। বেট্রোথাল সেরিমনির পরের ছবি।"

বারিদ আপত্তি প্রকাশ করল না। সুহাসিনীমাসির পাঠানো বারিদ-নলিনীর ফটোর পেছনে বারিদের নিজের হাতে নলিনীর নাম লেখা আছে। নীচে বারিদের নাম। আর ছুটি ছত্রও তাতে লেখা আছে, বারিদ লিখেছিল: 'বিলিভ মি, লাভ; অ্যাণ্ড ট্রাস্ট মি, লাভ'। একেবারে ছেলেমানুষী। কেন লিখেছিল বারিদ? ছেলেমানুষ ছিল বলেই বোধহয়।

বারিদ সিগারেটের টুকরোটা ছাইদানে ফেলে দিল। ঘাড়ের কাছটায় হাত রেখে মুঠো করে টিপল। তার নেশার ভাবটা আরও ফিকে হয়ে এসেছে, তৃষ্ণা অনুভব করছিল বারিদ।

"আমাদের বিয়ের আর কি প্রমাণ আছে?" বারিদ কাঁচা উকিলের মতন প্রশ্ন করল।

নলিনী বলল, "সব রকম।"

"যেমন?"

যা-যা তাদের সমাজে সাধারণত হয় সবই বলল নলিনী; সমাজের নিয়ম মতন গীর্জার প্রকাশ্য স্থানে বিয়ের নোটিশ ছিল একমাস, গীর্জার উপাসনায় পাবলিশিং অফ্ বানাস হয়েছে, তারপর যথারীতি গীর্জায় গিয়ে বিয়ে। গীর্জা ঘরের ম্যারেজ রেজিস্টারে নিয়ম মতন সই-সাবুদ আছে সকলের।

বারিদ অনেকক্ষণ আর কথা বলতে পারল না। সে যেন আগেই জানত প্রমাণ চাওয়া নিরর্থক হবে। এতটা বোকা নলিনীরা হতে পারে না, সুহাসিনীমাসিও কাঁচা জায়গায় পা দেবার মানুষ নন। প্রমাণ না চাওয়া পর্যন্ত তবু যেন কোথাও একটা আশা বা ভরসা,

কিংবা ফাঁক ছিল। এখন আর কিছু নেই। বারিদ কোনো দিক থেকে পালাতে পারবে না। ধর্মত ও আইনত এ-বিবাহ সিদ্ধ।

ভীষণ তৃষ্ণার্ত বোধ করে বারিদ জল খেতে চাইল।

নলিনী এ-ঘরে কোথাও জলের ব্যবস্থা দেখতে পেল না। উঠে গিয়ে জল এনে দিল।

বারিদ জল খেয়ে বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল। নলিনীকে দেখল না, অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে থাকল। তারপর কি মনে হওয়ায় নলিনীর দিকে তাকাল। নলিনীর হাতে বিয়ের আঙটিটাও আছে। আগেও বারিদ দেখেছে। ওটা বিয়ের কিনা এ-বিষয়ে বারিদ আর সন্দেহ প্রকাশ করল না। করতে ভয় হল। বারিদ শুধু বলল, "তুমি তো সিঁদুর দাও না!"

নলিনী মাথা নাড়ল। "না; দিইনি। তুমি বললে পরব।"

বারিদের ইচ্ছে হল বলে, আমি তোমাকেই চাই না নলিনী, তোমাকে আমার দরকার নেই। গলার কাছে কথাটা উঠে এসেও আবার নেমে গেল।

নলিনী বলল, "আমার কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না!"

বারিদ দুঃখের মুখে হাসল। "অবিশ্বাস করেই বা আমার লাভ কি, নলিনী। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি।"

নলিনীর বোধহয় ভাল লাগল কথাটা। বলল, "আমি তোমায় মিথ্যে বলিনি।"

"না," বারিদ মাথা নাড়ল, "তুমি মিথ্যে বলবে না। একটা মন-গড়া গল্প নিয়ে এভাবে কেউ আসে না। সাহস পায় না আসতে। তবু তুমি কি করে যে আমার ওপর বিশ্বাস নিয়ে এসেছ আমি বুঝতে পারি না। আমার খুব অবাক লাগছে।"

নলিনীর দুই চোখ যেন খুব প্রশান্ত হয়ে উঠল, বলল, "আমি বিশ্বাস করেই এসেছি।"

"এ-রকম বিশ্বাস খুব অদ্ভুত। তুমি আমায় চেনো না।"

"প্রথমে চিনতে পারিনি। এখন আমার অনেক কিছু মনে পড়ছে।"

"কাকে, আমাকে ?"

নলিনী অল্প মাথা নাড়ল। কিন্তু তার কি মনে পড়ছে, বলল না।

বারিদ সামান্য অপেক্ষা করে থাকল, নলিনী কিছু বলবে এই আশায়। নলিনী কিছু বলছে না দেখে জিজ্ঞেস করল, "যেমন—?"

বারিদের দিকে চোখ তুলেই নলিনী অন্য দিকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।..."আমার মনে পড়ার কথা থাক। তোমার পড়ছে না!"

"না," বারিদ জোরে মাথা নাড়ল, "একেবারেই নয়।" বলে অপেক্ষা করল বারিদ, কিছু ভাবল, বলল, "একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করি, কিছু মনে করো না। তুমি কি এখানে থাকবে বলেই ঠিক করে এসেছ ?" কথাটা বলার পর বারিদের মনে হল যে, অসতর্কভাবেই চালের ভুল করে ফেলল। পরে বারিদের ধারণা হল, কথাটা হয়ত বলা উচিত হল না এখন—তবু এই প্রশ্নটা তাকে করতেই হত, হয়ত কয়েকদিন পরে।

নলিনী শুনল, চুপ করে থাকল খানিক, বলল, "না থাকলে আসব কেন ?"

বারিদ হতাশা বোধ করল। কি-রকম রাগও অনুভব করছিল নলিনীর ওপর। "এতদিন তাহলে কি করছিলে ? তুমি যদি আমার স্ত্রী হও, তোমার এত টান থেকে থাকে স্বামীর ওপর, এতদিন তাহলে তুমি কি করছিলে ? কোথায় ছিলে ? কেন আসনি ? কেন আমায় জানাওনি যে আমার স্ত্রী আছে ?"

বারিদের গলার স্বর রুক্ষ, ঝাঁঝালো। তাকে উত্তেজিত এবং খানিকটা ক্ষিপ্তের মতন দেখাচ্ছিল।

নলিনী সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিল না। বারিদের ব্যবহার থেকে সে ক্রমশই যেন অনেক কিছু বুঝতে পারছে। নলিনী

শান্তভাবে বলল, "তোমার খবর আমি জানতাম না। পিসিমা জানানোর পর জেনেছি।"

"কতদিন হল জেনেছ?" জেরা করার গলায় বারিদ বলল।

"মাস পাঁচ-ছয়।"

"তাহলে এতদিন, এই ক'বছর—?"

"কি?"

"তুমি কি করেছ? তুমি নিশ্চয় আমার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকনি?"

"কে বলতে পারে!"

"তুমি বলতে পার।"

"আমার কথা তুমি বিশ্বাস করবে কেন?"

"তোমার এত কথা বিশ্বাস করেছি যখন, তখন এটাও করতে পারি।"

"তুমি আমার কোনো কথাই বিশ্বাস করছ না। এখনও নয়।··· আমি তোমায় বিশ্বাস করাতেও চাই না। তুমি জব্বলপুরে আমার বাবার কাছে যেতে পার। বাবা তোমায় সব রকম প্রমাণ দেখাতে পারেন।"

বারিদ যেন ছেলেমানুষের মতন আচমকা ক্ষেপে গিয়ে আবার কোনো ভয়ে দমে গেল। অসন্তুষ্ট ভাবেই বলল, "শুধু বাইরের প্রমাণে কিছু হয় না। বাইরের প্রমাণে তুমি আমার স্ত্রী হলে, কিন্তু তাতে কি!···আমি বিশ্বাস করি না, কোনো বিবাহিত মেয়ে এভাবে এতদিন তার একরকম অজানা অচেনা স্বামীর জন্যে চুপ করে বসে থাকে?"

নলিনী অসন্তুষ্ট হল। বলল, "তুমি কি চাও?"

বারিদ এবার খানিকটা বিমূঢ় হল। বলল, "তুমি তোমার জায়গায় ফিরে যাও।"

"না।"

"কেন?"

"আমি তোমার স্ত্রী। ধর্মত।"

"ডিভোর্স নাও।"

"না। ডিভোর্স আমি করতে পারি না।"

"পার। আমি ব্যবস্থা করতে পারি। আমি তোমায় কমপেন্‌সেট করব।"

নলিনী স্থির চোখে বারিদের দিকে তাকিয়ে থাকল দীর্ঘ কয়েক পলক, তারপর উঠে দাঁড়াল। বলল, "না।···তোমায় কিছু করতে হবে না।"

বারিদ দেখল নলিনী চলে যাচ্ছে; মরিয়া হয়ে সে বলল, "তুমি কি আমায় পাগল করে মারতে চাও? কি চাও তুমি?"

নলিনী দাঁড়াল। কি ভেবে কাঁধের দিকের সমস্ত কাপড় সরিয়ে বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে সেই ক্ষতটা দেখাল, বলল, "তুমিই আমাকে মারতে চেয়েছিলে একদিন, আমি তোমায় কোনোদিন মারতে চাইনি।"

৮

নতুন বছর পড়ে গিয়েছিল। বারিদ এমন একটা অবস্থার মধ্যে রয়েছে যেখান থেকে সে না সামনে, না বা পেছনে পা বাড়াতে পারছিল। এই রকম দুঃসহ অবস্থার মধ্যে পাচ-সাত দিন কেটে গেল। মাঝে মাঝে বারিদের মনে হত, সে বোতলের লম্বা গলার মধ্যে ভাঙা কর্কের মতন আটকে গেছে, ওপরে তুলে আনার উপায় নেই, নীচে ঠেলে দেবারও পথ নেই। নলিনীকে জব্বলপুরে ফেরত পাঠানো অসম্ভব; সে যাবে না। টাকা পয়সা নিয়ে সে যদি মিটমাট করে ফেলত তাহলে একটা কথা ছিল, টাকা পয়সা সে নেবে না, ডিভোর্স করবে না। নলিনীকে এ-ব্যাপারে রাজী করানোর চেষ্টা অনর্থক। বারিদ নলিনীকে স্ত্রী হিসেবে অস্বীকার করারও আর কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। নলিনীদের কাছে এই বিয়ের অজস্র প্রমাণ রয়েছে; বারিদের এমন কিছু নেই যাতে সে আপত্তি তুলতে পারে। 'আমি আমার স্ত্রীকে মনে করতে পারছি না'—এটা কোনো প্রমাণ নয়। 'তুমি তোমার সুবিধের জন্যে, স্বার্থের জন্যে পরিত্যক্ত পত্নীকে স্বীকার করতে চাইছ না; তুমি মিথ্যে কথা বলছ—' আইন বা আদালত হয়ত এই কথাই বলবে।

নলিনীকে যেমন সরাতে পারছে না বারিদ, এবং সরাবার কোনো পথ বা উপায় দেখছে না, সেই রকম শিবানীকেও সে নিজের জীবন থেকে হারিয়ে ফেলার কথা চিন্তা করতে পারছে না। কথাটা কোনো-ক্রমে মনে এলেই তার বুক ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে; এমন একটা শূন্যতা অনুভব করছে যে মনে হচ্ছে, বুকের তলায় তার শরীরের অতি-

প্রয়োজনীয় অংশগুলি নেই, তার নিঃশ্বাস নেবার উপায় অথবা সাড় বোধ করার ক্ষমতা নেই। শিবানীকে ভুলে যাওয়া, তাকে ফেলে যাওয়া অসম্ভব। শিবানীকে বাদ দিয়ে বারিদ নিজের জীবনের অস্তিত্ব আর চিন্তা করতে পারে না। সংসারে এই একটিমাত্র মানুষের কাছে সে কৃতজ্ঞ, ঋণী। শিবানী না থাকলে বারিদ হয়ত এই অবস্থায় এসে পৌঁছতে পারত না। বারিদের পক্ষে এই ভালবাসা এখন আর ভেঙে যেতে দেওয়া সম্ভব নয়।

তা হলে?

বারিদের একবার মনে হয়েছিল, সে কি নলিনীর কাছে কথাটা বলবে! ক্ষতি কি যদি সে স্পষ্ট করে নলিনীকে বলে: নলিনী, তুমি আমার আইনত ধর্মত স্ত্রী হলেও হতে পার; কিন্তু আমি তোমায় চাই না, আমি তোমায় ভালবাসি না, ভালবাসতে পারব না। তুমি আমায় ছেড়ে দাও। শিবানীই আমার সব।

কথাটা বারিদ বলেনি; বলতে আগ্রহ অথবা সাহস কোনোটাই অনুভব করেনি। শিবানীও আপত্তি করে বলেছিল: 'না না, এ-সব কথা তুমি ওকে বলতে পার নাকি! ছি।'

মুশকিল এই, বারিদ ভেবে দেখেছে, নলিনীর কাছে সরাসরি শিবানীর কথা বললে যদি-বা নলিনী তাকে মুক্তি দিতেও চায় তবু সে মুক্তি পাবে না। কেননা সুহাসিনীমাসি নলিনীর পেছনে আছেন। তিনি বারিদকে এত সহজে ছেড়ে দেবার মতন মানুষ নন। যদি তাই হত—তবে এমন করে খুঁজে বের করতেন না।

না, কোনো উপায় নেই। বারিদ কোথাও কোনো আশা-ভরসা দেখতে না পেয়ে যখন ক্রমশই তার ব্যর্থতার দরুন হতাশা ও ক্রোধ অনুভব করছে সর্বক্ষণ, সমস্ত মন তিক্ত, জালে আটক পড়া জন্তুর মতন আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, তখন একদিন ঝোঁকের মাথায় অফিস থেকে মজুমদারকে ফোন করে বসল। বারিদ মজুমদারের ফোন নম্বর বা ঠিকানা জানত না, তাদের কারখানার নামটা মোটামুটি শুনেছিল,

এমন কি মজুমদারের নামটাও পুরোপুরি জানা ছিল না বারিদের : হয়ত জে. মজুমদার, কিংবা জি. মজুমদার।

টেলিফোন ডিরেকটারি থেকে বারিদ কারখানার নামটা মোটামুটি খুঁজে বের করল। কাছাকাছি তিনটে নামে রিং করে শেষ পর্যন্ত মজুমদারের পাত্তা পাওয়া গেল। অথচ মজুমদারকে তখন পাওয়া গেল না। বার কয়েক চেষ্টা করে শেষে বিকেলের শেষে মজুমদারকে পেল বারিদ। কথা বলতে গিয়ে বারিদ দেখল, সে যা বলতে চায় তা বলতে পারছে না, বলা সম্ভব হচ্ছে না। সারাটা দিন সে মজুমদারের জন্যে কেন যে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল, কেনই বা তাকে পাগলের মতন খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত ফোনে ধরেছে—বারিদ যেন প্রথমটায় তা ভুলে গেল। বোকার মতন কয়েকটা মামুলি কথা বলার পর বারিদ যেন নিজের জন্যে একটা কৈফিয়ত তৈরি করল, করে ব্যবসার কথা পাড়ল। বারিদের ব্যবসার সঙ্গে মজুমদারের ব্যবসার কোনো সম্পর্ক নেই। বারিদ ভুলেই গিয়েছিল যে, মজুমদাররা একেবারে মেশিন-টুলের কারবার করে। নিজেকে সামলে বারিদ বলল, "আমার একটা কপার-কাস্টিংয়ের দরকার আছে। ভাবলাম আপনার হেল্প্ নেওয়া যাক। কোথায় যোগাযোগ করি বলুন তো? জাস্ট হেল্প্ মি, স্যার।" হাতের তালু ভিজে ভিজে হয়ে এলেও বারিদ তার গলা এবং কথা বলার ভঙ্গী হাল্কা ব্যবসায়ী ধরনের রাখতে চাইল, এবং ইচ্ছে করেই 'স্যার' শব্দটা যোগ করে দিল।

মজুমদার হতাশ করল না। বলল—সে দেখছে, খোঁজখবর করে জানাচ্ছে।

"আজ আর তাহলে হচ্ছে না—" বারিদ বলল, যেন আজ মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগে তার আগ্রহ রয়েছে, কিন্তু নিরুপায় হয়ে তাকে অপেক্ষা করতে হবে। "হলে অবশ্য ভাল হত, না হলে কাল..."

"আপনি বেরোচ্ছেন কখন?" মজুমদার জানতে চাইল।

"আর খানিকটা পরে।"

"সোজা বাড়ি?"

"না।"

"দেন্ লেট্ আস মিট টুগেদার।···কোথাও চলে আসুন।"

"ভিড়টিড় আমার ভাল লাগে না", বারিদ বলল, "নিরিবিলি জায়গা হলে ঘণ্টাখানেক বসতে পারি।"

ওপার থেকে মজুমদার এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে সাগ্রহে বলল, "নেভার মাইণ্ড, নিরিবিলিতেই হবে।···কোথায় পাব আপনাকে?"

"বলুন। আমি সেদিনের মতন···"

"কোনো দরকার নেই। আপনি গ্র্যাণ্ডের নীচে—বাটার জুতোর দোকানের ওখানে থাকুন, আমি তুলে নেব। একেবারে সাতটা, কাঁটায় কাঁটায়।"

ফোন নামিয়ে রেখে বারিদ কিছুক্ষণ আর স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারল না। বুকের মধ্যে ধাক্কাটা দ্রুত হয়ে শব্দটা নিজের কানে লাগছিল। হাতের তলা ভিজে গেছে, ঠাণ্ডা। কিছু সময় বারিদ কিছু খেয়াল করতে পারল না যেন। তারপর হাত মুছল, বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলল, বুকের ধাক্কাটা তার খারাপ লাগছিল।

মজুমদারের সঙ্গে তার বাক্যালাপ এখন আর বাস্তব বলে মনে হচ্ছে না, যেন কোনো দুঃস্বপ্নের মধ্যে বারিদ এই কাণ্ডটা ঘটিয়ে ফেলেছে। তবু, শেষ পর্যন্ত বারিদ অনুভব করল, এর কোনো কিছুই স্বপ্ন নয়, সবই সত্য। কেন, কি জন্যে বারিদ মজুমদারকে ফোন করতে গেল? ব্যবসার কথা বলতে? না, কখনোই নয়। কপার-কাস্টিংয়ের সঙ্গে বারিদের কোনো সম্পর্ক নেই। তার ব্যবসা খুব সাধারণ এবং একটি ছোটখাটো ঘরে দু-তিনটি পার্টিশানের মধ্যেই সব হয়ে যায়। বারিদের সমস্ত কাজটাই প্রায় কাগজপত্রে, সে একটা বিদেশী কোম্পানীর এজেন্সি নিয়ে কাজ করে। তার ব্যবসার জগতটা শুধুমাত্র জোরালো কাঁচের, জটিল ও সূক্ষ্ম যন্ত্রের। মাইক্রোসকোপ, লেন্স,

স্পেকট্রাম, প্রজেক্টার পার্টস—এ-সব নিয়ে। সে যোগাযোগ রাখে, অর্ডার নেয়, পাঠায়, পরিবর্তে কমিশন পায়। এই ব্যবসার সঙ্গে কপার-কাস্টিংয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। তবু সে মজুমদারকে ফোন করল, একটা বাজে মিথ্যে অজুহাত দিল। কেন?

বারিদ বুঝতে পারল মজুমদার তাকে টানছে। এখন বারিদ ডুবন্ত মানুষ, সে এমন কিছুর ওপর ভরসা করতে চাইছে যা তাকে বাঁচাবে। মজুমদার যে বারিদকে বাঁচাতে পারে—তাও হয়ত নয়, তবু সে হাতের কাছে ধরার মতন আর কিছু পাচ্ছে না। উপায় কি! দেখা যাক কি হয়।

বারিদ উঠে মুখচোখে ঠাণ্ডা জল দিতে গেল। মজুমদারের সঙ্গে দেখা হবার আগে তাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

যথাসময়ে মজুমদার এল, এবং বারিদকে তুলে নিয়ে সোজা গঙ্গার দিকে চলে গেল।

মজুমদার কলকাতা শহরের মস্ত ঘুঘু। সে না জানে এমন জিনিস নেই। গঙ্গার দিকে গাড়ি রেখে দরজা লক্ করল মজুমদার, তার হাতে চমৎকার চামড়ার ব্যাগ। বাঁ-হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে মোটা ধরনের শিস দিতে দিতে মজুমদার একেবারে ঘাটের কাছে এসে বলল, "আজ জল-বিহার। চলুন নৌকোয় গিয়ে বসি।"

মজুমদার দক্ষ মানুষ, তার এদিকে আসা-যাওয়া খুব, সবই জানে। বারিদ দেখল, মজুমদার একবারমাত্র জলের কাছে গেল এবং ফিরে এল। তার মধ্যেই সে নৌকো ভাড়া করে ফেলেছে।

নৌকোয় উঠতে বারিদের একটু ভয়ই করছিল, কিন্তু খুব অসুবিধে হল না, বাঁধা নৌকোয় এসে বসল বারিদ, পাশে মজুমদার। নৌকোয় লণ্ঠন জ্বলছে; মাঝিরা এখন নিজেদের খাওয়াদাওয়ার আয়োজন নিয়ে আছে।

জানুআরির শীতে গঙ্গার বুকে বেশ ঠাণ্ডা। কনকন করছে। বারিদের শীত ধরে গিয়েছিল, ঠোঁট কেঁপে উঠছিল। চোয়াল শক্ত করে

দাঁত চেপে বারিদ শীত সামলাতে লাগল।

ছইয়ের মধ্যে মাথা আড়াল দিয়ে বসে মজুমদার তার হাতের ব্যাগ খুলে হুইস্কির একটা বোতল, দুটো কাঁচের গ্লাস বের করল। অন্ধকারে বারিদ বিশেষ কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। খুবই আশ্চর্য যে, নৌকোর মধ্যে সোডার বোতল পেতেও মজুমদারের কোনো অসুবিধে হল না। ঘাটের দিক থেকে কেউ এসে মাঝিকে দিয়ে গিয়েছিল, মাঝি এসে মজুমদারকে দিল।

মজুমদার গ্লাসে সোডা হুইস্কি মিশিয়ে বারিদকে দিল, বলল, "নিন, শরীরটা গরম করে ফেলুন।"

মজুমদার যে কর্মতৎপর তাতে বারিদের কোনো সন্দেহ হচ্ছিল না। তার কোথাও কোনো রকম আড়ষ্টতা নেই, যেন এই নৌকো, মাঝি, সোডা পৌঁছে দেওয়া লোকটা—সবই তার নিজের, কিংবা খুবই জানাশোনা সকলের সঙ্গে।

পান শুরু করে বারিদ প্রথমে হালকা মামুলি কয়েকটা কথা বলল। মজুমদারও সেইভাবে জবাব দিল। তার হুইস্কির বোতলটা যে পুরো নয়, আধাআধি হয়ে আছে, বারিদ তাও লক্ষ করল।

কিছু পরে বারিদ কপার-কাস্টিংয়ের ব্যাপারটা কথার মধ্যে আনল। মনে মনে বারিদ আগেই একটা বিশ্বাসযোগ্য গল্প গড়ে নিয়েছিল; সেটাই বলল: ব্যাপারটা আসলে বারিদের নিজের নয়, বারিদকে তার এক পার্টি একটা কপার-কাস্টিংয়ের ব্যাপার জানতে চেয়েছে, কোথায়—কিভাবে করানো যায়, আর যেহেতু বারিদের ওটা জানা নেই সেহেতু সে মজুমদারের সাহায্য চেয়েছে।

মজুমদার দু' জায়গার নাম বলল। বলল, "আপনি অ্যালায়েডেই বরং খোঁজ করে দেখুন। ওদের ফাউণ্ড্রি ভাল।"

এই পর্যন্ত যা হল সেটা ভূমিকা। তারপর?

বারিদ চুপচাপ। ঠিক আর অতটা শীত বোধ করছে না। গঙ্গার জল ঘাটে ঘা দিয়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করছে, আশেপাশে কিছু বাঁধা

নৌকো, ওদিকে দুটো জাহাজ দাঁড়িয়ে। কুয়াশার চাদর দিয়ে গঙ্গার জল এবং আকাশ যেন মোড়া, জাহাজের বাতিগুলো দূরের রেল স্টেশনের আলোর মতন দেখাচ্ছে, নৌকোর লণ্ঠনগুলো নিবু নিবু মনে হয়, ঘাটে লোকজন চোখে পড়ছে না।

দ্বিতীয় প্রশ্নর শুরুতে বারিদ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আপনার মামার খবর কি?" বলে সে সিগারেটের অনেকখানি ধোঁয়া গলায় নিয়ে ঢোঁক গিলল।

মজুমদার বলল, "বুড়োর সঙ্গে আমার রিসেণ্টলি আর-এক রাউণ্ড হয়ে গেছে। আমি মশাই স্ট্রেট বলেছি: আপনি এক পা শ্মশানের দিকে বাড়িয়ে বসে আছেন—তবু ঝামেলা করছেন কেন! ব্যবসা যখন আমাকেই দেখতে হবে, আই মাস্ট হ্যাভ ফুল কনট্রোল ওভার দি বিজনেস। ঠিক কিনা বলুন?"

বারিদ পা সামান্য ছড়িয়ে দিল। "গণ্ডগোলটা কি নিয়ে?"

"টাকা পয়সা নিয়ে, মানসম্মান নিয়ে, লেবার নিয়ে···। মামার আমলে লেবাররা মাথায় চড়ে বসেছিল। মামাই চড়িয়েছে। আমি এটা টলারেট করতে পারি না। বাট্ আই হ্যাভ নাথিং টু ডু। কিছু করলেই লোকগুলো মামার কাছে চলে যায় সটান।"

"মানুষ তো তাহলে ভালই।"

"সে-রকম মনে হয়। কিন্তু বুড়ো ভয়ংকর পাজী লোক। আমায় বিশ্বাস করে না, কারখানার লোকদের তাই হাতে রাখে। আমাকে হিউমিলিয়েট্ করার মতলব। টাকা পয়সার ওপর শকুনির চোখ। দশ-পনেরো হাজার টাকা আমি বের করে দেব তার উপায় নেই। ধরে ফেলবে। বাট্ হি ইজ এ ফুল। টাকা বের করার ধান্দা আমার জানা আছে।"

বারিদ তার গ্লাসে একটু বড় করে চুমুক দিল। মজুমদার অক্লেশে খেয়ে যাচ্ছে।

"আপনিই মামার সব পাচ্ছেন?" বারিদ জিজ্ঞেস করল।

"আর কেউ নেই ওর, আমিই একমাত্র টিকে আছি।"

"ওঁর উইল-টুইল..."

"আছে ; আমি উইল নিয়ে ভাবি না। হি হ্যাজ্ নান্ টু মেক্ এ গিফ্ট্।...যা আছে আমিই সব পাব। ওর বাড়ি সমেত।"

"তবে আর কি! আর কিছুদিন সয়ে যান।"

"ইম্পসব্‌ল।...আমি মশাই, গলা পর্যন্ত ডুবে আছি। আর অপেক্ষা করলে মাথা পর্যন্ত ডুবে যাব।"

"আপনার ট্রাবলটা কোথায়?"

মজুমদার তার দ্বিতীয় দফা শেষ করে ফেলল। বিরক্তির গলায় বলল, "প্রায় হাজার ত্রিশ টাকা এক জায়গায় গলিয়ে বসে আছি। দু-পাঁচ হাজার টাকার খুচরো দেনা পাঁচ-সাত জায়গায়। তার ওপর বউটা মশাই বাচ্চাকাচ্চা না হওয়ায় অন্য মেজাজের হয়ে গেছে, সি লিডস্ হার ওউন লাইফ্, অ্যাণ্ড এ কস্ট্‌লি লাইফ। কোথায় কোথায় কি করে বেড়ায় কে জানে। দেখতে-শুনতে ভাল...বুঝলেন তো!"

বারিদ চুপ। মজুমদারেরও তাহলে স্ত্রী-সমস্যা আছে। লোকটাকে সেদিন যতটা খারাপ লেগেছিল বারিদের, এখন আর ততটা লাগছে না। বারিদও অন্যমনস্কভাবে তার দ্বিতীয় গ্লাস শেষ করল।

মজুমদার আবার গ্লাস সাজাতে সাজাতে চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "আমি ভগবানের কাণ্ডকারখানা দেখছি। ওই পচাত্তুরে বুড়োটা ড্যামেজড্ হার্ট আর ছানি-কাটা চোখ নিয়ে আমাদের জ্বালিয়ে যাবে—এ আর সহ্য করা যায় না। অথচ আমাদের এই জীবন, এই বয়েসটা মশাই বুড়োর জন্যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আই মাস্ট্ কিল হিম।"

"কি করে?" বারিদ বেহুঁশের মতন, নিজের একেবারে অজান্তে বলে ফেলল। বলেই চমকে উঠল।

মজুমদার বারিদের কথায় কান দিয়েছিল কিনা কে জানে, নিজের থেকেই বলল, "বুড়োকে আমি প্রফেসন্যাল কীলারের মতন মারতে

চাই না। দু-পাঁচ বছর পরে যেভাবে সে মরবে, এট্‌লিস্ট্‌ মরতে পারে, সেইভাবে মারতে চাই। ডেথ্‌ ফ্রম্‌ শক্‌।"

"শক্‌!" বারিদ পুনরাবৃত্তির মতন বলল। মজুমদার সেদিনও 'শক্‌-ডেথ্‌' না কি যেন কথাটা বলেছিল, বারিদ তেমন খেয়াল করে শোনেনি। কৌতূহল বোধ করলেও বারিদ তা প্রকাশ করল না। হতে পারে, এবং সেটা হওয়াই স্বাভাবিক যে, মজুমদার রাগের মাথায় তার মামাকে মারার কথা বলছে; হয়ত কার্যক্ষেত্রে সে তা করবে না। মজুমদার শয়তান হতে পারে, কিন্তু কতটা শয়তান বারিদ জানে না। বারিদের আরও সন্দেহ হল, মজুমদার যদি সত্যি সত্যিই তার মামাকে মারার কোনো ফন্দি এঁটে থাকে—সেটা নিজের থেকে বারিদকে গল্প করে বলতে যাবে কেন? তা কি কেউ চায়? মজুমদারের অপরাধের সাক্ষী বারিদ হতে পারে; আর সাক্ষী-সাবুদ রেখে কেউ মানুষ খুন করে না।···তাহলে? বারিদ যেন একটা বিচ্ছিরী ধাঁধার মধ্যে পড়ে কোনো কূল-কিনারা করতে পারল না।

"নিন। এবার সোডা একটু কম", মজুমদার গ্লাস এগিয়ে দিল।

বারিদ নিল। সে অনবরতই প্রায় সিগারেট খাচ্ছে। শেষের আগুন থেকে নতুন আরও একটা ধরিয়ে নিল।

মজুমদার অচমকা বলল, "আপনার ট্রাবল কি?"

"ট্রাবল!" বারিদ প্রায় শিউরে উঠে মজুমদারের মুখের দিকে তাকাল। ছইয়ের অন্ধকার এক চালচিত্রের মতন। মজুমদারের সেই অদ্ভুত নিষ্ঠুর মুখ যেন বারিদের সমস্ত কিছু তন্ন তন্ন করে দেখছে। গঙ্গার জল ঘাটে আছড়ে পড়ার শব্দ খানিকটা জোর হল যেন। জোয়ার আসবে নাকি! চারপাশ স্তব্ধ। গভীর কুয়াশার মধ্যে অতি নির্জনে মুখোমুখি দুটি মানুষ। দু'জনের পরিচয় যতটা স্বল্প, এই পরিবেশে ততটা আর স্বল্প বলে মনে হচ্ছে না। বারিদ আতঙ্ক বোধ করল। তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলল, "আমার কোনো ট্রাবল নেই।"

মজুমদার বিশ্বাস করল কিনা কে জানে, বলল, "বাট্ ইউ লুক্‌ড লাইক এ ট্রাবল্‌ড্ ম্যান।"

"না না; এমনি।"

"আমি ভেবেছিলাম···।" মজুমদার কথাটা শেষ করল না। না করে হুইস্কিতে ছোট করে চুমুক দিল, অপেক্ষা করল, বলল, "আই অ্যাম এ গুড ফ্রেণ্ড। আমায় বিশ্বাস করতে পারেন।"

বারিদ মাথা নাড়ল। নেশার মধ্যে তার মনে হল—সে তার মনের ছিটকিনিটা খুলে দেয়। কিছু না, সামান্য মাত্র, তারপরই বারিদ বলতে পারবে: নলিনী আমার ধর্মত, আইন-সিদ্ধ স্ত্রী—নলিনীকে আমি খুন করতে চাই। টেল্ মি অ্যাবাউট ইওর ডেথ্ ফ্রম শক্।

মজুমদার চাপা ফিসফিস গলায়, জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, "আমার সঙ্গে কারবারে আসার লোক পাচ্ছি না, বুঝলেন···। আই ওয়াণ্ট সামওয়ান।"

"কিসের কারবার?" বারিদ বুঝেও না বোঝার মতন করে বলল। তার গলার তলায় যেন ঘাম আসছে—এই শীতেও।

মজুমদার প্রায় শুয়ে পড়ে বলল, "আমি একটা ক্রস মোটিভ চাই।···আমার মামাকে কেউ নিক; ভেরী সিমপল্ টার্গেট। তার বদলে আমি অন্য টার্গেট নিতে রাজী।"

বারিদ যেন ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে বলল, "আর ইউ এ কিলার?"

"হু ইজ নট্? এভরিবডি ইজ্ এ কিলার।"

বারিদ যেন হঠাৎ কোনোকিছুর দ্বারা আক্রান্ত এবং পরিবেষ্টিত অনুভব করে অসহায় বোধ করল। চারপাশে তাকাল। তার মনে পড়ল: সুহাসিনীমাসির সেই লোকটাকে বারিদ খুন করতে চেয়েছিল। নলিনীর কথাও তার মনে পড়ল। নলিনী বলেছে—বারিদ নলিনীকেও মারতে চেয়েছিল। এখনও কি নলিনীকে সে মারতে চায় না? তবে? তাহলে?

৯

রাত্রে ঘুমের মধ্যে বারিদ এক স্বপ্ন দেখল : সে- বারিদ কোথাও, কোনো এক বাড়ির বাইরে ঘোরাফেরা করছে। বাড়িটা অদ্ভুত, অনেকটা যেন ভাঙা পুরোনো কোনো দুর্গের মতন, আবার খানিকটা তার দেব-দেউলের মতন। ঠিক মতন বা ভাল মতন বারিদ বাড়িটা দেখতে পাচ্ছিল না— কেননা বাড়িটা বিশাল, বড় বড় গাছপালায় ঢাকা। তখন শেষ বিকেল না সন্ধ্যে তাও বারিদ বুঝতে পারছিল না, তার মনে হচ্ছিল, মোটামুটি রাত—সন্ধ্যের পরই হবে। আকাশে কোথাও চাঁদ ছিল, নয়ত এ-সময় খানিকটা ম্লান আলো এবং অন্ধকার থাকার কথা নয়। এখানে বারিদ কেন এসেছে তা বুঝতে 'পারছিল না। বাড়ির বাইরে, বাগানে সম্পূর্ণ অনাহূতের মতন সে ঘুরছিল, এবং দেখছিল মস্ত বাগানটায় গাছপালা অত্যধিক, মানুষজন কেউ নেই। বাড়িটার চূড়া, থাম, গম্বুজ এবং কয়েকটা বন্ধ জানলা তার চোখে পড়ছিল। বাগান থেকে বাড়িতে যাবার আগ্রহ সত্ত্বেও বারিদ ভয় পাচ্ছিল, চোরের মতন, গা আড়াল দিয়ে, গাছপালার ছায়া দিয়ে বারিদ সন্তর্পণে খানিকটা এগিয়ে গেল। আশেপাশে কোথাও কারও সাড়াশব্দ না পাওয়া সত্ত্বেও বারিদ সাবধানে বাড়ির কাছাকাছি পর্যন্ত এল, এসে দেখল—পাথরে বাঁধানো গোল মতন সুন্দর, মসৃণ এক চত্বর, তার ওপাশে ফোয়ারা। ফোয়ারাকে বেড় দিয়েই এই বাঁধানো চত্বর বেশ মনোরম লাগছিল বারিদের। সে বসল। ফোয়ারা দিয়ে জল উঠছে। চাঁদের আলো জলকণার গায়ে চিক চিক করছিল। বারিদ বসে থাকতে থাকতে

বাতাসের দমকা অনুভব করল, যেন হঠাৎ একটা বাতাস ওঠার পর গাছপালা মাথা দুলিয়ে কাঁপতে শুরু করল, ফোয়ারার জল যেন ছিটিয়ে এসে বারিদের গায়ে লাগল। আর তারপর কী আশ্চর্য, বারিদ দেখল, বাতাসের দমকা তেমন কিছু জোর না হওয়া সত্ত্বেও বাগানের গাছপালার পাতা ঝরতে লাগল। ঝরা শুরু হল তো আর থামল না, ঝরেই যাচ্ছিল, ঝরে ঝরে সব নিষ্পত্র হয়ে আসতে লাগল। বারিদ অবাক : এ কি করে হয়? এত পাতা কি করে ঝরে? অথচ দেখতে দেখতে বাগানের সমস্ত গাছ নিষ্পত্র, শাখাগুলি শূন্য, কিম্ভূত হয়ে সমস্ত বাগান শুধু পাতায় ভরে গেল, ফোয়ারার মুখের জল জ্বলে-যাওয়া, নিবন্ত আতসবাজির মতন থেমে গেল, আর জল উঠছিল না। বারিদ শঙ্কিত হয়ে বাগান ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করল।

তারপরই বারিদ দেখল, সে কেমন করে যেন বাড়ির মধ্যে এসে পড়েছে। সিঁড়ির অন্ধকার দিয়ে হাঁটছে যদিও তবু সিঁড়ির চেহারাটা ছাদের কার্নিসের মতন মনে হচ্ছিল, নীচে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না, পা পা করে বারিদ এগিয়ে যাচ্ছে, ভয়ে উৎকণ্ঠায় শরীর কাঠ হয়ে রয়েছে। এইভাবে খানিকটা এগিয়ে বারিদ একটা বারান্দার মতন জায়গায় এল, সিঁড়ির শেষ আর বারান্দার শুরু যেন জায়গাটা। এসে দেখল—একটা পাখির খাঁচা মাটিতে পড়ে, পাখি মরে আছে, তফাতে একটা মরা কুকুর, কুকুরটা বারিদের দিকে মুখ করে পড়ে আছে। আর তারপরই বারিদ সামনে দুটো ভেজানো দরজা দেখতে পেল। এই দরজার কোনটাতে বারিদ যাবে বুঝতে পারল না, কিন্তু সে এতক্ষণে বেশ বুঝতে পারছিল— ওই ঘরের মধ্যে বারিদের কাম্য কিছু রয়েছে। সামনের দরজা ঠেলেই বারিদ ঘরে ঢুকল। আর ঢোকামাত্র দেখল—ঘরের মাঝামাঝিখানে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে, তার সমস্ত মুখ বীভৎস, আগুনে পোড়া যেন, তার ঠোঁট ঝলসানো, চোখ অন্ধকার কোটরের মধ্যে। দৃশ্যটা ভয়াবহ। বারিদ ভীত হয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল। সম্ভবত সে চিৎকারও করে

উঠেছিল। পরে চোখ খুলে বারিদ দেখল, মেয়েটি সেখানে নেই, ঘরের একপাশে বিছানায় শুয়ে আছে। চলে যেতে গিয়েও সে যেতে পারল না, এগিয়ে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। এখন তার মুখ ঢাকা। সাদা ব্যাণ্ডেজে কপাল, গাল, চিবুক জড়ানো। নাকের ফুটো এবং চোখের গর্ত মাত্র দেখা যাচ্ছিল; দুটি ঠোঁট সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। বারিদের মনে হল নলিনী শুয়ে আছে। নলিনীর শাড়ি তার পরনে। বারিদ চিনতে পারল। ঘৃণা এবং রাগ হচ্ছিল বারিদের, কুৎসিত মনে হচ্ছিল নলিনীকে। বারিদ পকেটে কেন যেন হাত দিল, আর কী আশ্চর্য, পকেটে হাত দেওয়া মাত্র বারিদ তার অস্ত্র পেল।

নলিনীকে আঘাত করার পর বারিদের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে যাওয়া সত্ত্বেও অন্ধকারে ঘুম এবং স্বপ্নের শেষটুকু মুছে যাবার আগে আচ্ছন্ন-চেতনার মধ্যে বারিদ দেখছিল, নলিনীর রক্তে তার হাত ভিজে গেছে, জামায় লেগেছে।

বিছানায় উঠে বসেও কিছুক্ষণ বারিদ স্বপ্ন এবং বাস্তবের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল, তার হাত ভিজে আছে। ভয়ে শক্ত, অসাড় হয়ে বারিদ বসে থাকল, বসে থাকতে থাকতে সে একবার পালাবার কথাও ভাবল; তারপর অন্ধকারের মধ্যেই তার চোখ এবং চেতনা তাকে বাস্তব সম্পর্কে সচেতন করল।

মশারি ছেড়ে বাইরে এসে বারিদ বাতি জ্বালল। নিজের ঘর লক্ষ করল সামান্য, জল খেল, বিছানার মাথার কাছে জল রাখা ছিল; একটা সিগারেট ধরাল বারিদ, ভীষণ ক্লান্ত, দুর্বল লাগছিল; গলার কাছে কপালে সামান্য ঘাম ফুটেছে।

কিছু পরে আবার বিছানায় শুয়ে লেপ টেনে নেবার পরও বারিদের ঘুম এল না। স্বপ্নের দৃশ্যগুলি তার ঘুরেফিরে মনে পড়তে লাগল। সেই বাড়ি, গাছপালা, পাতাঝরা, ফোয়ারা এবং দগ্ধমুখ মেয়েটি বারিদকে যেন বহুমুখ আঁকশির মতন গেঁথে ফেলে টানছে।

নলিনীও। বাইরে গিয়ে নলিনীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বারি তাকে ডাকবে কিনা তাও ভাবল একবার। অথচ সে উঠল না, বিছানার ওপর চুপ করে শুয়ে থাকল, শুয়ে শুয়ে ভাবতে চাইল: এই বাড়িটা কোথায়? সে কি কখনো এ বাড়ি দেখেছে? বাগানের সমস্ত পাতা আচমকা ঝরে গেল কেন? কী অদ্ভুত সেই সিঁড়ি—কার্নিসের মতন। মরা পাখি, কুকুর, ঘর এবং সেই ঘরে নলিনীকেই বা কেন দেখল বারিদ?

সকালে চা খেতে বসে বারিদ ভাল করে নলিনীর মুখ দেখছিল না। দেখতে সাহস পাচ্ছিল না। স্বপ্নের সেই শাড়িটাই নলিনী পরে আছে। আজ ক'দিনই সকালে পরছে। বারিদ মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছিল। তার ভাল লাগছিল না।

আচমকা বারিদ বলল, চোখ না তুলেই, "তোমার শাড়ি জামা কি কম?"

নলিনী কিছু বুঝল না, অবাক হয়ে বারিদকে দেখতে লাগল। "কেন?"

"রোজ এই শাড়িটা পরার কি আছে?"

"রোজ পরিনি। দু'একদিন পরেছি।"

"অন্য একটা পরতে পার।...শাড়ি কম থাকলে আনিয়ে নাও, টাকা দিচ্ছি।"

নলিনী নিজের শাড়িটার দিকে তাকাল। ছাপা শাড়ি যদিও তবু রঙগুলো সবই হালকা, খুব হালকা, হলদেটে জমির ওপর নীল এবং কমলা রঙের বুটি। শাড়িটা দেখতে সুন্দর ছাড়া অসুন্দর নয়। তবু বারিদের কোথায় যে আপত্তি নলিনী বুঝল না, চুপ করে থাকল। তার মনে হল, বারিদের বিরক্ত মুখ আজ আরও বিরক্ত।

বারিদ চুপচাপ চা খেতে খেতে এক সময় হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের বাড়িতে কুকুর ছিল?"

নলিনী বোধহয় কিছুই বুঝল না। বলল, "কুকুর! কোথায়?"

"তোমাদের বাড়িতে। তোমার বাবার বাড়িতে।"

"না!" নলিনী আশ্চর্য হচ্ছিল।

"পাখি?"

মাথা নাড়ল নলিনী। "না।"

বারিদ একবার চোখ তুলে নলিনীকে দেখল। তারপর রোদের দিকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, "বড় বাগানও বোধহয় ছিল না?"

"ছিল। ছোট বাগান, লন :...বাড়ির সামনে।"

বারিদ আর কিছু বলল না।

নলিনী কৌতূহল বোধ করছিল। সামান্য পরে শুধলো, "বাগান, কুকুর, পাখির কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?"

"এমনি।" বারিদ বলল, বলে উঠে পড়ল।

স্বপ্নের কথাটা বারিদ ভুলতে পারল না। অনুভূত কোনো ব্যথার মতন সারাদিন তার মনের কোথাও থেকে গেল; এবং বিকেলের পর সেটা বাড়তে লাগল। মনে হল, দিনের আলো এবং হাঁটা-চলা, অফিসে আসা, কাগজ-কলম টেনে নিয়ে বসার ফলে যাও কিছুটা চাপা ছিল সেটা আবার খোলাখুলি দেখা দিচ্ছে। সন্ধ্যের পর বারিদ দেখল—সে শুধু স্বপ্নটার কথা ভাবছে। চোখ চেয়ে থেকেও সে বাতাসে অদৃশ্যভাবে যেন সব দেখতে পাচ্ছে। এই অদ্ভুত এবং বীভৎস স্বপ্ন বারিদকে নেশার মতন পেয়ে বসছে। কিছুতেই বারিদ তার মনকে অন্য কোথাও বসাতে পারছে না। এমন কি বারিদ একা একা মদ্যপান করতে গেল (সচরাচর সে নিয়মিত মদ্যপান করে না), এবং অনুভব করল নেশার মধ্যেও বারিদ স্বপ্নটাকে টুকরো টুকরো করে দেখছে, ভাবছে। সত্যিই যেন বারিদ সেই স্বপ্নের বাড়ি, বাগান, পাখি, কুকুর এবং নিহত নলিনীকে খুঁজছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল বারিদ অসুস্থ হয়ে উঠছে। তাকে ব্যাধিগ্রস্তের মতন দেখাচ্ছিল: মুখ নিষ্প্রাণ, ফ্যাকাশে; চোখের

জমি সামান্য হলদেটে হয়ে গেছে, দৃষ্টি স্পষ্ট নয়। সে কখনও কখনও ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়তে লাগল, কখনও কখনও অকারণে ভীত ও সন্ত্রস্ত। বারিদের মধ্যে রুক্ষতা বাড়ল, সহিষ্ণুতা নষ্ট হল। তার গলার স্বর স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না। রাত্রে ঘুম ছিল না, সকালের আলোয় সে খানিকটা স্বস্তি পেত, তবুও নিজেকে নির্ভার, নিশ্চিন্ত মনে করত না।

সেই একই স্বপ্ন আবার দেখল বারিদ, কয়েকদিনের মধ্যেই, পর পর। কোথাও বিশেষ কোনো পরিবর্তন নেই, কখনও বা বাড়িটার বন্ধ জানলাগুলো ভীষণ বড় বড় দেখিয়েছে, কখনও বা সিঁড়িটা আরও বাঁকা এবং সরু মনে হয়েছে। একদিন এই স্বপ্নের মধ্যে সুহাসিনীকেও দেখতে পেল বারিদ, ঘরের কাছাকাছি কোথাও থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সব সময় বিস্তারিতভাবে স্বপ্নটা বারিদ দেখত কি না সে জানে না, কোনো কোনো অংশ এক-এক সময় বড় হয়ে, দীর্ঘ-স্থায়ী হয়ে দেখা দিত।

স্বপ্নটা বারিদকে ভূতের মতন পেয়ে বসল। সব সময় তার চোখ এবং মাথার মধ্যে কোথাও স্বপ্নটা বসে আছে। যেন, যখন-তখন—সময়-অসময়, আহার-নিদ্রা, কাজকর্ম, অবসর কিছু বিচার করছে না, খুশিমত আসছে, বারিদের সমস্ত কিছু তছনছ করে চলে যাচ্ছে, আবার আসছে। শেষে বারিদের মনে হল, এই স্বপ্নদ্বারা সে সংক্রামিত হয়েছে এবং ক্রমশই তার বিষ তাকে অধিকার করে ফেলছে, বারিদ এখন আর মুহূর্তের জন্যেও বিচ্ছিন্ন হতে পারছে না।

অবশেষে বারিদ আর পারল না। শিবানীকে ডাকল।

শিবানীর সঙ্গে কয়েকদিন দেখাশোনা হয়নি। কোনো কাজকমে শিবানী একটু জড়িয়ে পড়েছিল।

বারিদের সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র শিবানী চমকে উঠল, বলল, "এ কী? কি অবস্থা করেছ শরীরের?"

বারিদ বলল, "আমি করিনি। তোমরা করেছ।"

"আমরা ?"

বারিদ কথার কোনো জবাব দিল না। রাস্তার মধ্যে ট্যাক্সি ...কে শিবানীকে নিয়ে উঠে পড়ল।

ট্যাক্সির মধ্যে বসে শিবানী বলল, "তোমার এ রকম শরীর খারাপ ...য়েছে শুনলে আমি আগেই আসতুম। কিছু তো বলোনি।"

"না, কি হবে বলে!"

বারিদের এই অভিমান বোকার মতন। ফোনে কথাবার্তা হয়েছে ...খন, তখন বললেই পারত। ইচ্ছে করেই বলেনি।

শিবানী বলল, "কি হয়েছে ?"

বারিদ তবু চুপচাপ। শেষে বলল, "চলো, বাড়ি গিয়ে বলব।"

"বাড়ি ?" শিবানী একবার বারিদের মুখ দেখল, তারপর রাস্তার ...কে তাকাল। "কার বাড়ি ?"

"আমার।"

"তোমার ? সে কি ?"

"আমার বাড়িতে তুমি অনেকবার গিয়েছ।"

"তা বলে এ-ভাবে ? না না, তা কি করে হয়। নলিনী ...য়েছে না!"

"নলিনী আছে বলেই তোমাকে নিয়ে যেতে চাই। সে দেখুক, ...মার মন কোথায় পড়ে আছে। তার দেখা দরকার।"

শিবানী বেশ বিভ্রান্ত বোধ করল। বারিদ কি সত্যিই তাকে ...র বাড়ি টেনে নিয়ে যাবে। শিবানী বলল, "ছেলেমানুষী করো ...। আমায় দেখলে নলিনী খুশী হবে না।"

"তাকে খুশী করার জন্যে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি না।...সে কি ...মায় খুশী করতে এখানে এসেছে!"

শিবানী দু' মুহূর্ত ভাবল, পরে বলল, "না, আমি এখন যাব না। ...ারটা আরও খারাপ হবে। রেষারেষি করে দরকার নেই ...খন।"

বারিদ বলল, "আমি তাকে জানাতে চাই, এখানে সে ব
থাকলেও কিছু পাবে না। অকারণ বসেই থাকবে।"

শিবানী বুঝল, বারিদ যা করছে তার বেশির ভাগটাই জেদ, নলিনীকে পাল্টা আঘাত দেবার চেষ্টা। তার এটা পছন্দ হচ্ছিল না। বারিদকে বুঝিয়ে শান্ত করে বলল, "আমি তোমার বাড়িতে আসা-যাওয়া করলে নলিনী তার পিসিকে চিঠি লিখতে পারে। ত জানো? তাতে তোমার কোন্ সুবিধে হবে?"

বারিদ যেন কথাটা খেয়াল করেনি, খেয়াল হবার পর ট্যাক্সি-অলাকে মাঠের দিকে গাড়ি নিয়ে যেতে বলল।

মাঠে বসে শিবানী বলল, "তোমার অবস্থা দেখে আমার আর কিছু ভাল লাগছে না। এভাবে কতদিন আর কাটাবে! আমি বলছি, তুমি নলিনীকে মেনে নাও।"

"না", বারিদ মাথা নাড়ল। "আমি তাকে মানব না।"

"কিন্তু তোমার করারও কিছু নেই!"

"আছে।...যদি কিছু না করা যায়—শেষ পর্যন্ত একটা কাজ করতে পারব। আমি ওকে খুন করবো।"

"খুন করবে?"

"করাব। আমি একজনকে পেয়েছি যে নলিনীকে খুন করতে পারে।"

"তুমি গুণ্ডা ভাড়া করবে?"

"না, গুণ্ডা নয়। ভদ্রলোক। স্যুট টাই-পরা ভদ্রলোক। আমি তার সঙ্গে একটা কারবার করব।"

শিবানী বুঝতে পারল, বারিদের সাধারণ বোধবুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে, সে কি বলছে জানে না, বোঝে না। এ-বারিদ স্বাভাবিক বারিদ নয়।

শিবানী বারিদের গা ধরে নাড়া দিয়ে বলল, "কি বলছ তুমি!...
আবার তুমি অসুখে পড়বে! এ-সব চিন্তা ছাড়..."

বারিদ নিজের থেকেই হঠাৎ বলল, "আজ ক'দিন ধরে আমি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখছি, শিবানী। বেয়াড়া স্বপ্ন, ভয়ের স্বপ্ন। বার তিনেক দেখেছি, হয়ত আরও দেখব। স্বপ্নটা দেখার পর থেকে আমার আর কিছু নেই। সারাক্ষণ ওটা আমায় তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ইট্ ইজ কিলিং মি।"

"কিসের স্বপ্ন? কেমন স্বপ্ন? শিবানী উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল।

বারিদ আগাগোড়া স্বপ্নটা বলল।

শিবানী কথার মধ্যে কোনো বাধা দিল না, কোনো প্রশ্ন করল না, সবিস্ময়ে, উৎসুক হয়ে সবটা শুনল।

কিছু সময় চুপচাপ থেকে শেষে বারিদ অবসন্নের মতন বলল, আমি আর পারছি না, শিবানী, সারাদিন মাথার মধ্যে ওই এক স্বপ্ন। আমার আর সহ্য হচ্ছে না।"

শিবানী চোখ তুলে বারিদের দিকেই তাকিয়ে ছিল। যদিও অন্ধকার, রাস্তার ম্লান আলোয় বারিদের মুখ অস্পষ্ট, তবু শিবানী উৎকণ্ঠা অনুভব করছিল। বারিদের এই চেহারা, তার মানসিক অশান্তি, অসহায় অবস্থা এবং উত্তেজনার পরিণাম কি হতে পারে শিবানী জানে। শিবানী বলল, "তোমার এ-রকম হয়েছে আমায় আগে খবর দেওয়া উচিত ছিল।"

"দেখা হলে বলতাম।"

"ফোনেও বলতে পারতে যে তোমার খুব দরকার; আমি আসতাম।" শিবানী রাগ করেই বলল যেন, তারপর গম্ভীর হয়ে থাকল সামান্য। "তুমি ভাল করেই জানো অন্য দশজনের মতন তোমার অবস্থা নয়। এ-রকম একটা অবস্থায় তোমার আবার অসুখ করতে পারে। ছি ছি, কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমার।"

বারিদ ম্লান করে হাসল। "আমার কি অসুখ করেছে?"

"করতে কতক্ষণ!...নিজের চেহারা নিজে দেখতে পাও না!"

বারিদ নীরব। শেষে একটা সিগারেট ধরাল। "এই স্বপ্নটা

আমি কেন দেখছি, শিবানী ? কি মানে এটার ?"

শিবানী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না কথার। সামান্য পরে বলল "আমি জানি না। আমি ডাক্তার নই। তবে অকারণে দেখছ না।। শোনো, তুমি আমার সঙ্গে চলো।"

"কোথায় ?"

"আজ নয়, এখুনি নয়। আমি কালকেই কথা বলে রাখব দুপুরে তোমাকে জানাব। সম্ভব হলে কাল সন্ধ্যেবেলাতেই তোমাং যেতে হবে।"

"তোমার ডাক্তারের কাছে ?"

শিবানী অল্প করে মাথা হেলাল। "হ্যাঁ; আমার ডাক্তারের কাছে

বারিদ আপত্তি জানাল। "আমি আর ওসবের মধ্যে যেে চাই না। তোমাদের মেণ্টাল হসপিটাল একটা টেরার। ভাবতে পারি না আর, ভয় করে।"

"তুমি হাসপাতালে যাচ্ছ না। আমিও এখন হাসপাতালে কা করি না তুমি জানো। তুমি আমার সঙ্গে আমার ডাক্তারের কাছে যাবে।

"না, আমি যাব না।" বারিদ সোজা অস্বীকার করল।

শিবানী বারিদের হাত ধরে নিজের কোলে টেনে নিল, সামা হেলে বারিদের কাঁধ-পিঠের খানিকটা ছুঁয়ে থাকল। আস্তে আে বলল, "তোমাকে একদিন ওই ডাক্তাররাই সারিয়ে তুলেছিল তোমার ভয়ের কি আছে! তুমি হাসপাতালেও যাচ্ছ না, যাচ আমার ডাক্তারবাবুর কাছে। আমি তোমার সঙ্গে থাকব। সেন সাহেব খুব ভাল ডাক্তার, চমৎকার মানুষ। আমায় খুব স্নেহ করেন এতদিন সেখানে কাজ করছি। তোমায় কিছু ভাবতে হবে না আমি বলছি। আমায় তুমি বিশ্বাস করো না ?"

বারিদ কোনো কথা বলতে পারল না, শিবানীর দু' হাত নিজে মুখের কাছে তুলে নিল।

১০

বাড়ি ফিরে বারিদ দেখল, সদর খোলা, নীচে রাস্তায় ঝাপসা আলোয় দাঁড়িয়ে হরিপদ পাড়ার গোয়ালার সঙ্গে কথা বলছে। হরিপদ সরে দাঁড়াল, বারিদ বাড়ি ঢুকল। আজ অনেকটা আগে আগেই বারিদ বাড়ি ফিরে এসেছে, শিবানীকে বাসে তুলে দিয়েই। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে, কিংবা কোনো 'বার'-এ গিয়ে বসতে বারিদের আর ইচ্ছে করে না এখন। শরীরও খুব ক্লান্ত লাগছিল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসার সময় বারিদ গানের সুর শুনতে পেল। মৃদু এবং অস্পষ্ট স্বরে অনেকটা গুনগুন করে নলিনী গান গাইছিল। নলিনী গান গাইতে পারে বারিদ জানত না, এই প্রথম শুনল। শুনে অবাক হল, আর সঙ্গে সঙ্গে নলিনীর ওপর তার বিশ্রী রাগ হল। নলিনী বেশ সুখে আছে, মজায় রয়েছে; ওর কোনো দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা নেই; এ বাড়িতে পরম নিশ্চিন্তে নির্বিকার হয়ে শুয়ে বসে খেয়ে আর গান গেয়ে দিন কাটাচ্ছে। অথচ বারিদের আজ কিছু নেই, না সুখ-শান্তি না স্বস্তি : তাড়া খাওয়া পশুর মতন বারিদ বাইরে বাইরে ছুটে বেড়াচ্ছে। বাঃ, চমৎকার! আমার বাড়ি, আমি রাস্তার পাগলা কুকুরের মতন ঘুরছি, আর তুমি উড়ে এসে জুড়ে বসে আরাম মারছ! কী কপাল, নলিনীর ওপর বারিদ আক্রোশ এবং ঘৃণা অনুভব করল।

দোতলার বারান্দায় এসে নিজের ঘরে যাবার সময় বারিদ নলিনীর ঘরের কাছে দাঁড়াল। নলিনীর ঘরের নতুন পরদা একপাশে অনেকটা গুটিয়ে আছে, বারান্দার বাতিটা জ্বলছে না। ঘরের মধ্যে

নলিনীকে দেখা যাচ্ছিল : আলোর তলায় বেতের চেয়ারে বসে নলিনী কি-একটা সেলাইয়ের কাজ করছে আপন মনে, আর গুনগুন করে গান গাইছে। বারিদ এ গান কখনও শোনেনি।

নিজের ঘরে চলে যেতে গিয়েও কী মনে হওয়ায় বারিদ পরদা সরিয়ে নলিনীর ঘরে পা দিল।

পায়ের শব্দে নলিনী গুনগুন থামিয়ে মুখ তুলে তাকাল। তাকিয়ে সামান্য অবাক হল, লজ্জাও পেল বোধ হয়।

বারিদ নলিনীকে দেখছিল : নতুন একটা শাড়ি পরেছে নলিনী একরঙা, নীলচে ধরনের রঙ ; গায়ের জামা দেখা যাচ্ছিল না, মোটা পশমের একটা কার্ডিগান গায়ে জড়ানো, হাত খানিকটা খাটো। পরিষ্কার মুখ, মাথার চুল সামান্য রুক্ষ।

নলিনী উঠে দাঁড়িয়েছিল, দাঁড়িয়ে বিছানার দিকে সরে গিয়েছিল যেন বারিদকে বসতে দেবার জন্যেই বেতের চেয়ারটা ছেড়ে দিয়েছে।

বারিদ কি ভেবে ঠাট্টার গলায় বলল, "তুমি গানটানও গাও নাকি ?"

নলিনী কিছু বলল না। হাতের সেলাইটা বিছানার ওপর রেখে দিল।

ঘরের এদিক ওদিক তাকিয়ে বারিদের মনে হল, নলিনী এই ঘরে থাকার ফলে ঘরটা কিরকম সজীব হয়ে উঠেছে, দেওয়াল মেঝে পরিষ্কার, সামান্য আসবাবপত্র যদিও তবু সব গুছোনো, শাড়ি জামা পাট করে সাজানো।

নলিনী চেয়ারের দিকটা ইঙ্গিত করে অস্পষ্ট স্বরে যেন বসতে বলল।

বারিদের কি মনে হল, চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

নলিনী দাঁড়িয়ে থাকল। তার সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে একটা নিরাবেগ ভাব থাকে। যেন এটাই তার ব্যক্তিত্ব। এটা প্রখর নয়,

অন্যকে আহত করার মতন নয়, বোঝা যায় নলিনী অনেক ব্যাপারেই ঠাণ্ডা, গম্ভীর, শান্ত। সে সাধারণত বারিদের সামনে নম্র হয়ে থাকে, অথচ আত্মমর্যাদার ভাবটুকু নষ্ট করে না, উগ্রতাও প্রকাশ করে না। অনেক সময় নলিনীর এই ব্যবহার আড়ষ্ট বলে মনে হয়, সন্দেহ হয় সে বারিদের প্রতি প্রসন্ন নয়। প্রসন্ন না হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু নলিনী তা প্রকাশও করেনি।

বারিদ কিছু ভাবতে ভাবতে বলল, "তুমি দাঁড়িয়ে কেন?"

নলিনী বসল।

বারিদ কিছুক্ষণ অন্য কোনো কথা বলল না। শেষে আচমকা বলল, "আমার শরীর-মন একেবারেই ভাল যাচ্ছে না কিছুদিন।" বলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

নলিনী কিছু বলল না। সে অন্ধ নয়। সকালের কথাটাও তার মনে পড়ল। একবার ইচ্ছে হল কিছু বলে।

বারিদ পকেট হাতড়ে সিগারেট বের করল। "আমায় আজকাল কি খুব সিক্ দেখায়?" বলেই নলিনীর দিকে তাকিয়ে কি মনে হওয়ায় বারিদ ম্লান মুখে হেসে ফেলল। "তুমি আর আমায় কতদিনই বা দেখেছ যে বলবে।"

নলিনী এবার কথা বলল। "দেখায়। ডুব্‌লা।"

ডুব্‌লা! অর্থাৎ রোগা। কথাটা শুনে বারিদ ঠাট্টা তামাশা করল না, হাসল না। সিগারেটটা ধরিয়ে নিল। "হ্যাঁ—; অনেকেই বলছে।" আবার চুপ করে গেল বারিদ, সিগারেটের ধোঁয়া গিলল। দুশ্চিন্তার মধ্যেই বারিদ বলল, "নলিনী, তুমি— , তুমি খুব গোঁড়া ক্রশ্চান?"

"গোঁড়া! কেন?"

"না, জিজ্ঞেস করছি।...গোঁড়া না হয় ভুল হল, ওটা বাদ দাও; তুমি কি খুব ফেথফুল?" বারিদ শুধলো।

"যতটা সম্ভব— ।" নলিনী বলল।

"ও! আচ্ছা!···আমি তোমায় বিশ্বাস করে আরও কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।"

নলিনী চোখ তুলেই তাকিয়ে থাকল, বারিদ কি প্রশ্ন করতে পারে যেন তা অনুমান করার চেষ্টা করছিল।

বারিদ বলল, "তুমি বলো সুহাসিনীমাসি তোমার আপন পিসি। আমি কিন্তু কখনও তাঁর মুখে তোমাদের কথা শুনিনি।"

নলিনী সামান্য ভাবল। বলল, "সুহাসিনীপিসিকে আমিও বেশি দিন দেখিনি, উনি জব্বলপুর আসার পর দেখেছি। আমি আগেই একথা বলেছি।"

"তুমি তোমার বাবার কাছে তাঁর কথা আগে শোনোনি কিছু?"

"না!···আমার মনে পড়ে না।"

"কেন? নিজের বোন থাকলে মানুষ তার কথা বলে! বলে না?"

"বলাই উচিত। বাবা বলত না।"

"কেন?"

নলিনী এবার যেন কুণ্ঠার মধ্যে পড়ল। চুপ করে থাকল সামান্য; বলল, "আমি জানি না।"

বারিদ সন্দিগ্ধ হল। নলিনীর মুখ বলছে, সে জানে; অথচ কথাটা নলিনী এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কেন? কেন নলিনীর বাবা তার বোনের কথা বলত না? মুখের অল্প ধোঁয়া বারিদ জিবের ডগা দিয়ে বাইরে ঠেলে দিল; বলল, "সুহাসিনীমাসিকে তোমার নিজের কেমন লাগে?"

নলিনী নীরব, অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল।

বারিদ অপেক্ষা করতে লাগল। নলিনীর মুখের ভাব থেকে তার মন বোঝার চেষ্টা করতে করতে বারিদ সন্দেহ করছিল, সুহাসিনী-মাসির সঙ্গে নলিনীর বাবা এবং নলিনীর সম্পর্ক তেমন মধুর নয়। তাই কি? কিন্তু কেন?

"কই, বলছ না যে কেমন লাগে তোমার?" বারিদ অধৈর্য হয়ে আবার বলল।

নলিনী মুখ ফিরিয়ে বারিদকে দেখল। বলল, "উনি আমাদের উপকারই করেছেন।"

"কেমন উপকার?"

"তোমার খবর উনিই দিয়েছেন।"

"ও!" বারিদ অসম্ভব বিরক্তি বোধ করে আধ-খাওয়া সিগারেটটা ফেলে দেবার জন্যে ছাইদানি খুঁজল, তারপর মাটিতে ফেলে দিয়ে জুতোর ডগা দিয়ে রগড়ে রগড়ে দিল। "উপকার করেছেন বলেই বোধ হয় মাথা কিনে রেখেছেন! কিছু বলতে চাও না।"

"...আমি জানি না।"

"তুমি সবই জান; আমায় বলতে চাও না।"

নলিনী যেন সামান্য আহত হল। বলল, "আমি যতটুকু জানি, বলেছি।"

"কই, সুহাসিনীমাসির কথা তো কিছু বলছ না! কেন তোমার বাবা তাঁর কথা বলতেন না? তোমারই বা কেমন লাগে ওঁকে, বলছ না কেন?"

নলিনী মুখ তুলে কয়েক পলকের জন্যে বারিদকে দেখল। বলল, "বাবা বোধ হয় পিসিমাকে পছন্দ করত না। দু'জনের মধ্যে আগে কি হয়েছিল আমি জানি না; ঝগড়াঝাটি হতে পারে, দেখাশোনাও ছিল না দু'জনের মধ্যে। হয়ত বাবার স্বভাব অন্য রকম বলেই।"

"বোনের মতন নয়?" বারিদ উপহাস করার মতন করেই বলল, উপহাস অবশ্য সুহাসিনীকে।

"বাবা অনেক বছর ধরে মিশনের ডাক্তার, ডিভোটেড মানুষ। বাবাকে সবাই ভালবাসে।"

"তোমার পিসিকে আমি জানি—" বারিদ কথার মধ্যে বাধা দিয়ে উত্তেজিতভাবে বলল, "তোমার বাবার ঠিক উল্টো। কী নোংরা

মেয়েছেলে, স্বভাবচরিত্র কত জঘন্য তোমরা জান না! আমি সব জানি। তাঁর বাড়িতে থেকে থেকে নিজের চোখে আমি তাঁর সমস্ত কীর্তি দেখেছি।" বারিদের চোখ জ্বলে উঠেছিল, গলার স্বরে প্রচুর তিক্ততা, আক্রোশ, ক্রোধ এবং ক্ষোভ।

নলিনী কথা বলল না, বারিদের উত্তেজিত অসহিষ্ণু মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, চোখের পাতা ফেলছিল না।

বারিদ কিছু খেয়াল করল না, গ্রাহ্য করল না, যেন সুহাসিনীর ওপর তার যত আক্রোশ ঘৃণা নলিনীর কাছে প্রকাশ করে সে খানিকটা তৃপ্ত হবে। বারিদ উত্তেজিতভাবেই বলল, "আমার চেয়ে বেশি তোমরা ওঁকে জান না, তুমি জানতেই পার না। সি ইজ মোস্ট ক্রুয়েল, মীন্ অ্যাণ্ড আগ্‌লি। তুমি জানো, উনি নিজেকে আগে ম্যারেড বলতেন, কিন্তু আমরা কোনোদিন ওঁর স্বামীকে দেখিনি। পরে হঠাৎ একদিন বিধবা হয়ে গেলেন, ড্রামাটিকভাবে, নিজেই বললেন—তিনি বিধবা হয়েছেন। সবই আড়ালে আড়ালে হয়েছে, আমাদের চোখের সামনে নয়। অথচ, তুমি বিশ্বাস করো, কয়েক ডজন পুরুষ নিয়ে তিনি আগাগোড়া মজা লুটেছেন। মদফদও খেতেন। সাংঘাতিক মেয়েছেলে। এমন আর আমি দেখিনি।"

নলিনী যেন মনোযোগ দিয়ে সব শুনছিল, স্তব্ধ হয়ে।

বারিদের ইচ্ছে হচ্ছিল, সুহাসিনী সংক্রান্ত সব কথা সে নলিনীকে বলে। একবার বলতে শুরু করলে, এত কথা যে, তার শেষ হবে না। এমন কি বারিদ নিজের মা-বাবার কথাও বলে ফেলতে পারে। তার বাবার সঙ্গেও সুহাসিনীর সম্পর্কটা স্বাভাবিক ছিল না। বারিদ অবশ্য উত্তেজনা সত্ত্বেও এসব কথা আর বলল না, বরং অকস্মাৎ যেন দম ফুরিয়ে যাওয়ায় অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে অবসন্নের মতন বসে থাকল।

কিছু সময় দু'জনেই চুপচাপ।

শেষে নলিনীই বলল, "পিসিমার স্বভাবচরিত্রের জন্যেই হয়ত বাবা তাঁকে পছন্দ করত না। আমি জানি না, কেন; তবে এও হতে পারে।"

বারিদের মনে হল, এটা হতে পারে। তাছাড়া সুহাসিনীকে বারিদ যখন থেকে দেখেছে তার আগেও সুহাসিনীর একটা জীবন ছিল, আর সে জীবন বড় কম নয়, সাধারণ নয়। কে বলতে পারে, কৈশোরে, তরুণী অবস্থায় এবং প্রথম যৌবনে সুহাসিনী কেমন চরিত্রের মেয়ে ছিলেন! হয়ত এমন চরিত্রের যে নলিনীর বাবা তখন থেকেই বোনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। সুহাসিনীর বিবাহ এবং স্বামী রহস্যটাও তো কম নয়? কে বলতে পারে তখন থেকেই ভাইবোনের মধ্যে কোনো গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল কি না!

কিন্তু এসব কথা থাক, বারিদের তেমন কিছু আগ্রহ নেই; সে শুধু অবাক হয়ে ভাবছে, যে সুহাসিনী এত কাল, এত বছর ধরে ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন ছিলেন তিনি হঠাৎ এতকাল পরে কেন নলিনীদের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। বারিদকে জব্দ করতে? না কি এটা নিতান্তই ঘটনাক্রমে হয়ে গেছে। বারিদের এমনই দুর্ভাগ্য!

বারিদ কি যেন ভাবতে ভাবতে বলল, "তোমরা কি করে সুহাসিনীমাসিকে এতটা বিশ্বাস করলে আমি জানি না! আশ্চর্য!"

নলিনী হাত বাড়িয়ে সেলাইটা তুলে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে দেখতে লাগল। বলল, "বাবা প্রথমে বোধ হয় বিশ্বাস করেননি। তারপর দেখলেন পিসিমার কথা ঠিক।"

"কি ঠিক?"

"তোমার খবর।"

"ও! হ্যাঁ—তা ঠিক; আমি বেঁচেই রয়েছি। সুহাসিনীমাসি এ-খবরটা তোমাদের ঠিকই দিতে পেরেছেন।" বারিদ কেমন হতাশ গলায় বলল। একটু থেমে আবার বলল, "আচ্ছা নলিনী, একটা কথা বলো, সুহাসিনীমাসি আমার খবর দিতে পেরেছেন বলেই কি তোমার বাবা তাঁকে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছেন?"

"না—" নলিনী মাথা নাড়ল, "পিসিমার বয়েস হয়ে গেছে, বুড়ি হয়ে গেছেন। শরীর অসুস্থ, বাঁ হাত প্যারালাইসিসের মতন হয়ে

যাচ্ছে, এখন রুগী মানুষ, ইনভ্যালিড। বাবা নিজের কাছে না রেখে কি করবেন!"

"অনেক পাপ করেছেন মহিলা", বারিদ যেন খানিকটা শান্তি পাচ্ছিল সুহাসিনীর বর্তমান দশা শুনে; সেই ভাবেই বলল, "তার ফল ভোগ করছেন খানিক।"

নলিনী জবাব দিল না।

বারিদ কিছু সময় ঘরের দেওয়াল এবং ছাদ দেখল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি সুহাসিনীমাসিকে পছন্দ করো কি না বললে না?"

নলিনী সামান্য ভেবে বলল, "ওঁর স্বভাব আমার ভাল লাগে না।"

"কেন?"

"আমি বাবার কাছে মানুষ। বাবার স্বভাবের সঙ্গে ওঁর কোনো মিল নেই।"

"আমি তোমাকে তোমার মা'র কথা কিছু জিজ্ঞেস করিনি; তুমি শুধু বলেছিলে তিনি বেঁচে নেই।...তোমার মা'র কথা বলো।"

"আমার মাকে আমার মনে নেই।"

"আমার মাকে আমার কিছু কিছু মনে আছে।"

"আমি—" নলিনী যেন কিছু বলতে গিয়ে থামল, তারপর মৃদু চাপা গলায় বলল, "আমি তোমার কাছে কিছু লুকিয়ে রাখি না, যা জানি বলি।...আমার মাকে আমি দেখিনি; কে মা জানি না। বাবা আমায় পালন করেছেন, আমি তাঁকেই জানি।"

বারিদ প্রথমটায় যেন বোঝেনি, তারপর বুঝে চমকে ওঠার মতন হল। অবাক, অপলক চোখে নলিনীর দিকে তাকিয়ে থাকল। নলিনী পালিত কন্যা? আশ্চর্য!

নলিনীর মুখ শান্ত, গম্ভীর। বেদনা ছিল কি না বোঝা যায় না। বারিদ সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অকৃত্রিম বেদনা

বোধ করল। এই মেয়েটিকে বারিদ বার বার শুধু অবিশ্বাস আর সন্দেহ করছে, ওকে অলঙ্ঘনীয় এক বাধা বলেই শুধু মনে করছে বারিদ, ওকে খুন করার ইচ্ছেও অসংখ্যবার জাগছে! কিন্তু কেন? নলিনীর নিজের কোথাও তো কোনো দোষ নেই। বারিদ নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে যতটা ক্ষুব্ধ তার কিছুটা তো নলিনীর জন্যে হতে পারত। নলিনীরই বা এমন কি সৌভাগ্য!

বারিদ কী রকম গভীর দুঃখ, করুণা ও সহানুভূতি বোধ করল। তার গলা আটকে আসছিল।

"নলিনী?"

নলিনী মৃদু সাড়া দিল।

"আমায় ক্ষমা করো। আমি ভীষণ ডিসটার্বড্ হয়ে আছি। কখন কি বলি—কিছু ঠিক নেই।···আমার অবস্থা তুমি জানো না, আমার কোথাও শান্তি নেই, এমন কি রাত্রে ঘুমোতে পারি না। অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখি।···তুমি আমায় কিছু সাহায্য করো। আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা সব বলতে পার, সমস্ত কিছু, আমি কেন তোমার কাছ থেকে চলে এলাম। কি হয়েছিল আমার?···আমার কিছু মনে পড়ে না।"

নলিনী বলল, "তোমার যদি বিশ্বাস হয় বলব।"

১১

বারিদকে অপেক্ষা করতে হল ; নলিনী সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না। বারিদকে এত ক্লান্ত, অবসন্ন, দুর্বল দেখাচ্ছিল যে, নলিনীর মনে হল : এখনই কিছু বলা যায় না, মানুষটির সামান্য বিশ্রাম প্রয়োজন। সকালে অফিস যাবার সেই পোশাক-আশাক এখনও পরনে, শুকনো ফ্যাকাশে মুখ আরও মলিন, চোখের দৃষ্টি অসুস্থের মতন—এমন লোককে এই অবস্থায় বসিয়ে রেখে সেই পুরোনো কথা কত আর বলা যায়। তার চেয়ে বারিদ পোশাক বদলাক, মুখেচোখে জল দিয়ে খানিকটা স্বস্তি পাক, খাওয়াদাওয়া সারুক—তারপর নলিনী যা বলার বলবে।

অনেকটা সময় বারিদের এইসব কাজে কাটল, কিছুটা ক্লান্তি কাটাতে, পোশাক পালটাতে, রাত্রের খাওয়াদাওয়া সারতে। খাবার সময় নলিনী টেবিলে বসে থাকলেও সাধারণ কথাবার্তার বাইরে গেল না। যেন সে বারিদকে ব্যাঘাত করতে চায় না, আরও পরে বারিদের মন অনেকটা থিতিয়ে আসার পর কথাগুলো বলতে চায়।

খাওয়াদাওয়া সেরে বারিদ নিজের ঘরে এসে বসেছিল। আজ শীত কিছুটা কম, সামান্য মেঘলার ভাব গেছে সারাদিন, দু-চার দিনের মধ্যে দু-এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। বারিদ সোফায় বসে সিগারেট শেষ করল, ক্লান্তির জন্যে তার ঘুমের ভাব আসছিল, অথচ সে চোখের পাতা আধবোজা করে বসেছিল।

নলিনী এল। গায়ের কার্ডিগান খুলে ফেলেছে নলিনী, পরিবর্তে হালকা ধরনের মেয়েলী সাদামাটা একটা শাল বুকের কাছে জড়ানো

নলিনী ঘরে এসে বারিদকে দেখল কয়েক পলক, তারপর কাছাকাছি এসে বলল, "তোমার ঘুম আসছে? তো শুয়ে পড়ো।"

বারিদ চোখের পাতা খুলে বলল, "না, তুমি বসো।"

নলিনী কি ভেবে মুখোমুখি বসল।

বারিদ সামান্য সোজা হয়ে বলল, "আমার ঘুমোতেও আজকাল ভয় হয়।"

"ভয় হয়? কেন?" নলিনী শুধলো।

"খারাপ স্বপ্ন দেখি। অদ্ভুত স্বপ্ন।..."

"কি স্বপ্ন?"

বারিদ নলিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নের সেই অংশটুকু যেন দেখতে পেল—সেই অদ্ভুত ঘর, দগ্ধমুখ সেই নারী, আর শয্যায় শায়িত নলিনীর শাড়িপরা সেই মেয়েটি, যার সমস্ত মুখে সাদা ব্যাণ্ডেজ জড়ানো। মনে মনে বারিদ এই অংশটুকু দেখে নিলেও মুখে কিছু বলল না। "সে-স্বপ্ন তুমি বুঝবে না। তোমার কথা বলো।"

নলিনী নীরব। যেন কিভাবে শুরু করবে ভাবছিল। তারপর গলার মধ্যে অল্প শব্দ করে বলল, "আমার কথা সত্যিই তুমি বিশ্বাস করবে?"

বারিদ সামান্য অপেক্ষা করে ঘাড় হেলিয়ে বলল, "করব। না করেই বা লাভ কী!"

নলিনী পিঠ নোয়ালো অল্প, বলল, "তোমার রায়লাপুরের কথা কিছুই মনে নেই?"

"না", বারিদ মাথা নাড়ল; সে ভাবছিল, ভাবতে ভাবতে বলল, "রায়লাপুরের কথা আমার মনে পড়ে না। তবে ওদিকে আমি ছিলাম, আম্বলার দিকে।"

"তুমি রায়লাপুরে এসেছিলে", নলিনী বলল, "মিশনারী হসপিটালে বাবার পেশেন্ট হয়ে ছিলে কিছুদিন।"

বারিদ অবাক হল। "আমি হাসপাতালে ছিলাম? কেন?"

"অ্যাকসিডেন্ট হয়ে এসেছিলে; ভারী অ্যাকসিডেন্ট। পায়ে লেগেছিল, কলার বোন ভেঙেছিল, মাথায় চোট পেয়েছিলে···"

বারিদ এমনভাবে তাকিয়ে ছিল যেন সে নিজের গোপনতার কথা অন্যের মুখে শুনে বিস্মিত ও বিহ্বল বোধ করছে। নিজেরই অজ্ঞাতে বারিদ তার বুকের হাড়ে হাত দিল, এবং একদার ভাঙা একটা হাড়ে হাত বুলিয়ে পরে বাঁ পায়ের ওপর হাত রাখল। তার বাঁ পায়ের হাঁটুর নীচে গভীর ক্ষতের দাগ রয়েছে এখনও।

নলিনী বলল, "হসপিটালের কথাও তোমার মনে নেই। দু'-আড়াই মাহিনা তুমি হসপিটালে ছিলে।"

বারিদের মনে হল সে জখমের কথা স্বীকার করে নেয়; কেমন করে জখম হয়েছিল বারিদ জানে না, কিন্তু সে জখম হয়েছিল, এখনও তার চিহ্ন আছে।

নলিনী বলল, "হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তুমি আমাদের বাড়িতে ছিলে ক'দিন, তারপর অন্য বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলে।" নলিনী এবার হাসপাতাল বলল।

"তোমাদের বাড়িতে তখন তুমি ছিলে?"

"না", নলিনী মাথা নাড়ল, "তুমি যখন আমাদের বাড়িতে আস আমি তখন নাগপুরে গিয়েছিলাম, আমার এক্সামিনেশান ছিল।"

"কিসের এক্সামিনেশান।"

"সিনিয়র কেম্ব্রিজ···"

"ও!" বারিদ অন্যমনস্কভাবে সিগারেটের প্যাকেট খুঁজছিল।

সামান্য সময় চুপচাপ থেকে নলিনী মৃদু গলায় বলল, "আমার সঙ্গে তোমার চেনাশোনা হয়েছিল। তুমি আমাদের বাড়িতে আসতে। বাবার কাছে।"

বারিদের জানতে আগ্রহ হচ্ছিল, সে-সময় বারিদ নলিনীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল কি না! হয়ত তুলেছিল, নয়ত বিয়ে করার কথা উঠবে কেন!

বারিদ সিগারেট ধরিয়ে নিল। "আমায় তুমি আগে দেখনি ?"

"দেখেছি।"

"কোথায় ?"

"হাসপাতালে।···বাবার সঙ্গে আমি তোমার বেডে গিয়েছিলাম, দু-বার। একবার কৃসমাসে। বাবা নিয়ে গিয়েছিল···"

"কেন, আমায় দেখাতে ?"

নলিনী ম্লান করে হাসল একটু, মাথা নোয়ালো সামান্য, বলল, "দেখতে, তোমার জন্যে ফল, খাবার, ফুল পৌঁছে দিতে। প্রার্থনা করতে।"

বারিদ নলিনীর কথার ভাব থেকে বেশ বুঝতে পারল, যা বলার তার অতি সামান্যমাত্র বলল নলিনী। হয়ত কৃসমাসের সময় বলেই নলিনীর বাবা মেয়েকে নিয়ে বারিদের বিছানার পাশে সান্ত্বনা দিতেই গিয়েছিলেন; তবু এটা হয়ত ঠিক, বারিদের শোক-দুঃখ, যন্ত্রণা, একাকিত্ব, হাসপাতালের ক্লেশ সামান্য লাঘব করা ছাড়াও কিছু থাকতে পারে। বারিদ বিশ্বাস করে, এই ধর্মবিশ্বাসী পরিবারের মধ্যে বারিদের আরোগ্য কামনার প্রার্থনাও ছিল। কিন্তু প্রার্থনার বেশি আর কিছু কি ছিল না ? বারিদের প্রতি নলিনীর বাবার স্নেহ কি নলিনীকে কিছু বোঝাতে চায়নি ? কোনো অস্পষ্ট ইঙ্গিত কি ছিল ? শুধুই সৌজন্যের পরিচয়ের জন্যে নলিনীর বাবা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন ?

বারিদের মনোভাব নলিনী হয়ত বুঝতে পারল। বলল, "তুমি কিছু ভাবছ ?"

"না", বারিদ তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল। "কিছু না।···তোমার সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় পরে—আমি হাসপাতাল থেকে বেরোবার পরই বোধহয় বেশি হয়েছিল।"

নলিনীর মুখ দেখে মনে হল, সে অকারণে কি-রকম লজ্জিত হল সামান্য, অল্প চুপ করে থেকে বলল, "তুমি আমাদের বাড়িতে আসতে। দেখা হত। আলাপ-পরিচয় খব বেশি হয়নি।"

"কেন ?" বারিদ এবার হালকা করেই বলার চেষ্টা করল।

"তুমি 'শাই' ছিলে ; আমারও লজ্জা করত, ভয় ভয় করত।"

কেন যেন বারিদ হঠাৎ বর্তমানের সব কিছু ভুলে গিয়ে কেমন এক আনন্দ, রোমাঞ্চ ও মুক্তি অনুভব করল। "তোমার তখন বয়স কত ?"

"বাচ্চা না..." নলিনী এবার মধুর চোখ করে জবাব দিল, "আমি বাচ্চা ছিলাম না।"

"উনিশ-টুনিশ হবে ? কি বলো ?"

নলিনী ঘাড় হেলাল। "বিশও হতে পারে।"

"আমার পঁচিশ-টঁচিশ হবে।"

"বাচপান"...নলিনী হেসে ফেলল।

"কি ?"

"কুছ না।...তোমায় দেখতে ভাল লাগত।"

"তোমার পছন্দ হয়েছিল ?" বারিদ পরিহাস করে বলল।

নলিনী গায়ের চাদরের একটা কোণায় ঠোঁট মুখ চাপা দিয়ে হাসি আড়াল করল। বলল, "তোমার হয়নি বলে জানি না।"

বারিদের ইচ্ছে হল বলে : নলিনী, তোমাকে এখনও আমার অপছন্দ নয়। তুমি ভাল, তুমি সত্যিই ভাল। কিন্তু আমার শিবানী আছে। শিবানী না থাকলে, ঈশ্বরের শপথ, তুমি যে দাবি নিয়ে এসেছ, সে দাবি সত্যি হোক আর মিথ্যেই হোক, আমি অনায়াসে মেনে নিতাম। তোমার সঙ্গে আমার স্বামী-স্ত্রী হয়ে থাকতে কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু শিবানী ? শিবানীর কাছে আমি কত ঋণী তুমি জানো না।

নলিনী বলল, "আমাদের বিয়ে হতে বেশি দিন লাগেনি। জুন মাসে বিয়ে হয়েছিল।"

বারিদ যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল হঠাৎ, নলিনীর কথায় আবার তার মুখের দিকে তাকাল। অন্যমনস্ক হলেও কথাটা তার কানে

গিয়েছিল। বারিদ মনে মনে হিসেব করে ফেলল : শীতের সময় ডিসেম্বরে সে হাসপাতালে, জুন মাসে তাদের বিয়ে হয়েছে। অর্থাৎ মাস ছয়েকের মধ্যেই সব ঘটেছে। একটা বিষয় বারিদের জানতে আগ্রহ হচ্ছিল, এই বিয়ের ব্যাপারে কার আগ্রহ বেশি ছিল ? নলিনীর বাবার, বারিদের কিংবা নলিনীর ? না, নলিনীর থাকতে পারে না, কেননা নলিনী সে-রকম মেয়ে নয়, বারিদের সঙ্গে গায়ে পড়ে মাখামাখি করার স্বভাবও তার নয় ; সে নিজেই বলছে তার ভয় এবং লজ্জা ছিল। তাহলে কি নলিনীর বাবাই এই বিয়েতে আগ্রহী হয়েছিলেন ? কেন ? কিংবা বারিদই আগ্রহ দেখিয়েছিল !

নলিনী কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বারিদ বলল, "আচ্ছা, এই বিয়ের ব্যাপারটা কি করে ঘটল ? মানে, প্রস্তাবটা কি আমিই ?"··· বারিদ কথা শেষ করল না।

নলিনী বলল, "তা আমি জানি না।" বলে যেন কৌতুকের ভাবটা মুখ থেকে পরিষ্কার করে নিয়ে দু-দণ্ড চুপ করে নলিনী আবার বলল, "বাবারই বোধহয় বেশি ইচ্ছে ছিল।"

সম্ভবত তাই হবে, বারিদ ভাবল : নলিনীর বাবার আগ্রহই বেশি ছিল। বারিদ শুধলো, "তোমার বাবা আমাকে তোমার জন্যে পছন্দ করে ফেললেন কি করে ? আমাকে তিনি কতটুকু আর চিনতেন ?"

"বাবার কেন তোমাকে ভাল লেগেছিল আমি কি করে জানব !" নলিনী জবাব দিল, "ভাল লেগেছিল, পছন্দ হয়েছিল।" বলে সামান্য চুপ করে থাকল, তারপর বলল, "আমাদের ওদিকে বাঙালী ছেলে, নিজেদের সমাজের ছেলে পাওয়া যায় না। হয়ত তাই"··

"তোমার বাবার বাঙালীটান বেশি নাকি ?"

"হ্যাঁ"—নলিনী ঘাড় নাড়িয়ে সায় দিল, "ওদিকের সব বাঙালীরই এইরকম। বাবার দোষ নেই।"

"না, আমি দোষ দিচ্ছি না"—বারিদ আস্তে মাথা নাড়ল। "কিন্তু আমার তখন কী ছিল, চাকরিবাকরি রোজগার কিছুই না, জাস্ট

এ স্ট্রীট বেগার, আমায় তিনি কোন্ আশায় মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন ?”

নলিনী এবার একটু ভেবে জবাব দিল। বলল, “বাবা তোমায় বলতে পারবেন। তুমি তখন কিছু করছিলে না, পরে কোনো কাজকর্ম, বিজনেস তুমি করতেই পারতে।” নলিনী সামান্য ইতস্তত করল যেন, পরে বলল, “তুমি কিছু করতে না, তবু তুমি আমাদের ওখানে একটা বাড়ি নিয়েছিলে থাকার জন্যে। তুমি কিছু করতে।...”

“কি করতাম !”

“আমি জানি না। কিছু করতে। তোমার হাতে টাকা ছিল।”

বারিদ বুঝতে পারল না।

নলিনী বলল, “বিয়ের পর আমি সেই বাড়িতে চলে যাই। আমাদের বাংলো থেকে খানিক দূরে, ছোট বাড়ি, কটেজের মতন। মিসেস কারাকারের বাড়ি। তিনি ওখানে থাকতেন না। বাড়িটা তুমি সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়েছিলে।...”

বারিদ নলিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন গল্প শুনছিল। তার নিজের জীবনে এ-সব ঘটেছে বলে তার মনে হচ্ছিল না, সে কল্পনায় একটা বাড়ি দেখছিল।

নলিনী এবার মৃদুস্বরে বলল, “বাবার জন্যে আমি এ-বাড়িতে চলে আসতাম, আবার ও-বাড়ি যেতাম। তুমি কী করতে আমি জানি না, তুমি বলতে না। তুমি শুধু বলতে তুমি ওখানে একটা বিজনেস স্টার্ট করার কথা ভাবছ।”

“সেই বাড়িটায় আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থেকেছি ?”

নলিনী মাথা হেলিয়ে বলল, “হঁ্যা থেকেছি।”

“কত দিন ?”

নলিনীর মুখের ভাব যে ক্রমশই বদলে আসছে বারিদ লক্ষ করেনি। এবার করল। গম্ভীর, থমথমে, বিষণ্ণ মতন মুখ হয়ে এসেছিল নলিনীর। বলল, “বেশিদিন নয়।”

"তবু কতদিন !"

"বিশ দিনও পুরো নয় ; আঠারো দিন ।"

বারিদ কেন যেন ভেতরে কেমন বিশ্রী অস্বস্তি বোধ করল, তার মনে হল বুকের কাছে ভয়ের ভার নামছে, সিসের মতন শক্ত হয়ে আসছে কিছু ।

নলিনী সামান্য নীরব থেকে বলল, "বিয়ের পর তোমায় আমি খুশী দেখিনি । কেন, জানি না । তুমি সব সময়েই খুব ভাবতে, চুপচাপ থাকতে, তোমাকে খানিকটা অ্যাবনরমাল মনে হত । আমার খারাপ লাগত, ভয় করত । বাবাকে আমি কিছু বলিনি । যেদিন বেশি খারাপ লাগত বাবার কাছে চলে আসতাম, তোমার ওখানে যেতাম না ।···" নলিনী থামল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল, নীরব থাকল কিছু সময়, পরে বলল, "একদিন সন্ধ্যেবেলায় বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল, জোর পানি নয়, ড্রিজলিং, তুমি ঘরে ছিলে, আমি বিকেলে বাইরে গিয়েছিলাম, একজনের বাড়ি । তার ভাই এসে আমায় পৌঁছে দিয়ে গেল । আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, বাইরে । বাড়ির বাইরে বারান্দা, কাঠের জাফরি ছিল বারান্দায়, সামনে বাগান । বাগানে একটা ইমলি গাছ ছিল, বড় গাছ, জাফরির গায়ে তার ডাল এসে লেগেছিল । বারান্দায় বাতি ছিল না ; ঘর থেকে আলো এসে বারান্দায় পড়ছিল । আমার হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ছিল । ঘরের আলো আমার হাতে-গায়ে পড়ছিল । আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছিলাম না, তুমি কোথায় বুঝতে পারছিলাম না, তোমায় ডাকার জন্যে ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম ।···হঠাৎ তুমি কিধার থেকে এসে গেলে । তারপর কি হল আমি জানি না । তুমি আমার হাতে লাথি মারলে, ব্যাগটা ছিটকে কোথায় পড়ে গেল । আর তুমি আমার কাঁধের কাছটায় ছুরি মারলে, চোখমুখও কেটে ছড়ে গেল ।···আমি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়েছিলাম । যখন জ্ঞান হল তখন বাড়ির আয়া, বাবা এবং আরও অনেক লোক দেখলাম । তোমাকেও । আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল

বাবা। তোমায় আমি আর একবার দেখেছি, হাসপাতালে, পরের দিন। সেইদিনই তুমি রায়লাপুর থেকে পালিয়ে গেলে। তোমায় আর দেখিনি।"

নলিনীর চোখের দিকে আর তাকাল না বারিদ, তাকাতে পারল না। অদ্ভুত এক পঙ্গুভাব এসে তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অসাড় করে তুলল। হাত ঘামছিল বারিদের, বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যেন কোনো সাড় তুলছিল না। বারিদের মনে হল, সে অন্ধকারের মধ্যে কোনো সুড়ঙ্গ দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে কোথাও পড়ে যাচ্ছে।

১২

মাঝে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। একদিন সকালে শীতের রোদ কোথায় লুকোনো থাকল, আকাশময় মেঘ ছুটলো, তারপর বিকেলে বৃষ্টি এল। শীতের বৃষ্টি, কী বিস্বাদ যে লাগল! পরের দিনও থেমে থেমে জলের ঝাপটা ঘরদোর রাস্তা ভিজিয়ে শীতকে আবার ডেকে আনল। তারপর রোদ উঠল এবং শীতের যাবার বেলায় বাতাসের নাচন লাগল। এইভাবেই কয়েকটা দিন কেটে গেল। জানুআরি প্রায় শেষ।

বাবিদ আজ ক'দিন অনেকটা চুপচাপ। সে এর মধ্যে বার তিনেক শিবানীর ডাক্তারের কাছে গিয়েছে। শিবানী নিয়ে গিয়েছিল। না গিয়ে উপায় ছিল না। বাবিদ প্রথম থেকেই এটা পছন্দ করেনি। বরং সে বাধ্য হয়ে শিবানীর সঙ্গে ডাক্তারের কাছে গিয়েছে—এ কথা মনে করলেই শিবানীর ওপর রেগে যাচ্ছিল, ডাক্তারের ওপর চটছিল মনে মনে। প্রথম দিন বাবিদ ডাক্তার সেনের কাছে গিয়ে ভাল ব্যবহার করেনি: রুক্ষ, একবোখা, জেদী, বিরক্ত হয়ে থাকল। এমন এক ভাব করল, যেন সেখানে আসার গরজ বাবিদের ছিল না, নেই। মনে হল, সে আদপেই বিশ্বাস করে না, ডাক্তারের কাছে আসার কোনো দরকার ছিল।

সেন এই রোগী সম্পর্কে কি ভাবলেন বোঝা গেল না, কিন্তু তার ব্যবহারে কোথাও বিরক্তি দেখা গেল না। খুব স্বাভাবিকভাবে, যেন বাবিদ বাস্তবিকই রোগী নয়, অন্ততঃ তেমন কিছু মারাত্মক বারিদের মধ্যে তিনি দেখছেন না—এই রকম ব্যবহার করে গেলেন। একেবারে

সাদামাটা কথাবার্তা, অল্পস্বল্প হাসি-তামাশা করেই বারিদকে ছেড়ে দিলেন। অথচ বারিদ ধরতে পারল না, সেন স্বাভাবিক কথাবার্তার মধ্যেই বারিদের মানসিক ভারসাম্যটা যাচাই করে নিলেন। বারিদ জানতেই পারল না, একেবারে হালকা কথা বা গল্পগুজবের ছলে সেন কতকগুলো ছবিঅলা পোস্টকার্ড দেখিয়ে কথায় কথায় বারিদের স্বাভাবিক বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা যাচাই করে নিলেন। একটা সহজ জিনিসের বেয়াড়া ভুল বানানের দিকে বারিদের লক্ষ পড়ে কি না তাও যে তিনি দেখে নিয়েছেন বারিদ বুঝল না। প্রথম দিন সেন বারিদকে বেশি সময় আটকেও রাখলেন না। ঘুম এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের জন্যে দুটি মাত্র ওষুধ খেতে লিখে দিলেন।

ঘুমের ওষুধটায় বারিদ ভাল ফল পেতে লাগল। কিছুদিন যাবৎ তার ঘুম ছিল না বলা যায়, আসত আর ছিঁড়ে যেত, পাতলা হয়ে চোখের পাতায় লেগে থাকত, আর নানা রকম স্বপ্ন দেখত অর্ধ-ঘুমেও। সেই দীর্ঘ—বাড়ি বাগান আর দগ্ধমুখ মেয়েটির আশ্চর্য স্বপ্নটাও সে আরও একবার দেখেছিল। ঘুমের ওষুধ খাবার পর থেকে, ক্রমে বারিদের আবার ঘুম আসতে লাগল। রাত্রে বারিদ ঘুমোতে পারছে এ তার বড় রকম স্বস্তি হল।

দ্বিতীয় বার সেনের কাছ থেকে ফিরে আসার পর বারিদ দেখল, ভদ্রলোক তাকে অকারণে ত্যক্ত উত্ত্যক্ত করছেন না। কোনো বিশ্রী প্রশ্ন, কোনোরকম চমকে ওঠার মতন জিজ্ঞাসাও তাঁর নেই। একেবারে পাড়ার ডাক্তারখানার মতন কথাবার্তা—খিদে, ঘুম, অবসাদ ইত্যাদি নিয়েই যেন তাঁর চিন্তা, অন্য কিছু নিয়ে নয়। এবারও বারিদ ঘুমের ওষুধ, স্বাস্থ্যের ওষুধের বাইরে আর বড় কিছু দেখতে পেল না। না, তা ঠিক নয়, বারিদ আরও একটা ওষুধ পেল ট্র্যাংকুলাইজার গোছের। ওষুধটা বিদেশী, এখন প্রায় দুষ্প্রাপ্য। সেনের সঙ্গে থাকে বলে শিবানী জানত, সেন কেন এই ওষুধটা পছন্দ করেন এবং কোথায় এটা পাওয়া যাবে।

এরপর থেকে বারিদ আজ কয়েকদিন মোটামুটি ভালই আছে। ভাল আছে অর্থে—সে এখন অনেকটা চুপচাপ ঠাণ্ডা হয়ে আছে। শরীরে মনে যে চাপা অথবা উগ্র উত্তেজনা, বিরক্তি, ক্রোধ, হতাশা, দুঃখ তাকে অহরহ পীড়িত করত, সেটা এখন আর তেমন প্রখর নয়; অনেক সময় একেবারেই যেন থাকে না, আছে এটা বোঝাও যায় না। আসলে বারিদের মন এখন ধনুকের ছিলার মতন টানটান হয়ে নেই, বোধের স্নায়ুগুলি বেয়াড়াভাবে বাঁধা নেই। সে কীরকম এক নিরাসক্তির মধ্যে রয়েছে। একে ঠিক নিরাসক্তি বলা যায় না, হয়ত সঠিকভাবে বললে বলতে হয়, তার সচেতনতা এখন আর আগের মতন সক্রিয় নয়; ঝিম-ধরা, মোলায়েম কোনো নেশার মধ্যে আছে।

তারপর আজ, তৃতীয় বার সে সেন-ডাক্তারের কাছ থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এল।

বারিদ বাইরে এসে সামান্য অপেক্ষা করল শিবানীর জন্যে। শিবানীও যাবে। সেনের সঙ্গে তার কাজকর্ম এখন আর নেই।

বারিদ বাইরে, গাড়ি-বারান্দার ওপরের ছাদে সাজানো হালকা চেয়ারের একটায় বসে পড়ে সিগারেট ধরাল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শীতের বাতাস সামান্য এলোমেলো করে বইছিল। সেনের ডাক্তারখানাটি ভাল। বারিদ জানত না, ওয়েলেসলী পেরিয়ে খানিকটা আসলেই বাঁ-হাতি এরকম একটা নিরিবিলি পাড়া আছে। পুরোনো জায়গা, অথচ শান্ত বেশ। আশেপাশে জীর্ণ কয়েকটা বাড়ি দেখা গেলেও নতুন ইমারতও চোখে পড়ে। মস্ত মস্ত সাবু গাছ এদিকে খুব। সাবু গাছের মাথার ওপর দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে, তারা উঠেছে।

বারিদ যেখানে বসেছিল সেই বারন্দায় কতক আরামদায়ক হালকা চেয়ার, কিছু টবের ফুলগাছ, পাতাবাহার গাছ। বড় একটা হাফ-ড্রামে কাগজ ফুলের গাছ, গাছটায় পাতা যেন নেই, সবটাই ফুল;

অন্য একটা বড় টবে আস্টার ফুটে আছে, আরও কিছু মরসুমী ফুল, বাহারী পাতাবাহার। হালকা একটা বাতিও জ্বলছিল। বারিদ শুনেছে, এই বাড়ির এদিকটায় সেন সাহেবের রোগী দেখার ব্যবস্থা, আর পেছন দিকে ছোট মতন একটা নার্সিংহোম আছে। সাধারণত নার্সিংহোমে রোগী থাকে না; নিতান্ত প্রয়োজনে দু-পাঁচদিন কাউকে রাখতে হলে রাখা হয়।

সেন সাহেব মানুষটি ভালই। বয়স যে খুব বেশি তা মনে হয় না, হয়ত বছর পঁয়তাল্লিশ; ছিপছিপে চেহারা, গৌরবর্ণ, মাথার চুল পরিপাটি, কপাল এবং চোখ দুটি যেন ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্ব। চোখে চশমা পরেন, মোটা ফ্রেমের চশমা। মুখে সব সময় প্রসন্ন হাসি।

শিবানী আজ কয়েক বছর এঁর কাছে থেকে গেল। এক সময় শিবানী কী ছিল বারিদ জানে, বাইরের লোক, অনেক দূরের এক মেণ্টাল হসপিটালের ওআর্ড অ্যাসিসটেণ্ট; তারপর সে কলকাতায় চলে এল, বারিদের জন্যেই বলা যায়। কলকাতায় আসার পর থেকেই সে একরকম সেন সাহেবের সেক্রেটারী, পার্সোন্যাল অ্যাসিসটেণ্ট গোছের হয়ে আছে; তার কাজ নানা রকম; সবচেয়ে যেটা শক্ত সেটা হল: কেস হিস্ট্রির ফাইল রাখা।

বারিদ সিগারেটটা শেষ করেছে; শিবানীও এসে গেল। শিবানীকে এখন আর সেক্রেটারীর মতন দেখাচ্ছিল না, স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল: খুব দ্রুত শিবানী নিজের মুখ এবং মাথার চুল সামান্য গোছগাছ করে চলে এসেছে। গায়ে কালো রঙের কার্ডিগান।

"চলো", শিবানী সামনে এসে ডাকল।

বারিদ উঠে পড়ল।

নীচে এসে শিবানী দরোয়ানকে গাড়ি আনতে বলল। বারিদ তেমন খেয়াল করল না। এখন তার মন সব সময় কেমন যেন বেখেয়ালে থাকে।

পুরোনো মডেলের বড় মতন একটা গাড়ি সামান্য সময়ের মধ্যেই পাশে এসে দাঁড়াল। দরোয়ান দরজা খুলে ধরল।

বারিদ বলল, "এ কী ?"

শিবানী বলল, "আমাদের পৌছে দিয়ে আসবে। ওঠো। পরে বলছি…"

"কার গাড়ি ?"

"ডাক্তার সেনের।…ওঠো।" বলে শিবানী বারিদকে গায়ে হাত দিয়ে সামান্য ঠেলল।

ইতস্তত করে বারিদ উঠল। শিবানীও। দরোয়ান গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল। শিবানী দরোয়ানকে বলল, সাহেব ছোট গাড়িতে যাবেন, নিজেই। উনি পরে নামবেন।

গাড়ি চলতে শুরু করলে শিবানী সামনের দিকে ঝুঁকে ড্রাইভারকে বলল, "হরকিষণ, আমি খানিকটা বেড়িয়ে ফিরব, তুমি গঙ্গার দিক হয়ে চিড়িয়াখানা ধরে আলিপুর দিয়ে যাবে…"

বারিদ কথাটা এবার শুনতে পেল।

শিবানী বারিদের পাশে গুছিয়ে বসল এবার।

বারিদ বলল, "গাড়ি নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছ—ব্যাপার কি ?"

শিবানী একটু হেসে বলল, "কিছু না। এটা সেন সাহেবের পুরোনো গাড়ি, নতুন একটা পেয়েছেন ; পুরোনোটা বেচে দিচ্ছেন। আমায় বললেন, সাধের রথটা বেচে দিচ্ছি শিবানী, যাও একটু বেড়িয়ে নাও।" এমনভাবে শিবানী কথাটা বলল যে, বেশ বোঝা গেল সেন একটু মায়ামমতা নিয়েই কথাটা বলেছেন, এবং সামান্য ঠাট্টা করেই।

বারিদ বলল, "তোমার মালিক খুব বড়লোক।"

"বড়লোক কোথায়! মাঝারী লোক।…এই গাড়িটা খুব ভোগাত, তেলও খেত গাদা গাদা।"

বারিদ আর গাড়ির কথায় গেল না। বলল, "তা উনি আমার কথা কি বললেন ?"

"তোমার কথা তোমায় বলেছেন।"

"আমায় যা বলেছেন আমি জানি ; তোমায় কি বললেন ?"

"আমায় কিছু বলেননি। আমি পেশেণ্ট নই।"

"তোমারই তো পেশেণ্ট।"

শিবানী মুখ ফিরিয়ে বারিদকে দেখল, কোনো কথা বলল না।

অল্প সময় চুপচাপ হয়ে থাকল দু'জনেই। গাড়িটা ঘুরে গিয়ে সুরেন বাঁড়ুজ্যে রোড ধরল। বড় গাড়ি বলে ড্রাইভার আর বারিদদের মধ্যে তফাত আছে খানিকটা, নিচু গলায় কথা বললে নানা রকম শব্দ ছাপিয়ে সেটা ড্রাইভারের কানে যাওয়ার আশঙ্কা কম। শিবানী গাড়ির অন্ধকারের মধ্যে বারিদের হাত আস্তে করে তুলে নিজের কোলের ওপর টেনে নিল।

শিবানী বলল, "ডাক্তারবাবুকে এখন তোমার কেমন লাগছে ?"

বারিদ খানিকটা অন্যমনস্ক যেন, দেরি করে কথার জবাব দিল। "মন্দ নয়।"

শিবানী খুশী হল। সে জানে, বারিদ প্রথম থেকেই নিজের চারপাশে একটা পাঁচিল খাড়া করে নিয়েছে, নিজেকে যথাসাধ্য প্রতিরোধ করছে ; ডাক্তারের কাছে বারিদ সহজ এবং স্বাভাবিক হতে পারছে না, বিশ্বাস করছে না। এ-ধরনের রোগীদের পক্ষে এটা স্বাভাবিক। যতক্ষণ না তাদের এই অকারণ অসহযোগিতার ভাব ভাঙছে, প্রতিরোধ নষ্ট হচ্ছে এবং ডাক্তারের উপর আস্থা ও বিশ্বাস আসছে ততক্ষণ কিছু হবার নয়। সেন সাহেব প্রথম থেকেই বারিদের শক্ত প্রতিরোধের ব্যাপারটা বুঝতে পেরে রোগীকে অযথা ঘাঁটাচ্ছেন না ; তিনি সময় নিচ্ছেন : বারিদের অসহযোগী মনোভাব, ডাক্তারের ওপর অনাস্থা, অবিশ্বাস এবং ভয়কে ক্রমে ক্রমে শুধরে নেবার চেষ্টা করছেন। বস্তুত এই ক'দিনেই কিছুটা উপকার পাওয়া গেছে। বারিদের সেই কঠিন, অসহিষ্ণু ভাবটা বেশ খানিকটা কমেছে। সুনিদ্রার ফলে বারিদ মানসিক বিশ্রাম পাচ্ছে—এটা যেমন বড় কথা,

সেই রকম, শিবানী জানে, সেন সাহেব বারিদের উত্তেজিত বিক্ষুব্ধ চেতনাকে অনেকটা নিষ্ক্রিয় অনালোড়িত করার ওষুধ দিয়ে তাকে শান্ত করে আনছেন।

গাড়ি চৌরঙ্গির রাস্তা পেরিয়ে কার্জন পার্কের দক্ষিণের গা ধরে সোজা এগিয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে ইডেন গার্ডেনস্-এর পথ ধরল। রাস্তা বেশ ফাঁকা। কালো মসৃণ রাস্তার ওপর আলো ছড়িয়ে আছে, কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট।

শিবানী পথের মধ্যে অন্য আরও দু' চারটে কথা বলেছে, বারিদ জবাব দিয়েছে কিংবা দেয়নি। অথচ আগাগোড়া শিবানী বারিদের হাত কোলে টেনে নিয়ে নিজের দু' হাতের মধ্যে ধরে রেখেছে এবং ভেবেছে। ভেবেছে যে, বারিদ আর কতটা সময় নিতে পারে? পনেরো-বিশ দিন, মাসখানেক, না আরও বেশি?

শিবানী এবার বারিদের হাত হাঁটুর ওপর রেখে বলল, "তুমি আর-একটু মন-খোলা হও।"

বারিদ ঘাড় ঘুরিয়ে শিবানীর দিকে তাকাল।

শিবানী নিজের থেকেই বলল, "তোমার স্মৃতিশক্তি মোটেই খারাপ নয়। নলিনী তোমায় মিথ্যে কথা বলেছে বলে আমার মনে হয় না। সে তোমায় একটা গল্প তৈরি করে বলবে না।"

বারিদ সামান্য চুপচাপ থেকে বলল, "না, নলিনী গল্প গড়ে বলবে না!"

"তবে?"

"কি?"

"তুমি স্বীকার করে নাও নলিনী তোমার বউ।"

"আমি এখন আর অস্বীকার করতে পারি না। কি করে করব! শুধু আমার মনে পড়ছে না।"

"পড়বে; নিশ্চয় পড়বে।"

"কি করে?"

শিবানী এবার কোনো জবাব দিল না। গাড়ির শব্দ এবং তার মনের চিন্তা যেন অকস্মাৎ দু' প্রান্ত থেকে এসে কেমন একসঙ্গে মিশে গেল, মিশে গিয়ে কিছুক্ষণ একত্রে সময়ের মধ্যে দিয়ে ছুটে গিয়ে আবার ছিন্ন হয়ে গেল। শিবানী বলল, "আমি জানি না। তবে পড়বে। তুমি মন-খোলা হও, ডাক্তারবাবুকে বিশ্বাস করে তাঁকে তোমার যা মনে হয়—সব বলো ; একদিন তুমি দেখবে তোমার মনের সব বোঝা নেমে গেছে।"

বারিদ নীরব।

গঙ্গার সামনের রাস্তা ধরে গাড়ি চলে যাচ্ছিল, শিবানী কি ভেবে ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলল। গাড়ি থামল। শিবানী বারিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "এখানে একটু বসে থাকি কি বলো ?"

বারিদ ঘাড় নেড়ে সায় জানাল।

শিবানী ড্রাইভারকে ছেড়ে দিল ; বলল, "যাও তুমি পনেরো-বিশ মিনিট ঘুরে এস, আমরা গাড়িতে আছি।"

হরকিষণ নেমে গেল। ঘুরে, বেড়িয়ে, মাটির খুরিতে চা খেয়ে, ধোঁয়া টেনে খানিকটা জিরিয়ে সে ফিরে আসবে।

রাস্তার পাশে ঘাস ছুঁয়ে গাড়িটা দাঁড় করানো ; জায়গাটা ঝাপসা অন্ধকার। ওদিকে গঙ্গা, জাহাজ দেখা যাচ্ছে, বাতাসে শীত আছে এখনও।

শিবানী বসে থাকতে থাকতে বারিদের হাত উঠিয়ে নিজের গালের ওপর রাখল। শেষে বলল, "নলিনীদের কাছ থেকে তুমি পালিয়ে কোথায় কোথায় ঘুরেছ আমি জানি না। তুমি কতদিন পালিয়ে পালিয়ে ছিলে তাও আমি জানি না। তুমি যখন আমাদের ওখানে এলে—হাসপাতালে তখন তোমার মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। কেন ?"

কেন ? বারিদ চমকে উঠল না, কিন্তু আশ্চর্য হল। কেন তার মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছিল ? নলিনীকে খুন করতে গিয়েছিল

বলে কি? সে কি ধরেই নিয়েছিল—নলিনী হাসপাতালে থাকলেও আর বাঁচবে না, মারা যাবে; আর খুনী হিসেবে নলিনীর বাবা তাকে পুলিসে দেবেন। ভয়ে, আঘাতে, গ্লানিতে সে কী এতই পীড়িত হয়ে পড়েছিল যে মাথার গোলমাল হয়ে গেল? হতে পারে, বারিদ ভাবল, এটা হতে পারে। কিংবা অন্য কোনো কারণেও হতে পারে।

বারিদ বলল, "আমি তোমাদের হাসপাতালে কবে এসেছিলাম?"

শিবানী সময় বলল মোটামুটি।

"তখন কোন মাস? গরম, বর্ষা না শীত?"

"শীত।"

"তাহলে আমি বর্ষার পর থেকে এদিকে ওদিকে কাটিয়েছি। নলিনীদের কাছ থেকে আমি বর্ষার সময় চলে আসি। নলিনী বলেছে।"

"আমাদের হাসপাতালের কথা তোমার মনে আছে তো?"

"হ্যা—সব।"

"কোথায় ছিল হাসপাতালটা বলো তো?"

"পাটনার দিকে।"

শিবানী জানে বারিদের এ-সব কথা মনে আছে। অকারণেই জিজ্ঞেস করছিল। বলল, "আমার ওয়ার্ডে সব চেয়ে বিশ্রী পেশেন্ট কে ছিল বলো তো?"

"আমি।" বারিদ হাসল।

শিবানীও হেসে ফেলল। তারপর হাসি মুছে বলল, "নলিনীদের কাছ থেকে তুমি কেন চলে এলে একটু ভেবে দেখার চেষ্টা করো।"

বারিদ বলতে পারল না যে, সে ভয়ে-আতঙ্কে পালিয়ে এসেছিল। শিবানীকে নলিনীর কাছে শোনা সব কথাই বলা হয়েছে, শুধু এই

কথাটা বলতে পারেনি বারিদ। বলতে পারেনি, 'শিবানী, আমি নলিনীকে খুন করতে গিয়েছিলাম। কেন, আমি জানি না।' বারিদের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, সুহাসিনীমাসির বাড়িতে থাকার সময় বারিদ আরও একজনকে বাগানের মধ্যে খুন করতে চেয়েছিল, খুন করেছে। আর এ-কথাটাও শিবানীকে বলেনি।

বারিদ বলল, "তোমার ড্রাইভারকে ডাকো : বাড়ি যাব।"

১৩

আরও কয়েকদিন পরে এক রবিবারের সকালে ঘুম থেকে উঠে বারিদের মনে হল, তার শরীর-মন খুব হালকা লাগছে। প্রথম প্রথম এরকম মনে হওয়ায় মুখ ধুয়ে চায়ের টেবিলে আসতে আসতে সে ভাবল, গাঢ় ও পরিপূর্ণ ঘুম হবার জন্যে তার বেশ আরাম লাগছে। পরে চা খেতে খেতে বারিদ অনুভব করল, না—এটা ঠিক আরামের ভাব নয়, তার চেয়েও বেশি এবং আলাদা কিছু। কি-রকম যে তা বারিদ ভাল বুঝছিল না : তবে তার মনে হচ্ছিল, অনেকদিন থেকে একটা বেয়াড়া ধরনের জ্বর বা অসুস্থতায় যেন সে ভুগছিল, এই অসুস্থতা তাকে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ভাবে সব সময় মৃদু কোনো তাপ ও ব্যাখ্যাহীন এক বেদনার মত জড়িয়ে থাকত ; আজই প্রথম বারিদ অনুভব করছে, তার শরীরে ও মনে সে-রকম কোনো অদ্ভুত ভাব নেই। দীর্ঘ একটা জ্বরের পর, কিংবা অসুস্থতার পর হঠাৎ নিজেকে সুস্থ মনে হলে যেরকম লাগে, অনেকটা সেই রকম : যেন বারিদের অনুভূতির চারপাশে যে ঝাপসা অসুস্থ ভাব ছিল সেটা সরে গেছে।

বারিদ আরও খানিকটা চা নিল, অন্যদিনের তুলনায় খাবারও কিছু বেশি খেল। তার বেশ লাগছে, চমৎকার। খবরের কাগজের ভাঁজ পর্যন্ত খোলবার কোনো আগ্রহ সে অনুভব করছিল না। বরং সে সকৌতুকে এবং প্রসন্নভাবে রবিবারের এই সাধারণ সকাল-টিকে লক্ষ করছিল। শীতের রোদ বেশ স্বচ্ছ, সূর্য বোধহয় অনেকটা ঘুরে গেছে, ফেব্রুয়ারী চলছে, বাতাসে তেমন একটা

ঠাণ্ডার ভাব নেই। নলিনী চায়ের টেবিলের কাপড়টা পালটেছে, চায়ের সরঞ্জামগুলো বেশ পরিষ্কার, ছেলেমানুষের মতন নলিনী হরিপদকে দিয়ে কয়েকটা ছোট ছোট ফুলের টব ভরতি করিয়ে এনে মরসুমী ফুলের চারা পুঁতেছে। বারিদ এ-সব আগেও দেখেছে, তবু আজ যেন স্পষ্ট করে কৌতুকের এবং ভাল লাগার চোখ নিয়ে সব দেখছিল।

বারিদ এবার একটা সিগারেট ধরাল, সকালের প্রথম সিগারেট; বেশ তৃপ্তির সঙ্গে কয়েকবার ধোঁয়া গলায় নিয়ে ঢোঁক গিলল। তারপর নলিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি তো কলকাতায় এসে পর্যন্ত বাড়িতে। কোথাও যাওনি।"

"হরিপদকে নিয়ে বাজার গিয়েছি।" নলিনী তখনও চা খাচ্ছিল; হাসিমুখেই বলল।

"চলো তোমায় বেড়িয়ে নিয়ে আসি আজ।" বারিদ কৌতুক করে বলল, যেন কোনো ছেলেমানুষকে কলকাতা দেখাবার লোভ দেখাচ্ছে।

নলিনী বলল, "কোথায় যাব?"

"যেখানে তোমার খুশি। মাঠ-ময়দান, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, গঙ্গার ঘাট, চিড়িয়াখানা···।" বারিদ হেসে ফেলল, "চিড়িয়াখানা রবিবারে খোলা না বন্ধ তাও আমি জানি না। মেমোরিয়ালও বন্ধ থাকতে পারে। কে জানে—, আমি খোঁজখবর রাখি না।"

নলিনীও হাসিমুখ করে সব শুনছিল। বলল, "আমার চার্চে যাবার কথা মনে হয়।"

বারিদ কি রকম অস্বস্তির মধ্যে পড়ল। বলল, "মুশকিল! আমি চার্চে যাই-টাই না। চার্চ অনেক, কোথায় যাব তাও জানি না।···বেশ, নেক্‌সট্‌ টাইম্‌; একটু খোঁজ করে নি, আসছে রবিবারে তোমায় নিয়ে যাব।"

নলিনী এমন ভাবে মাথা সামান্য হেলাল যে, মনে হল বলল: বেশ, তাই হবে।

সিগারেটের ছাই আঙুলের ডগায় পরিষ্কার করে নিতে নিতে বারিদ বলল, "সিনেমায় যাবে ?"

নলিনী যেন বারিদের এই ফূর্তি এবং জীবন্ত ভাবটা বোঝবার চেষ্টা করছিল। বারিদকে সে আজ মাসখানেকেরও ওপর দেখছে। প্রথম প্রথম তার যে ধারণা হয়েছিল পরে ক্রমশ তা পালটেছে নিশ্চয়, কিন্তু ইদানীং যেন আরও অন্যরকম লাগছে। বিশেষ করে গত কিছুদিন, নলিনী লক্ষ করছে, বারিদ কি-রকম এক আপন-মনে থাকার মতন ছিল; সে রাগত না, উত্তেজিত হত না, রুক্ষভাবে কথা বলত না, বরং এক ধরনের নির্লিপ্তি নিয়ে ছিল, যেন বারিদ খুব শান্ত, স্থির, নিরুদ্বেগ হয়ে আছে। বারিদের ছোটখাট ব্যাপারে ভুল এবং অন্যমনস্কতাও নলিনীর চোখে পড়েছিল। এমন কি, বারিদ জানে না, সে গতকালও তার ঘর লক্ করে যায়নি। নলিনী তখন বারান্দায় ছিল; সে দেখেছে। দিন দুই-তিন আগেও এ-রকম করেছে একবার। নিজের ঘর সম্পর্কে বারিদ খুব সচেতন। লক্ না করে সে বাড়ির বাইরে পা দেয় না। সেই বারিদ এই কয়েক দিনের মধ্যে দু'দিন ঘর বন্ধ না রেখে বাইরে চলে গেল, এটা কম কথা নয়। সাধারণ অন্যমনস্কতা বা ভুলো মনের জন্যে এমন হয় বলে নলিনীর মনে হচ্ছিল না। তবে ?

গতকাল বারিদ সামান্য দেরি করেই বাড়ি ফিরেছিল। অবশ্য এমন রাত করে নয়। বাড়ি ফিরে দোতলায় উঠে নলিনীর সঙ্গে দেখা হতেই বারিদ একেবারে অন্যরকম এক ভাব করে ফেলল। নলিনীর কাঁধ ধরে ফেলে সামান্য জড়ানো চোখে বলল—চলো, তোমার ঘরে গিয়ে বসি। না, বারিদের মুখ অথবা পোশাক থেকে কোনো রকম মদ্য জাতীয় গন্ধ উঠছিল না। অথচ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তার যেন খুব সামান্য, প্রায় মিলিয়ে যাওয়া একটু নেশা আছে। পাতলা একরকম আচ্ছন্নতা যে বারিদের ছিল তাতে সন্দেহ নেই। নলিনীর কাঁধে হাত রেখে বারিদ নলিনীর

ঘরে এল, এসে নলিনীর বিছানাতেই বসল। গরম কোটটা খুলে একপাশে ফেলে দিয়ে গা এলিয়ে বসল, কথা বলল কয়েকটা, তারপর শুয়ে পড়ল।

নলিনী দেখছিল সব। বারিদ নিজের থেকেই বলল, তার বড় অবসাদ লাগছে।

বারিদ শুয়েই ছিল; নলিনী এক কাপ কফি এনে দেখল যে, বারিদ ঘুমিয়ে পড়েছে।

ডাকবে কি ডাকবে না ভেবে নলিনী সামান্য ইতস্তত করল। তারপর ডাকল। বারিদ সাড়াশব্দ করল না। গা নাড়া দিয়ে নলিনী আবার ডাকতে বারিদ চোখ মেলে উঠে বসল।

নলিনী কফির কাপ এগিয়ে দিল।

বারিদ কফি খেয়ে উঠল; উঠে নিজের ঘরে গেল। তার ঘরের দরজায় যে লক্ নেই খেয়াল করল না, পকেট থেকে চাবি বের করে লকের গর্তে ঢোকাল, তারপর খোলা দরজা বোকার মতন খুলে লক্ ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকল।

কাল রাত্রে নলিনীর মনে নানা রকম ভাবনা এসেছিল: বারিদ কি স্বাভাবিক ভাবে বাড়ি এসেছিল? অস্বাভাবিক মনে না হলেও পুরোপুরি স্বাভাবিক মনে হয়নি। আজ এখন, সকালে বারিদের হালকা, একরকম তৃপ্ত, সকৌতুক, জীবন্ত এবং অন্তরঙ্গ ভাব দেখে নলিনী আবার ভাবল, বারিদের এই ব্যবহার কি স্বাভাবিক? এই পরিবর্তন কি সহজ? কেনই বা এই পরিবর্তন?

বারিদ অপেক্ষা করছিল; বলল, "কি, সিনেমায় যাবে?"

নলিনী যেন নিজের বিক্ষিপ্ত চিন্তা তাড়াতাড়ি গুটিয়ে নিয়ে সতর্ক হল। "আমি পিক্‌চার জাদা দেখিনি—" নলিনী বলল, বলেই নিজের বেয়াড়া ভুল শুধরে নিল, সলজ্জ হেসে বলল, "আমাদের ওখানে হাউস ছিল না, বেশি পিক্‌চার দেখিনি।"

বারিদ জোরে হাসল। "এখানে অনেক হাউস, দশ বিশ পা অন্তর ; চলো তোমায় সিনেমা দেখিয়ে আনি।"

নলিনী আপত্তি করল না।

"কোথায় যাবে বলো ?" বারিদ শুধলো।

"আমি জানি না।"

"ইংরিজী বই চলো ; বাংলাতেও যেতে পার, রবিবার বাংলা বইয়ের টিকিট পাওয়া মুশকিল।" বারিদ বলল, বলেই কি মনে পড়ায় ঠাট্টা করে বলল, "তোমার মাদারটাঙ্ হিন্দী ছবিও দেখতে পার। যা তোমার খুশি···"

"হিন্দী আমার মাদারটাঙ্ নয়···" নলিনীও সকৌতুক প্রতিবাদ করল।

"এখনও জাদাটাদা বলছ—" বারিদ পরিহাস করে বলল। সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল টোকা দিয়ে, "বেশ, যে কোনো একটাতে গেলেই চলবে।···আমরা দুপুরে বেরুবো, ম্যাটিনি শো দেখব। দেখে কোথাও চা খেয়ে নিয়ে বেড়াতে বেরুবো ; এসপ্লানেড, মাঠ-ময়দান, মেমোরিয়াল, গঙ্গার ঘাট···তারপর রাত্রে বাড়ি ফিরব। রাজী ?"

নলিনী ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল।

বারিদ কয়েক মুহূর্ত নলিনীর দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর সকালের কাগজটা টেনে নিল। নলিনী উঠে দাঁড়িয়ে চায়ের পাত্র গুছোতে লাগল।

চায়ের টেবিলেই বসে বসে বারিদ কাগজ দেখল, বেলাও বাড়ছে, একসময় রোদ এসে বারিদের সামনে টেবিলে ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকটা চড়ুই এসে ফুলের টবের কাছে নাচানাচি করছিল। বারিদ খেলাচ্ছলে হুস করতে চড়ুইগুলো উড়ে গেল। আর তখনই বারিদের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল।

নলিনী নীচে। সামনে থাকলে হয়ত বারিদ আজ বলে বসত :

দেখো তো কে? বলে দাও বাড়িতে নেই।

বারিদ উঠল।

ফোন তুলতেই শিবানীর গলা।

"কি ব্যাপার? সকালবেলায় হঠাৎ?" বারিদ বলল।

"কেমন আছ খোঁজ নিচ্ছি। আজ কেমন?" শিবানী জানতে চাইল।

"খারাপ থাকব কেন! চমৎকার আছি···" বলতে বলতে বারিদের কিছু মনে পড়ে গেল এবং সে বুঝতে পারল, শিবানী কেন এই সকালে তাঁর খোঁজ করছে। বারিদ সঙ্গে সঙ্গে কেমন শিহরন বোধ করল। "শিবানী!"

"বলো।"

"আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার খুব ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে, কোনো সিক্‌নেস থেকে রিকভার করে উঠেছি। ভীষণ ফ্রি লাগছে। জাস্ট্ ফাইন···"

শিবানী ওপাশ থেকে কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে খুশীর গলায় বলল, "কাল তুমি সেন সাহেবকে অবাক করে দিয়েছ।"

"আমি? কেন? কি করে?"

"তুমি কাল খুব ভাল পেশেন্ট হয়েছিলে। ডাক্তারকে সুন্দর কোঅপারেট করেছ।"

"ও!" বারিদ থামল; ভাবল যেন, তারপর বলল, "আচ্ছা শিবানী, কাল তোমার সেন সাহেব আমায় কিসের ইনজেকশান দিয়েছিলেন?"

শিবানী জবাব দিল না; দিচ্ছিল না।

বারিদ আবার জিজ্ঞেস করল।

শিবানী বলল, "তোমার তা জেনে কোনো লাভ নেই। তুমি কি বুঝবে কোন ইনজেকশান? ডাক্তাররা এসব কথা রোগীকে বলে না।"

"ও, আচ্ছা…" বারিদ বোকার মতন চুপ করে গেল। তারপর আবার বলল, "আচ্ছা শিবানী, আমি বোধহয় তারপর একটা হিপ্নোটিক এফেক্টের মধ্যে ছিলাম। অনেক কথা বলেছি…কি বলেছি তুমি জানো?"

শিবানী সামান্য অপেক্ষা করে বলল, "আমি কি করে জানব? আমি কি ঘরে ছিলাম? তখন ডাক্তার ও রোগী ছাড়া কেউ ঘরে থাকে না।"

"ও!…হ্যাঁ; তুমি তো ছিলে না…।" বারিদ চুপ করে গেল।

সামান্য পরে শিবানী বলল, "তোমায় আবার শুক্রবার আসতে হবে। আমি মনে করিয়ে দেব। এখন ক'দিন কিচ্ছু ভাবনাচিন্তা না করে খাও-দাও ঘুমোও। ওষুধগুলো খেয়ো।…আর-একটা কথা, নলিনীদের জব্বলপুরের বাড়ির ঠিকানাটা একটু দেবে?"

বারিদ অবাক হল। "জব্বলপুরের ঠিকানা? কেন?"

"দরকার।"

"কিসের দরকার?"

"আছে। তোমার সুহাসিনীমাসির একটু খোঁজখবর নিতে চাই।"

"না…না…।"

"তুমি থামো তো", শিবানী ধমকে উঠল, "আমার দরকার। আর কোনো কথা আছে! কাল আমি তোমার অফিসে ফোন করে ঠিকানা জেনে নেব।"

বারিদ কিছু বলতেই পারল না।

শিবানী আরও দু-একটা কথা বলে ফোন ছেড়ে দিল।

সিনেমা থেকে বেরুতে বেরুতে প্রায় সন্ধ্যে। অন্ধকার হয়ে রাস্তাঘাটে আলো জ্বলে উঠেছে। ছবিটা হাসির ছিল: ঘন ঘন অট্টহাস্যের দরুন—ছবি দেখে বেরিয়ে আসার পরও অনেকেরই চোখে-

মুখে হাসির রেশ ছড়িয়ে ছিল। ভিড় ঠেলে নলিনীকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে বারিদের কিছু সময় লাগল। নলিনী এত ভিড়ের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করছিল। বারিদ নলিনীর গা-ঘেঁষে ছিল। তাকে আগলে নিয়ে নীচে এনে ভিড়ের মধ্যে থেকে হাত ধরে একেবারে রাস্তায় নামিয়ে আনল।

রাস্তায় নেমেও নলিনী পুরোপুরি হাঁফ ছাড়তে পারল না। গাড়ি, ভিড়, রবিবারে চৌরঙ্গীপাড়ার জনস্রোত। বারিদের অঙ্গ স্পর্শ করেই নলিনী হাঁটছিল।

সামান্য এগিয়ে আসতেই সামনাসামনি কাদের দেখে যেন বারিদ থমকে দাঁড়াল। সামনেই মজুমদার ; সঙ্গে এক মহিলা।

মজুমদার তার স্বভাবমতন সহর্ষ গলায় বলল, "হ্যা-ল্-লো ?"

বারিদ হাসতে পারল না, পা বাড়াতেও পারল না। মজুমদারকে এ-সময় তার খারাপ লাগল।

"আরে মশাই, আপনার কোনো খবরই নেই! তারপর কেমন আছেন ?" মজুমদার বেশ ঝকমকে চোখ নিয়ে নলিনীকে দেখতে দেখতে বলল।

"ভাল", বারিদ অস্পষ্ট করে বলল ; মজুমদার যেভাবে নলিনীকে দেখছে, তাতে বারিদের ভাল লাগছিল না।

"এদিকে কোথায় ?" মজুমদার যেন কত চেনে, এইভাবে হাসি-হাসি মুখ করল নলিনীকে। অথচ প্রশ্নটা করল বারিদকে।

"সিনেমা দেখতে এসেছিলাম", বারিদ বলল।

"নিউ এম্পায়ার ?"

"না, লাইট হাউস।"

"আচ্ছা—আচ্ছা! আপনাব সেই কাস্টিংয়ের কি হল ?"

"পারিনি। ওরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে নিয়েছে।" বারিদ কিছুমাত্র না ভেবে জবাব দিল।

মজুমদাব কি ভেবে তার সঙ্গিনীর সঙ্গে বারিদের পরিচয় করিয়ে

দিল। "কুসুম সাহা, নামটা ছোট মশাই, কিন্তু পজিশনটা বিগ্", মজুমদার হাসল, "একজন গ্রেট সোস্যাল ওয়ার্কার, জস্টিস রায়চৌধুরীর ছোট শালী।"

কুসুম নাম্নী বিখ্যাত মহিলা তার দোকান-সাজানো সাজসজ্জা সামলে ঈষৎ হাসল।

মজুমদার নলিনীর দিকে কৌতূহল এবং প্রশ্নের চোখ করে তাকিয়ে থেকে বলল, "উনি ?"

"আমার আত্মীয়া", বারিদ বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে বলল।

"ও! আচ্ছা···। বাই দি বাই, আমি একটা নতুন অফিস করছি, পার্ক স্ট্রীটে; আমাব পক্ষে সুবিধের হবে। আপনাকে জানাব।"

বারিদ কীরকম সন্দেহ করল। মজুমদারকে যেন খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। বারিদ সামান্য ইতস্তত করে বলল, "আপনার মামার খবর কি ?"

মজুমদার মুহূর্তের জন্যে কেমন থমকে গিয়ে বারিদের চোখে চোখে তাকিয়ে শেষে কুসুমের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিল। "ও! আপনি জানেন না ? মামা মারা গেছেন। তা হপ্তা তিনেক হবে।"

বারিদ চুপ। তার পায়ের তলা যেন কেঁপে উঠল আচমকা। সামলে নিল বারিদ।

মজুমদার চলে যেতে যেতে কি ভেবে বারিদকে ডেকে সামান্য পাশে সরে গিয়ে নিচু গলায় বলল, "হার্ট ফেলিওর।···বুড়ো অনেক ভুগিয়ে শেষে হুম করে মরে গেল। কিছুই নয় মশাই, বিকেলে বাড়ির সামনে বেড়াচ্ছিল, জাস্ট ওয়াকিং; শীতের বিকেল, অন্ধকার হয়ে যায় হুট করে, তারপর বিশ্রী ধোঁয়া আর ধুলোর ঝাপসা। একটা গাড়ি আসছিল। স্পীডে। সামনে এসে ব্রেক করে। আর তাতেই মামা চক্ষু বুজল। হার্ট ফেলিওর···"

বারিদ কোনো কথা বলল না। চুপচাপ।

মজুমদাররা চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে বারিদ নলিনীকে নিয়ে হাঁটতে লাগল আবার। মজুমদার সম্পর্কে বারিদ হঠাৎ ভাবতে লাগল। লোকটা সত্যি কথা বলল, না মিথ্যে? ওর মামা সত্যিই কি স্বাভাবিকভাবে মারা গেছেন? নাকি মজুমদারের কোনো হাত ছিল?

রাস্তা থেকে নেমে যাচ্ছিল বারিদ, সামনে গাড়ি। নলিনী হাত ধরে ফেলল। "গাড়ি।"

বারিদ থমকে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখল ভাল করে।

"নলিনী!"

"তুমি রাস্তা দেখে যাচ্ছ না।" নলিনী অভিযোগের গলায় বলল।

"চলো চা খাই। মাথা ধরে আসছে···চা খেয়ে তোমায় গঙ্গার দিক থেকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।"

নলিনী কিছু বলার আগেই বারিদ তার হাত ধরে টেনে, বিশ্রী-ভাবে একটা চলন্ত গাড়িকে ব্রেক করার সুযোগ না দিয়ে—রাস্তা পেরিয়ে গেল।

১৪

বারিদের মনে হল : সে যেন ঘুমের মধ্যে জেগে গিয়েছে। অথচ সে পুরোপুরি জাগেনি ; এখনও ঘুমের গাঢ়তা তার চোখের পাতা, কপালের তলায় কোথাও এবং স্নায়ুতে জমে আছে, সে আবার ঘুমিয়ে পড়তে পারে। নিদ্রার মধ্যে এ-রকম কয়েক মুহূর্তের জন্যে বা অল্পের জন্য অর্ধ-জাগরণ এতই স্বাভাবিক যে, বারিদ আবার ঘুম আসবে ভেবে চোখের পাতা বন্ধ করে ফেলল। সামান্য সময় আর তার কোনো সাড়া নেই, সমস্ত কিছুই শান্ত, স্থির : চোখের পাতা বোজা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত হলেও ধীর, মাথার চুল কোথাও নড়ছে না, হাতের আঙুলও কাঁপছে না : মনে হবে, বারিদ আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

এই আচ্ছন্নতাটুকু অল্প সময় থাকলেও বারিদ ঘুমোয়নি। জলের তলা থেকে মাথা উঠিয়ে আবার জলের তলায় মাথা ডুবিয়ে দেবার মতন বারিদ ঘুমের আড়ালে যাবার স্বাভাবিক চেষ্টা করলেও সামান্য পরেই অনুভব করল, সে আর ঘুমিয়ে নেই। তার আচ্ছন্নভাবটা কেটে যাচ্ছে। নিজের চেতনা এবং অনুভূতিকেও বারিদ যেন হাতের পাশেই খুঁজে পেল, ঠিক যেমন করে সে নিত্যব্যবহৃত প্রয়োজনীয় জিনিস খুঁজে পায়। তারপর সে দেখল, সে জেগে গিয়েছে।

বারিদ আবার চোখ খুলে তাকাল আস্তে করে। বার কয়েক পলক ফেলল বেশ ; আবার চোখ মেলে তাকাল। তাকাবার পর সে দেখল : খুব হালকা স্নিগ্ধ এক আলো রয়েছে ঘরে, চোখে লাগে না, বরং কোথাও কোথাও ঝাপসা অন্ধকার বেশ নরম হয়ে দৃষ্টিকে

স্পর্শ করছে। সামনে তেমন কিছু বিশেষ করে চোখে পড়ল না প্রথমে, পরে বারিদ একপাশে ধবধবে সাদা ওয়াশ-বেসিন এবং তার পাশে পরিষ্কার তোয়ালে দেখতে পেল। না, ভুল ; চোখের ভুল ; বা মনের। ওয়াশ-বেসিন নয়, এ ঘরে কোথাও ওয়াশ-বেসিন নেই ; বারিদ সাদা রঙের একটা মিটসেফ জাতীয় জিনিসকে ওই রকম ভেবেছিল। এবার আর বারিদের চেতনায় কোথাও ঘোলাটে ভাব থাকল না। সে একে একে পরিষ্কার করে সব দেখতে, বুঝতে পারল। বারিদ সেন সাহেবের চেম্বারের লাগোয়া ছোট্ট কুঠরিটায় শুয়ে আছে। এটাকে সচরাচর শিবানী 'থেরাপী রুম' বলে। খুব নরম, চমৎকার, গা-ডোবানো এক আর্ম-চেয়ারে সে একেবারে শিথিল হয়ে শুয়ে, তার দু' হাত আর্ম-চেয়ারের হাতলের ওপর ছড়ানো ; পা মাটির ওপর ঠিক নয়—কার্পেটের ওপর। পা-রাখা এক গদির মতন সামান্য উঁচু কিছু জিনিসে তার পা রয়েছে, পায়ে জুতো নেই। এবার বারিদ তার গা এবং কপালের ঘাম অনুভব করল। এই শীতেও সে ঘেমেছে। সামান্য।

বারিদ কথা বলার চেষ্টা করল কিনা বোঝা গেল না ; সামান্য শব্দ বেরুলো গলা দিয়ে। আর এরপর সে কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মোছার জন্য হাত ওঠাল।

সেন সাহেব সামান্য পাশে বারিদের পেছনের দিকে ছিলেন ; বারিদ দেখতে পায়নি ; বা ভাবেওনি তিনি ঘরে আছেন।

সেন যেন জানতেন বারিদ কি করবে। হাত বাড়িয়ে যাদুকরের মতন কোথাও থেকে ছোট তোয়ালে টেনে নিয়ে বারিদের চোখের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বারিদ হাত বাড়াবার আগেই সেন তোয়ালে এগিয়ে দিয়েছেন।

বারিদ মুখ মুছল ; হাত মুছল।

সেন বললেন, "কি রকম লাগছে ?"

"ভাল", বারিদ বলল, তার গলার স্বরে অবসাদ জড়ানো।

সেন আরও-একবার বারিদের হাত তুলে নাড়ি দেখলেন। "ঠিক আছে।"

"জল তেষ্টা পাচ্ছে—" বারিদ বলল।

"নিশ্চয়", সেন মাথা হেলালেন; ডান দিকে র‍্যাকের ওপরে কাচের গ্লাসে জল চাপা দেওয়া ছিল, নিজের হাতে এনে দিলেন।

সমস্ত জলটাই বারিদ খেয়ে ফেলল। খাবার পর বুঝল, সে ভীষণ তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছিল, তার ঠোঁট জিব শুকিয়ে এসেছিল, জল খেয়ে আবার সব আর্দ্র হল। স্বস্তি এবং আরাম বোধ করল বারিদ।

আর সামান্য পরে বারিদ বলল, "আমি উঠি ?"

"উঠে পড়ুন। কিছু ভাববার নেই।" সেন রোগীর কাছে থেকে সরে গেলেন।

বারিদ এখন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে : প্রথমে সে পা নামাল, মোজা টানল, তারপর পাশ থেকে জুতো কুড়িয়ে পরতে লাগল। সেন বারিদের খুলে রাখা হাতঘড়িটা এগিয়ে দিলেন।

ঘড়ি পরা হয়ে যাবার পর বারিদ হঠাৎ তার হাতের দিকে তাকাল। ইনজেকশানের জ্বালা বা যন্ত্রণা নয়, কোথায় যেন সামান্য অস্বস্তি রয়ে গেছে।

"আমাকে এটা কিসের ইনজেকশান দেন ?" বারিদ শুধলো।

সেন কথাটা শুনেও না শোনার মতন করে বললেন, "এবার আপনাকে একটা ওষুধ বদলে দেব। অনলি ওয়ান্ ট্যাবলেট ডেলি, আফটার মিল, রাত্রে।"

বারিদ উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে ট্রাউজার্সের কোমর ঠিক করল, আলগা ছিল—শক্ত করে নিল। বুকের জামার বোতাম ঠিক করল।

দেওয়ালে ঝোলানো হ্যাঙার থেকে সেন বারিদের গরম কোটটা এনে বারিদকে দিলেন।

বারিদ আবার বলল, "আমাকে আপনি কিসের ইনজেকশান করেন ?"

সেন তাঁর সুন্দর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন উজ্জ্বল চোখ বারিদের চোখে রেখে মুখে হাসলেন, "কেন, নেশা করতে চান নাকি? নেশার ওষুধ এটা নয়।"

বারিদ কি রকম সঙ্কোচ অনুভব করল। "না না, নেশা করতে চাই না। তবে ওটা নেবার পর কিরকম নেশার মতন হয়ে আসে, কোনো কিছু খেয়াল থাকে না।···আমি কি ঘুমিয়ে পড়ি?"

সেন সেই রকম হাসিমুখেই বললেন, "ঘুমিয়েই যদি পড়েন তাহলে আমার চলবে কি করে? খানিকটা ঘুম খানিকটা জাগা ওই রকম আর কি? ওটা হিপ্নোজেনিক ড্রাগ···। ডোণ্ট ওয়ারি, আপনার কোনো ক্ষতি ওতে হচ্ছে না।"

বারিদ এবার যেন লজ্জাই পেল, কোনোরকমে বলল, "না না, আমি তা বলিনি।"

সেন যেন বারিদের মন থেকে সবরকম দ্বিধা সরিয়ে দেবার জন্যে বললেন, "ভাববার কিছু নেই। ভাল প্রগ্রেস হচ্ছে—" বলে বারিদের কাঁধের কাছে আলগা অথচ বন্ধুত্বপূর্ণভাবে হাত রেখে মৃদু গলায় বললেন, "বাইরে বসে একটু বিশ্রাম করে নিন, শিবানী আপনার সঙ্গেই যাবে বোধহয়।"

বারিদ বুঝতে পারল, সেন কথা বলতে বা এ-ঘরে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে আর ইচ্ছুক নন। বারিদ ঘরটার চারপাশে একবার তাকাল, কিছু নয়, তবু এই ঘর তার কাছে আশ্চর্য রকমের লাগে।

তার আগেই সেন ঘরের দরজা নিঃশব্দে খুলে দিয়েছেন, বারিদ দরজার দিকে পা বাড়াতে বাধ্য হল।

পাশের ঘরটাই সেন সাহেবের চেম্বার। এখানে বসেই তিনি প্রাথমিক কথাবার্তা বলেন রোগীদের সঙ্গে, কাজকর্ম করেন। বারিদের এখানে দাঁড়াবার বা বসবার প্রয়োজন ছিল না। সেন অল্পের জন্যে তাকে অপেক্ষা করতে বলে টেবিলের সামনে গিয়ে

কাগজ কলম তুলে নিলেন। বোধ হয় সেই নতুন ওষুধটার নাম লিখলেন, তারপর বারিদের হাতে দিলেন।

বারিদ বিদায় নেবার মতন মুখ করে সামান্য হাসল।

সেনও বিদায় দেবার মতন করে মাথা নাড়লেন। "আপনার নেকস্ট্ ডেট্ শিবানী আপনাকে বলে দেবে। আচ্ছা···। বাইরে বসে সামান্য বিশ্রাম করে নিন।"

বারিদ বাইরে চলে এল। ছোট একটু প্যাসেজ, উত্তরের দিকে নার্সিং হোমের পথ, দক্ষিণে বারান্দা। বারান্দা দিয়ে বারিদ সোজা ফাঁকা চাতালটায় চলে এল। সেই সাজানো বেতের চেয়ার, কয়েকটা ফুল গাছের টব, লতাপাতা। বারান্দার বাতির উজ্জ্বল আলো অনেকটা ফিকে হয়ে এখানে আসছে।

বেতের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বারিদ বসল। আশেপাশে আর কেউ নেই। আগের দিন এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক ও এক মহিলা বসে ছিলেন। মহিলার মাথায় কাপড় ছিল না, মুখ দেখা যাচ্ছিল। বারিদ লক্ষ করে দেখেছিল, মহিলার ব্যবহারে বেশ অস্বাভাবিকতা রয়েছে, তিনি থেকে থেকে ভদ্রলোকের হাত টেনে নিয়ে নিজের কপালে এবং বুকে ছোঁয়াচ্ছিলেন; আর মাঝে মাঝেই ধড়মড় করে উঠে বসে তাঁর স্বামীকে যাবার জন্যে তাড়া দিচ্ছিলেন।

আজ কেউ নেই। এই নিঃসঙ্গতা বারিদের ভাল লাগল। শীত পড়ে আসছে। বাতাসে আর কনকনানি নেই, মৃদু শীতের একটা ভাব আছে মাত্র। আজ যেন ধোঁয়ার ভাবটা কিছু বেশি মনে হচ্ছে। আকাশে তারা ফুটেছে। কাছাকাছি বিশাল বাড়িটার সাবুগাছের মাথার ওপর সন্ধ্যের অন্ধকার যেন চাপ হয়ে জমে জমে আছে।

বারিদ বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল। ফেলে একটা সিগারেট খাবার কথা ভাবছিল, শিবানী এল। হাতে একটা পেয়ালা।

খুব ঝরঝরে গলায় শিবানী বলল, "উনি এ সময় কফি খেতে চান;

কফি করেছিলুম। নাও, তোমার জন্যেও নিয়ে এলুম। বসে বসে খাও, আমি আসছি, মিনিট দশ পনেরো।”

শিবানী চলে গেল।

বারিদ আলোর মধ্যে পেয়ালাটার যেটুকু দেখতে পেল তাতে বুঝল, সেন অত্যন্ত শৌখিন লোক কিনা কে জানে, তবে তাঁর ব্যবহারের জিনিসগুলো একেবারে সাধারণ নয়। যেমন এই পেয়ালাটা শুধু দামী নয়, তার গায়ে যে নক্‌শা আছে সেটা লতাপাতা ফুল বা সোনালী কোনো রেখার টান নয়, ত্রিকোণ এবং চতুষ্কোণ কয়েকটা গাঢ় রঙের দাগ, যাকে স্পট্ বলা চলে। দেখতে ভালই লাগে, যদিও এ-ধরনের নক্‌শা কিছু বোঝায় না। সেন কি এগুলো পছন্দ করেন? নয়ত আজ বারিদকেও তিনি এই ধরনের কিছু নক্‌শা দেখাচ্ছিলেন কেন? বারিদ কাপটা তুলে নিয়ে কফিতে ঠোঁট ছোঁয়াল; কয়েক চুমুক কফি খেল পর পর, তারপর পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে সিগারেট ধরাল।

সেন যে তাকে যথেষ্ট যত্ন করে দেখছেন বারিদের তাতে আর সন্দেহ নেই। মানুষটি একটু অন্য ধরনের, কথা কম বলেন, কিন্তু আন্তরিক ও সতর্ক। বারিদের মধ্যে বা বারিদের মনের মধ্যে ভদ্রলোক কী খুঁজে পাচ্ছেন বারিদ জানে না, কিন্তু অনুভব করতে পারছে যে, সে সেন সাহেবকে ক্রমশই বিশ্বাস করে নিয়েছে এবং তাঁর প্রতি আস্থা বেড়ে যাচ্ছে। এক-এক সময় মনে হয়, বারিদের যেন কত কিছু বলার আছে ওঁকে, আর সেইরকম আবেগ যখন আসে তখন এত প্রবল হয়ে আসে যে, বারিদের ইচ্ছে হয় ছেলেমানুষের মতন সে কোনো গভীর অভিমানে ও দুঃখে কেঁদে নেয়, নিয়ে নিজেকে খানিকটা হালকা করে তারপর কথা বলে। অথচ বারিদ পরে আর কথা খুঁজে পায় না।

কফির পেয়ালায় আবার চুমুক দিল বারিদ, দিয়ে গাল ভরতি করে সিগারেটের ধোঁয়া নিয়ে ঢোঁক গিলল।

সেন সাহেবের হাতে পড়ে যে বারিদ বেশ উপকার পাচ্ছে তা অস্বীকার করা যায় না। ইদানীং বারিদ অনেক সুস্থ। ভাল ঘুম হচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরে। তবে এটা বড় কথা নয়। তার চেয়েও বড় কথা—বারিদ এখন নিজেকে অনেক মুক্ত মনে করে। সে কাজ-কর্ম করতে পারছে, উৎসাহও বোধ করছে; তার বিষণ্ণ ম্রিয়মাণ ভাবটা বাস্তবিকই তেমন কিছু নেই। বরং বারিদ অনেক প্রফুল্ল ও হালকা বোধ করছে। নলিনীর সঙ্গে তার নিত্য চাপা বিরোধ আর নেই। এখন নলিনীকে বারিদের সহ্য হয়, ভাল লাগে, হাসি-তামাশা করতে পারে বারিদ তার সঙ্গে। উপরন্তু বারিদ এক ধরনের বিশ্বাস ও নির্ভরতাও নলিনীর ওপর করতে পারছে।

সেদিন অবশ্য অল্পের জন্যে বারিদের মনে আচমকা একটা বিশ্রী ভাব এসেছিল, মজুমদারের সঙ্গে যেদিন দেখা হয়ে গেল। গঙ্গার দিকে বেড়াতে গিয়ে, একবার গঙ্গার পাড় ঘেঁষে বসে, অন্ধকারে বারিদের মনে হয়েছিল, নলিনীকে সে এখন প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিয়ে গঙ্গার জলে ফেলে দিতে পারে, আশেপাশে দেখার মতন কেউ নেই। ধাক্কা দেবার পর, নলিনী গঙ্গার জলে ডুবে গেলে সে চেঁচামেচি চিৎকার করে বলতে পারে, নলিনী জল পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে জোয়ার দেখছিল, পা হড়কে পড়ে গেছে। নলিনী সাঁতার জানে না; বারিদ তাও জেনে নিয়েছিল।

বারিদের এই খারাপ, ভয়ংকর চিন্তাটা বেশিক্ষণ থাকেনি। সে নিজেই ভয় পেয়ে নলিনীকে নিয়ে গঙ্গার পাড় ছেড়ে উঠে এল। তারপর সোজা ট্যাক্সি করে বাড়ি। আশ্চর্য এই যে, বাড়ি ফেরার পর বারিদ নলিনীর কাছে অকারণে কিছু অনুতাপ জানাল, ছেলে-মানুষের মতন, যদিও গঙ্গার ঘাটে তার মনে কি ধরনের চিন্তা এসেছিল তা বলল না।

কফি এবং সিগারেট দুইই শেষ হয়ে গিয়েছিল বারিদের। ঘড়ি দেখল বারিদ, সাতটা বেজে গেছে।

আর সামান্য পরেই শিবানী এসে গেল। বলল, "চলো।"

নীচে নেমে খানিকটা হেঁটে আসতেই ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

ট্যাক্সিতে উঠে শিবানী শুধলো, "সোজা বাড়ি যাবে তো?"

বারিদ বলল, "আর কোথায়!...কোথাও যেতে চাও?"

"আমি কি বলব! তুমি যদি কোথাও বসতে চাও..." শিবানী হাঁটুর কাছে শাড়ি গুছিয়ে নিল।

ট্যাক্সি চলছিল। বারিদের হঠাৎ ওষুধের কথা মনে পড়ে গেল। বলল, "আমায় একটা ওষুধ কিনতে হবে।"

শিবানী ট্যাক্সির জানলা দিয়ে কিছু দেখছিল, দ্রষ্টব্য বস্তু পেরিয়ে যেতে বলল, "যাবার সময় কিনে নিলেই হবে।"

"লিণ্ডসে স্ট্রীটে ট্যাক্সিটা আমরা ছেড়ে দিতে পারি। তারপর ওষুধ কিনে মাঠের দিকে যেতে পারি খানিকটা, হাঁটতে পারি...।"

শিবানী কথার কোনো জবাব দিল না।

বারিদ খানিকক্ষণ আর কথা খুঁজে পেল না, চুপচাপ। তারপর একেবারেই আচমকা কি মনে পড়ে যাওয়ায় জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা শিবানী, তোমার সেন সাহেব আজ আমাকে প্রথমে কতকগুলো বিদ্‌ঘুটে ছবি দেখাচ্ছিলেন...; না, ছবি ঠিক নয়, ইরেগুলার ফিগারস্—মাথামুণ্ডু নেই। আমায় জিজ্ঞেস করছিলেন ওগুলো এক একটা দেখে আমার কি মনে হয়! ব্যাপারটা বুঝলাম না। জিনিসটা কি?"

শিবানী যেন হেসেই ফেলল। বলল, "তেমন কিছু না। ওটা এক ধরনের ইংক্-ব্লট টেস্ট।"

"কি হয় ওতে?"

"তোমার কল্পনাশক্তির পরীক্ষা...টেস্ট অফ ইমাজিনেশান..."

"ঘড়ি ধরে, সময় গুনে?"

"হ্যাঁ...", শিবানী মাথা হেলিয়ে বলল, বলে হেসে ফেলল।

বারিদও কেন যেন হেসে ফেলল। "আমার ইমাজিনেশান কি রকম? পাশ করলাম না ফেল করলাম?"

"কি করে বলব—! সেন সাহেবেই জানেন···।"

"তুমি জান না ?"

"না।"

বারিদ বিশ্বাস করতে পারল না, বলল, "তুমি কিছুই জান না এমন হতে পারে না। তুমি আমায় বলছ না। উনি আমায় কি ইনজেকশান দেন তাও তুমি জান···"

শিবানী বারিদের মুখের দিকে তাকাল, দেখল ; চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, "আমি জানি না। জানলেও বলব না, বলা নিষেধ।···তুমি ছেলেমানুষী করো না। যা হচ্ছে তোমার ভালোর জন্যে হচ্ছে, খারাপের জন্যে নয়। যদি তোমার সন্দেহ হয়, তুমি ছেড়ে দাও, তোমার যা খুশি হয় করো, আমায় কিছু বলো না।"

বারিদ যেন এই প্রথম শিবানীর কাছ থেকে ক্ষুব্ধ ও কঠিন জবাব পেল। শিবানী যে বিরক্ত হয়েছে বেশ, অসন্তুষ্ট হয়েছে, সে বুঝতে পারল ; হয়ত অভিমানও ছিল শিবানীর। বারিদ রাগ করতে পারল না। বরং সে নিজের কথার জন্যে লজ্জা পেল। দুঃখও অনুভব করল। কিছু বলতে পারল না বারিদ।

লিণ্ডসে স্ট্রিটের মোড়ে শিবানী ট্যাক্সি ছাড়তে দিল না। নিজে বসে থাকল গাড়িতে, বারিদকে বলল, ওষুধ কিনে আনতে। বারিদ চলে গেল।

গাড়ির মধ্যে অন্ধকারে বসে বসে শিবানী অনেক কিছু ভাবল। বারিদের সম্পর্কে সে যে অনেক কিছু জানতে পারছে তাতে সন্দেহ নেই। বারিদ জানে না, সে সেন সাহেবের ঘরে বসে আর্ম-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে ইনজেকশানের পর তার সদাসতর্ক সাবধানী মনের তলায় লুকোনো যেসব কথা অনর্গল বলে যায়, তার সমস্তকিছুই টেপ রেকর্ড করা হয়ে যায় তার অজান্তে। বারিদ আপাতত কোনোদিন সন্দেহ করতে পারবে না, জানতে পারবে না যে, আর্ম-চেয়ারের ঠিক পেছনে দেওয়ালের সঙ্গে লাগোয় চমৎকার র‍্যাক এবং ওষুধপত্রের কেসের

মধ্যে টেপ রেকর্ডার যন্ত্রটা চুপচাপ বসে থাকে। যে মুহূর্তে সে নিজের চেতনার ওপর কর্তৃত্ব ও অধিকার হারাল, যখন আর তার নিজের নিজস্ব সদাসতর্ক ভাব নেই, চেতনাকে আগলে রাখার ক্ষমতা নেই, তখন অর্ধ-চেতনায় বা অবচেতনা থেকে সে যা বলছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধরে রাখার জন্যে তারই গলার স্বরে তার কথা ধরা থাকছে। সেন সাহেব এসময় টেপ রেকর্ডারের মাইকটা শুধু আর্ম-চেয়ারের মাথার দিকে ক্লিপ করে লাগিয়ে দেন। বারিদের আচ্ছন্নভাব যখন কমে আসে, মনে হয় এবার সে জেগে উঠবে, মাইকটা খুলে নিয়ে আবার যথাস্থানে রেখে দেন।

শিবানীকে সেন সাহেব আজ ক'দিনের টেপ রেকর্ড শুনিয়েছেন। শিবানী বারিদের মনের তলায় লুকোনো অদ্ভুত অদ্ভুত কথাও যেমন শুনেছে সেই রকম অনেক সময় বারিদের মুখে নিজের নাম, নিজের কথাও শুনেছে। সেন সাহেবের কাছে বসে এ-সব শুনতে লজ্জাই পেয়েছে। তবু, আজ শিবানী বারিদের অনেক কিছু নতুন করে স্পষ্ট করে জানতে পেরেছে, আগে যা জানত না।

বারিদ ওষুধ নিয়ে ফিরে এল।

শিবানী ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়তে বলে বারিদের দিকে তাকিয়ে বলল, "চলো, আজ তোমার বাড়ি যাই। নলিনীর সঙ্গে আলাপ করে আসি।"

বারিদ বাধা দিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই শিবানী বারিদের হাত নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে অস্পষ্ট করে বলল, "তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, আমি বলছি, কিছু হবে না।"

১৮

নলিনী নীচে নেমে গেলে শিবানী বারিদের চোখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বলল, "দেখলে তো!"

বারিদ সবই দেখছিল; এবং এখনও যেন দেখার জন্যে অপেক্ষা করছিল। শিবানীর কৃতিত্ব অস্বীকার করা যাবে না; বারিদের পক্ষে যেটা সমস্যা হত, অস্বস্তিদায়ক হত হয়ত, কি বলতে কি বলত, শিবানী তা সহজে মিটিয়ে দিল, বারিদকে আর নলিনীর কাছে শিবানীর পরিচয় দিতে হল না, শিবানী নিজেই পরিচয় করে নিল।

পরিচয় সারার পর শিবানী এতক্ষণ নলিনীর সঙ্গে নানা রকম আলাপ করছিল, গল্প করছিল। নলিনী এইমাত্র নীচে নেমে গেল হরিপদর কাছে, চায়ের জন্যে।

বারিদ ঠিক হাসল না, হাসার মতন মুখ করে বলল, "দেখলাম।"

শিবানী হাত ছড়িয়ে আরও যেন আরাম করে বসল; বলল, "আমাদের পেশাই এই, কত রকম মানুষের সঙ্গে রোজ কথা বলতে হয়, পরিচয় করতে হয়! কাউকে বাবা এক ফোঁটা অসন্তুষ্ট করা চলে না। আর এ তো তোমার নলিনী, দিব্যি স্বাভাবিক একটা মেয়ে। সেন সাহেবের ওখানে যারা আসে তারা হয় রোগী না হয় রোগীর লোক। মেন্টাল পেশেন্টদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা যে কী ঝকমারি তা তো জানো না। কত রয়ে-সয়ে, বুঝে দেখে···", শিবানী কথা শেষ না করে হাসল শুধু।

বারিদ প্রায় একইভাবে বসে বসে শিবানীকে দেখছিল। আজকের শিবানী আলাদা কিছু নয়; চেহারায় বেশবাসে সেই পুরানো

শিবানী; তবু কোথাও যেন একটা পার্থক্য রয়েছে। একদিন বারিদ নিজেই যেচে, জোর করে শিবানীকে এখানে নলিনীর কাছে আনতে চেয়েছিল; শিবানী আসেনি। বলেছিল: বাড়িতে নলিনী রয়েছে, এভাবে যাওয়াটা খারাপ দেখাবে। আর আজ সেই শিবানীই স্বেচ্ছায়, নিজের খেয়ালেই নলিনীর সঙ্গে পরিচয় করতে এল। সেদিন শিবানীকে বাড়িতে ডেকে এনে নলিনীর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বারিদ নলিনীকে আঘাত করতে চেয়েছিল; দেখাতে চেয়েছিল—বারিদের অন্য সঙ্গিনী আছে, বান্ধবী আছে, প্রেমিকা রয়েছে। আজ নলিনীর কাছে শিবানী স্বেচ্ছায় এল; কিন্তু বারিদের অস্বস্তি ও ভয় ছিল, কী পরিচয় দেবে বারিদ শিবানীর, নলিনী কী ভাববে? নলিনীর কাছে যেন একটা কৈফিয়ত দেবার দায় থেকে যাওয়ায় বারিদ বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল, ঈষৎ বিরক্তও হচ্ছিল। কিন্তু শিবানী আশ্চর্যভাবে সব গুছিয়ে নিল, বারিদকে বোধ হয় শুধু নলিনীকে ডেকে বলতে হয়েছিল—'নলিনী, ইনি—শিবানী তোমার সঙ্গে…' ব্যাস, আর কিছু নয়, বাকী যা সব শিবানীই করে ফেলল।

শিবানীর চোখে চোখে চেয়ে থাকার দরুন এবার বারিদ পলক ফেলল, ফেলে চোখের দৃষ্টি সামান্য সরিয়ে নিয়ে বলল, "তোমার প্রফেশান্যাল এবিলিটি চমৎকার! কিন্তু আগে আসতে চাওনি কেন?"

"কখন?" শিবানী সাধারণভাবে বলল, বলে সোফার মধ্যে আরও যেন পিঠ ডুবিয়ে দিল।

"বাঃ, আগেও আমি তোমায় আনতে চেয়েছি। ট্যাক্সিতে বসেও তুমি গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়েছ!"

"তখন আসা যেত না," শিবানী সামান্য থেমে বলল। "আমার আসতেও ইচ্ছে করেনি।"

বারিদ আবার শিবানীর চোখে চোখে তাকাল। "কেন?"

শিবানী চুপ। বারিদের ঘরের আসবাব দেখতে লাগল, যেন বেশ কিছুকাল পরে বারিদের ঘরে এসে কোনো রকম অদল-বদল হয়েছে কিনা দেখছে।

বারিদ আবার বলল, "তোমার আসতে ইচ্ছে হয়নি কেন?"

শিবানী এবার বারিদের চোখে চোখ ফেলে হেসে ফেলল। বলল, "তখনকার তুমি আর এখনকার তুমি কী এক?"

বারিদ যেন প্রথমে কথাটা ভাল বুঝতে পারল না। পরে বুঝল।

শিবানী বলল, মৃদু গলায়, "তখন তুমি নলিনীর নামে আগুন; মেয়েটাকে কী করে তাড়াবে, কী করে সরাবে তাই ভাবছ! মাথায় তোমার তখন ভূত চেপেছে। তখন আমায় এ-বাড়ি আসতে হয় নাকি, পাগল!"

বারিদ চোখে মুখে সামান্য উষ্ণভাব অনুভব করল, কুণ্ঠা ও লজ্জায় হয়ত। কথা বলল না।

শিবানী কি ভেবে পরিহাস করার মতন করে বলল, "এখন তোমার চোখমুখ অন্য কথা বলছে। তোমার বউয়ের গায়ে আঁচড় কাটে কার সাধ্য!" শিবানী হেসে উঠল।

কথাটা বারিদের মনে লাগল। অথচ সে বুঝতে পারল, শিবানী পুরোপুরি মিথ্যে কিছু বলেনি। তার তখনকার মনোভাব আর এখনকার মনোভাব এক নয়। তখন তার উদ্দেশ্য ছিল—নলিনীকে উপেক্ষা করা, আঘাত করা, অপমান করা। নলিনীকে খুন করার কথাও সে ভাবত। এখন ভাবে না। বরং এখন, আজই, তার এই ভেবে অস্বস্তি হচ্ছিল—নলিনীর কাছে শিবানীর পরিচয়টা কিভাবে দেওয়া যায়! শিবানীর মতন একজন যুবতী মেয়ে তার খুব অন্তরঙ্গ, অনেকদিনের পরিচিত বা বান্ধবী, একথা বললে নলিনী কী মনে করতে পারে ভেবে বারিদ বেশ আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল।

নিজের মনোভাবের পরিবর্তন বারিদ অনুভব করার পর বুঝতে পারল, শিবানী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এ বাড়িতে আসতে চায়নি এ

যেমন সত্য, সেই রকম শিবানী বোধ হয় চায়নি, তাকে পরোক্ষভাবে নলিনীর বিরুদ্ধে বারিদ ব্যবহার করুক। কেন? নলিনীর ওপর মমতা? যাকে চেনে না, যাকে জানে না, তার ওপর শিবানীর এ মমতা কেন হবে? উদারতা? কোন মেয়ে নিজের ভালবাসার পাত্রকে অন্যের হাতে ছেড়ে দেয়? তবে কি শিবানী তাকে ভালবাসে না? বারিদের পক্ষে এটা বিশ্বাস করা মুশকিল। যদি না ভালবাসত তবে কেন বারিদের জন্যে এতটা করবে? শুধু এখন বা আজই যে শিবানী বারিদের জন্যে এত করছে তা নয়, তখনও করেছিল —বারিদ যখন সত্যি সত্যি পাগলা হাসপাতালে পড়ে ছিল। শিবানী না করলে, কে বলতে পারে, বারিদ আজও সেই হাসপাতালে পড়ে থাকত কি না! শিবানীর জন্যেই বারিদ বেঁচেছে, শিবানীর জন্যেই তার পুনর্জন্ম।

ভাবতে ভাবতে আবেগে বারিদের চোখে জল এসে গেল। "...শিবানী..."

শিবানী বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল, বলল, "নলিনী আসছে বোধ হয়।...শোনো, চা খাওয়া হয়ে গেলে আমি নলিনীর ঘরে গিয়ে বসব। তুমি ও-ঘরে যাবে না।"

"কেন?"

"নলিনীর সঙ্গে আমার কথা আছে।"

"কি কথা?"

শিবানী বিরক্ত হবার কৃত্রিম এক মেয়েলী ভঙ্গি করে বলল, "তোমায় নিয়ে আর পারা যায় না।" বলে কী যেন বোঝাবার মতন করে রহস্যের চোখে হাসল, "মেয়েতে মেয়েতে আলাদা হয়ে না বসলে ভাব জমে না। নলিনীর সঙ্গে ভাব জমাব।"

ততক্ষণে বারান্দায় নলিনীর পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

শিবানীর উঠতে উঠতে একটু রাতই হল। ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত

পৌঁছে দিতে গেল বারিদ। রাস্তায় কথাবার্তা প্রায় কিছুই হল না, সাদামাটা কথা ছাড়া। নলিনীর সঙ্গে কী কথাবার্তা বলল শিবানী, শোনার আগ্রহ সত্ত্বেও বারিদ কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারল না, শিবানী সেরকম সুযোগ দিচ্ছিল না। একবার শুধু হাসি করে বলল—ভাবনা নেই, আমায় নিয়ে ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে না।

বাড়ি ফিরে খাবার টেবিলে এসে বসল বারিদ। নলিনী অপেক্ষা করছিল।

খেতে খেতে বারিদ প্রথমে মামুলি দু-একটা কথা বলল, মন অবস্থাটা আঁচ করবার চেষ্টা করল।

নলিনীও স্বাভাবিকভাবে জবাব দিল। বারিদের মুখোমুখি বসে সেও খাচ্ছিল। হরিপদ নীচে। কোথাও একটা জানলা বন্ধ করবার চেষ্টা করছে—পারছে না, নীচে থেকে শব্দ আসছিল।

বারিদ আরও অল্প সময় অপেক্ষা করল। তার নানারকম আগ্রহ ও কৌতূহল: নলিনী ঠিক যে কীভাবে শিবানীকে নিয়েছে সে বুঝতে পারছে না; শিবানী এতক্ষণ নলিনীর সঙ্গে কিসের গল্প করে গেল তাও সে অনুমান করতে পারছে না। নেহাত ভাব-আলাপ জমাবার জন্যে শিবানী নলিনীকে একান্ত করে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল বলেও বারিদের মনে হয় না; নিশ্চয় শিবানীর কিছু বলার ছিল। বোধহয় শিবানী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নলিনীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে—শিবানীর সঙ্গে বারিদের সম্পর্কটা সন্দেহজনক কিছু নয়। শিবানী এ-রকম করতে পারে। যদি তাই করে থাকে তবে শিবানী অনেক কিছু চাপা দিয়েছে, অনেক মিথ্যে বলেছে। এখন শিবানীর যেরকম মনোভাব তাতে অনায়াসেই শিবানী এসব করতে পারে। অথচ বারিদ ভেবে পাচ্ছে না, শিবানীর যদি কোনো আগ্রহ, উদ্দেশ্য, স্বার্থ, প্রেম—কিছুই না থাকে তবে শিবানী আজ ক' বছর ধরে বারিদের জন্যে এতটা কেন করবে? নলিনী না আসা পর্যন্ত যা ছিল নলিনী আসার পর তা কি বদলে যাবে এত সহজে?

বারিদ হঠাৎ যেন উদ্দেশ্যহীনভাবেই বলল, "শিবানীকে কেমন লাগল তোমার?"

নলিনী চোখ তুলে বারিদের দিকে তাকাল। "আচ্ছা লাগল। কেন?"

বারিদ ইতস্তত করল। "না, এমনি—, জিজ্ঞেস করছি।" বলে বারিদ সামান্য জল খেল। তারপর বলল, "শিবানী তোমায় তখন সত্যি কথা বলেনি।···আমি ওকে প্রথমে একটা মেন্টাল হসপিটালে দেখি! আমি সেখানে ছিলাম।"

নলিনী বারিদের দিকে তাকিয়ে থাকল। বারিদ ভেবেছিল, নলিনী কি অবাক হল? বারিদের মনে পড়ল না, সে পাগলা হাসপাতালে ছিল একসময়ে এ-কথাটা নলিনীকে বলেছে কি না!

বারিদ বলল, "আমি অনেক দিন মেণ্টাল হসপিটালে ছিলাম। পাটনার দিকে একটা হসপিটালে। শিবানী সেখানে চাকরি করত। আমার জন্যে অনেক করেছে, নয়ত পাগলা হাসপাতালেই পড়ে থাকতে হত।"

নলিনী যেন মন দিয়ে কথাগুলো শুনল।

বারিদ নানারকম ভাবছিল। তার মনে হল, শিবানী তার জন্যে কত কি করেছে নলিনীকে বলে। বলা উচিত। শিবানী ব্যক্তিগত আগ্রহে বারিদকে আরোগ্যলাভ করানোর জন্যে যথাসাধ্য করেছে। তারপরও বারিদ আরোগ্যলাভ করার পর তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে। নিজেও পরে চলে এসেছে। বারিদের জন্যেই এসেছে, নয়ত আসার কোনো কারণ ছিল না। অবশ্য, এখন শিবানী সেন সাহেবের কাছে যত ভালভাবে আছে তখন এতটা ছিল না। তবু একথা ভাবা ভুল, শিবানী নিজের উন্নতি এবং মর্যাদার জন্যে কলকাতায় এসেছে। না, এ-জন্যে সে আসেনি; বারিদের জন্যেই এসেছিল, এসে সেন সাহেবের কাছে চাকরি যোগাড় করে নিয়েছিল।

বারিদ বলল, "তোমায় অনেক কিছু আমার বলা হয়নি, নলিনী।

যেমন ধরো—আমার এই ব্যবসাপত্র। আমার কিছুই ছিল না, একেবারেই কিছু না। শিবানী আমায় কিছু টাকাপত্র দিয়েছিল কলকাতায় এসে খরচ চালানোর জন্যে। আমার বাবা এদেশে মারা যাননি, বিদেশেই মারা যান। বাবার কোনো খবরাখবর আমি রাখতে পারিনি। কলকাতায় এসে খোঁজখবর করে জানতে পারি বাবা বিদেশেই মারা গেছেন।" বারিদ সামান্য থামল, তারপর উদাস গলায় বলল, "বাবার কী ছিল না ছিল আমি জানতাম না। শিবানী কলকাতায় আসার পর অ্যাটর্নী-উকিল, সাকসেসান সার্টিফিকেট—এই সব নানান ঝঞ্ঝাট করল। কলকাতার ব্যাঙ্কে-ট্যাঙ্কে বাবার টাকা-পয়সা, এটা-ওটা কিছু ছিল। আমার হাতে সেসব আসার পর ব্যবসাপত্র শুরু করলাম। ওইভাবেই চলছে। প্রথম দিকে কপাল খুলে গিয়েছিল, ভালই ব্যবসা করেছি ; এখন খানিকটা হাড় যাচ্ছে।" বারিদ এবার ম্লান একটু হাসল।

নলিনীর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। জল খেল অনেকটা। বলল, "তোমার মন লাগছে না বিজনেসে, লাগলে আবার ভাল হবে।"

নলিনী এবার আস্তে আস্তে টেবিল পরিষ্কার করতে শুরু করল। অল্পস্বল্প শব্দ হচ্ছিল কাঁচের বাসনপত্রের।

বারিদ চেয়ারটা অল্প সরিয়ে নিয়ে বসে থাকল। হাত ধোবার জন্যে উঠল না।

নলিনীর টেবিল পরিষ্কার হয়ে আসছে যখন, বারিদ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "শিবানী তোমায় কি বলল ?"

আড়চোখে তাকাল নলিনী। "বাতচিত, গল্প করছিল।"

"আমার কথা কি বলল ?"

"তুমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছ বলল", বলে মুহূর্তের জন্যে থেমে বারিদের চোখে চোখে তাকিয়ে বলল, "তুমি আমায় বলোনি।"

"না—" বারিদ যেন সামান্য কুণ্ঠা বোধ করে মাথা নাড়ল। নলিনীকে এ-সব কথা সে বলেনি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে বারিদ বেসিনের কাছে গিয়ে হাত ধুয়ে ফেলল। তারপর বলল, "আমার মাথার রোগটা বোধহয় এখনও পুরো সারেনি, নলিনী। আবার খানিকটা হয়েছিল। কিছুদিন বেশ ভোগাচ্ছিল। এখন খানিকটা ভাল।"

"আমার জন্যে", নলিনী বলল মৃদু গলায়, "আমি না এলে তুমি সিক হতে না।···তুমি আচ্ছা হয়ে যাবে···।"

বারিদ বোধ হয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, নলিনী তার আগেই আবার বলল, "তুমি আমায় তোমার কথা সব বলো না। আমি তোমায় আমার কথা বলেছি। কেন তুমি বলো না? বিশ্বাস করো না!"

বারিদের হঠাৎ যেন নিজেকে বড় দীন, অপরাধী মনে হল, বলল, "বলব।"

১৬

কাজকর্ম শেষ হয়ে গিয়েছিল শিবানীর। এখনও পুরোপুরি ছ'টা বাজেনি। শীত বেশ পড়ে গেছে। ডান পাশের লম্বাটে জানলা দিয়ে তাকালে শিবানী বাইরের অনেক কিছু দেখতে পায় : ছোট মতন একটা পার্ক, রাস্তা, বেখাপ্পা দু' একটা পুরোনো বাড়ি, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পাড়ার ছেলেমেয়ে, বুড়ো-বুড়ি, দোকান। শীত চলে যাচ্ছে এটা যেন বাইরে তাকিয়েও আজকাল বেশ বোঝা যায়. অনেক গাছ এখন নিষ্পত্র, বাতাস আচমকা এলোমেলো হয়ে রাস্তার ধুলো উড়িয়ে নিয়ে যায়. স্পষ্ট বোঝা যায় না, তবু মনে হয় বিকেলের চোখ বোজার সময় যেন সামান্য দীর্ঘ হয়েছে।

শিবানী পরিপাটি করে সব গুছিয়ে রেখে উঠে পড়ল। সেন সাহেবের জন্যে কফির ব্যবস্থা করতে হবে। এই এক অভ্যেস সেন সাহেবের, একেবারে কড়া রুক্ষ কফি খান, দুধের ছিটেফোঁটাও থাকে না ; চিনি যা থাকে তা না থাকারই সামিল।

মুখ হাত ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হবার জন্যে শিবানী বাথরুমে চলে গেল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হবার কথা ; তবু শিবানীর যেন মনে হচ্ছে—আজকাল সে একটু তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে উঠছে, বেশ অবসাদ জড়িয়ে যাচ্ছে। এটা ঋতু পরিবর্তনের জন্যে কি না বোঝা যাচ্ছে না। চোখে মুখে ঘামের ভাবটা এর মধ্যেই দেখা দিয়েছে, বিকেলের দিকে ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে কেমন শুকনো ভাব আসে। বয়স হয়ে যাচ্ছে বলে নাকি ? কে জানে ?

বাথরুম থেকে শিবানী হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে এল।

নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করল। কফির পাত্র গরম হয়ে গিয়েছে। প্লাগ খুলে দিল শিবানী।

এতক্ষণে ছ'টা বাজল। বাজুক। মুখ হাত আবার একবার শুকনো করে মুছে নিয়ে সামান্য প্রসাধন সেরে নিল শিবানী, চুলটা গুছিয়ে নিল। শাড়ি জামা ঠিকঠাক করে নিয়ে সেন সাহেবের জন্যে কফি ঢালল, নিজের জন্যেও।

তারপর সেনের ঘরে কফি দিতে গেল। সেন নিজের চেয়ারে পিঠ এলিয়ে বসেছিলেন, টেবিলের ওপর দু' একটা কাগজপত্র পড়েছিল, জার্নাল, ওষুধপত্রের কাগজ। টেবল্ ল্যাম্পটা নেবানো, ঘরের বাতিটা জ্বলছে।

সেন অন্যমনস্ক ছিলেন, কফির পেয়ালা নামিয়ে রাখার পরও তিনি কিছু বললেন না, অথচ শিবানীকে দেখলেন।

শিবানী নিজের ঘরে ফিরে এল। এসে বসল না। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কফি খেতে লাগল। সে অবশ্য যথেষ্ট দুধ চিনি দিয়ে কফি খায়, সেন সাহেবের মতন কালো কফি নয়।

এখান থেকে বেরিয়ে শিবানীর তেমন কোথাও যাবার কথা নয় নলিনীর কাছে যাওয়া যেতে পারত, নলিনী বলেছিল। দুপুরে বারিদ ফোন করেছিল, বলেছিল : নলিনী একবার যেতে বলেছে। কেন কি কারণে—বারিদ বলেনি ; সে জানে না। নলিনীর সঙ্গে আরও একবার শিবানীর দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে, গত রবিবার, বারিদ নলিনীকে নিয়ে কোন গির্জায় গিয়েছিল, ফেরার পথে শিবানীর বাড়ি। বাড়ি থেকে শিবানীকে জোর করেই প্রায় ও-বাড়ি নিয়ে গেল।

মেয়েটার জন্যে শিবানীর মায়া হলেও মাঝে মাঝে মনে হয় নলিনী তার অনেক ক্ষতি করেছে। এ ধরনের ক্ষতি সহ্য করা বা মেনে নেওয়া খুবই কষ্টের ; পারা যায় না। তবু শিবানী সহ্য করে নিয়েছে। তার ভাগ্যে হয়ত এই রকমই ছিল। অন্য কোনো উপায়ও শিবানী দেখতে পায়নি, পেলে কি করত বলা যায় না।

আশ্চর্য, সেদিন বারিদ ঠাট্টা করে একটা কথা বলেছিল; বলেছিল—তোমাদের নামের একটা মিল দেখে মনে হচ্ছে—দু'জনের কোনো সম্পর্ক নেই তো? শুনে শিবানী যেন নিজের অজ্ঞাতেই একটু চমকে গিয়েছিল। শিবানী, নলিনী···, নামের এই একরকম ধরন, অবিছা একটা মিলের কথা তার যে কখনও মনে হয়নি তা নয়, কিন্তু বারিদের কথার পর শিবানী খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। এটাও কি ভাগ্যের কোনো অভিসন্ধি?

কফির পেয়ালা নামিয়ে রেখে শিবানী কার্ডিগানটা গায়ে পরে নিল। নিয়ে ব্যাগটা তুলে নিয়ে সেন সাহেবের ঘরে এল।

সেন কফি শেষ করেননি, সিগারেট ধরিয়ে আস্তে আস্তে টানছেন। পায়ের শব্দে চোখ ফিরিয়ে তাকালেন।

"আমি যাই?" শিবানী বলল।

"যাবে!" সেন যেন তখন অন্যমনস্ক। পরে খেয়াল হল। হাতের ঘড়িটা দেখলেন। "কোথাও যাবে নাকি? না সোজা বাড়ি?"

"বাড়ি যাব।"

"ও! তাহলে একটু বসো। কথা আছে।"

শিবানী সামনের চেয়ারে বসল। সে বাড়ি যেত, কিংবা রাস্তায় নেমে নলিনীদের বাড়ি যাবার ইচ্ছে হলে টালিগঞ্জের দিকে চলে যেত, সে জানে না। বাস্তবিক পক্ষে সে কিছুই স্থির করেনি।

সেন কফির পেয়ালায় চুমুক দিলেন; অবশিষ্ট বোধ হয় সামান্যই ছিল, শেষ করে পেয়ালাটা সরিয়ে রেখে ছাইদান থেকে সিগারেটের টুকরোটা তুলে নিয়ে মুখে দিলেন। সেটাও নিবিয়ে ছাইদানে গুঁজে ফেললেন।

"আমি বারিদবাবুর কথা ভাবছিলাম", সেন বললেন, "ভদ্রলোক আজ বিকেলে ফোন করেছিলেন।"

"ফোন? বিকেলে?" শিবানী কিছু বুঝতে পারল না। দুপুরে বারিদ তাকে ফোন করেছিল, নলিনীর কথা বলেছে, কই তখন তো

সেন সাহেবের কথা কিছু বলেনি। তাহলে কি আবার বিকেলে ফোন করেছিল? কেন?

সেন বললেন, "আমায় কিছু বলতে চান ভদ্রলোক।"

শিবানী অবাক হয়ে বলল, "হঠাৎ? পরশুদিনও তো এসেছিল এখানে··· ।"

মাথা হেলিয়ে সেন বললেন, "হ্যাঁ, পরশুদিনও এসেছিলেন। অ্যাণ্ড আই হ্যাড মাই ইউজুয়াল কনসালটেসান।" সেন এবার গদিমোড়া ঘুরন্ত চেয়ার ঘুরিয়ে শিবানীর মুখোমুখি বসে সামান্য যেন ঝুঁকে পড়লেন। "পরশুদিন আমি বোধহয় একটা বড় রকম তালা খুলে ফেলেছি। বোধ হয়···"

শিবানী তেমন কিছু বুঝতে পারল না। পরশুদিন সে বারিদের সঙ্গে যেতে পারেনি। কথাবার্তাও বড় হয়নি, কেননা পরশুদিন কাজের বিস্তর চাপ গেছে। সদ্য বিবাহিতা একটি মেয়ে রোগী এসেছিল, সিজোফ্রেনিয়ার কেস, বেশ বাড়াবাড়ি অবস্থা। আটটার আগে উঠতে পারল না শিবানী। মেয়েটিকে নার্সিং হোমে রাখা হল। গতকালও তাকে নিয়ে অনেক টানাপোড়েন গেছে। বারিদের প্রসঙ্গ নিয়ে কথাবার্তা বলার সুযোগ তার হয়নি, কালও নয়, আজও নয়; শিবানী কিছু জিজ্ঞেস করেনি সেন সাহেবকে।

পরশু কি হয়েছিল? বারিদের এমন কি কথা আছে যা সে শিবানীকে বিন্দুবিসর্গ না জানিয়ে সরাসরি ডাক্তারের কাছে বলতে চায়? কেন বারিদ শিবানীকে এই ব্যাপারটা লুকোতে চাইল? শিবানী বিস্মিত হলেও খানিকটা ক্ষোভ বোধ করছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল: এ-ক্ষেত্রে শিবানী তেমন কিছু জরুরী ব্যাপার নয়, ডাক্তারই আসল, হয়ত বারিদ এদিক থেকে কোনো অন্যায় করেনি।

শিবানী সেন সাহেবের কথা শোনাব জন্যে ব্যাকুল হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

সামান্য সময় চুপ করে থেকে সেন বললেন, "তোমাকে খানিকটা গুছিয়ে বলি—তাতে তোমার বুঝতে সুবিধে হবে। তুমি জানো, আমি আমার পেশেন্টদের ওপর কিছু চাপিয়ে দিই না; এমন কি আমি বেশির ভাগ সময় কিছু সাজেস্টও করি না। কম্‌পালসান্ ইজ ব্যাড্, তাতে পেশেন্টকে অনেক সময় ভুল রাস্তায় চালানো হয়। প্রত্যেক মানুষের যেমন নিজের একটা আলাদা মেণ্টাল লাইফ থাকে সেই রকম আমাদের রোগীদের নিজের একটা সাইকোসিস থাকে। বেটার টু অ্যাক্‌সেপ্ট ইট। তার কথা তার মতন করেই আমায় বুঝতে হবে, তাকে যতটা সম্ভব ফ্রিডম্ দিতে হবে। পেশেণ্টকে খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করলে দেখা যায়, তারা একসময় নিজেই মুখ খুলেছে। সবসময় সবক্ষেত্রে হয়ত এটা হয় না, কিন্তু অনেক সময় হয়।···বারিদবাবুকে আমি কোথাও বাধা দিইনি—ঘুড়ির সুতো ছাড়ার মতন ছেড়ে দিয়েছি; দেখেছি, কোথায়—কতদূর যেতে পারেন। কোথাও না কোথাও তাকে থামতেই হবে। বোধ হয় এবার ভদ্রলোক থেমেছেন, আর যেতে পারছেন না।"

শিবানী চোখের পাতা ফেলল না, তাকিয়ে থাকল।

সেন বললেন, "পরশু আমি ওঁকে ওঁর দেখা স্বপ্নের মানেটা বোঝাচ্ছিলাম। দ্যাট্ ইজ মোস্ট ইম্‌পর্‌টেণ্ট। তাই নয় কি?"

শিবানীকে এ-ধরনের প্রশ্ন করার বাস্তবিক কোনো অর্থ নেই, অভ্যাস মতন বলে ফেলেছেন সেন। শিবানী কোনো জবাব দিল না। সে জানে, স্বপ্ন ব্যাখ্যার গুরুত্ব সেন অনেক আগেই দিয়েছেন। এবং সেটা তাঁর অন্যতম অবলম্বন হয়েছে রোগীকে বোঝবার।

"···স্বপ্নটার কথা তোমায় বলি···। তোমার মনে আছে তো?"

"আছে—", শিবানী মাথা হেলাল; পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে না থাকলেও মোটামুটি মনে আছে। বারিদের রোগ বৃত্তান্তের কাগজপত্র টেনে আনলে গোটাটাই এখন দেখা যেতে পারে। তার অবশ্য দরকার নেই।

"স্বপ্নটাকে তুমি অ্যাংজাইটি ড্রিম বলতে পার, মোটামুটি। ভদ্র-লোক এটা দেখতে শুরু করেছিলেন ওই মেয়েটি—কি যেন নাম…"

"নলিনী।"

"হ্যাঁ, নলিনী আসার পর থেকে। নলিনী আসার পর থেকে উনি খুব একটা ভাল মন-মেজাজ নিয়ে ছিলেন না। মেয়েটি ভদ্রলোকের জীবনে ভীষণ একটা অবস্ট্রাকসানের মতন হয়ে উঠেছিল, হি ওয়াণ্টেড টু গেট রিড অফ হার। এই সময় স্বপ্নটা দেখতে শুরু করেন। কেন?"

শিবানী কোনোরকম শব্দ করল না।

সেন নিজেই বললেন, "স্বপ্নটা ওই সময়ে দেখা হলেও ওর সঙ্গে বারিদবাবুর জীবনের কয়েকটা বড় অংশ জড়িয়ে আছে। ছেলেবেলাকার কোনো আঘাত, কৈশোর যৌবনের দুঃখ, নিজের গিল্ট্…।"

শিবানী কখন যেন অন্যমনস্কভাবে ডান হাত চিবুকে ছুঁইয়ে নিয়েছিল, নিঃশব্দে বসে থাকল।

সেন সামান্য অপেক্ষা করে বললেন, "ছোট করে স্বপ্নটা তোমায় বোঝাই। এমনিতে একটা গোটা স্বপ্ন হলেও, সম্পর্ক থাকলেও, স্বপ্নটার দুটো অংশ আলাদা। প্রথম দিকের অংশ হল: একটা পুরোনো বিরাট বাড়ি, গাছপালায় ভর্তি বড় বাগান, ফোয়ারার জল, আর যে স্বপ্ন দেখছে সে নিজে। এই বাড়ি, বাগান, ফোয়ারা—এ-সব যে স্বপ্ন দেখছে তার কাছে পরিচিত না হলেও, কেউ কোথাও না থাকলেও আমাদের স্বপ্নদ্রষ্টা—মানে, বারিদ সেখানে যাবার জন্যে খুবই আগ্রহ বোধ করেছেন।…তিনি ফোয়ারার চারপাশে বাঁধানো গোল জায়গায় বসেছেন, ফোয়ারার জল তাঁর গায়ে লেগেছে। তারপর যা ঘটেছে সেটা বেশ অদ্ভুত। তোমার মনে আছে, তারপর কি ঘটেছিল?"

শিবানীর মনে ছিল। বলল, "ঝড় উঠে সব গাছপালার পাতা ঝরে গেল…"

"না, ঝড় নয়—", সেন বললেন, "বারিদ ঝড় ওঠার কথা ঠিক বলেননি ; বলেছেন—হঠাৎ দমকা বাতাস উঠল, ঝড়ের মতনই। ওই বাতাসেই গাছের পাতা ঝরতে লাগল। ভদ্রলোক এই ব্যাপারটায় বেশ অবাক হয়েছিলেন, প্রচণ্ড কোনো ঝড় নয়, সাংঘাতিক বাতাসও নয়—তবু অতবড় বাগানের সমস্ত গাছের পাতা কি করে ঝরে গেল ? কেনই বা ফোয়ারার জল আচমকা বন্ধ হয়ে গেল ? ভয় পেয়ে বারিদ তখন পালাবার চেষ্টা করেছেন।"

শিবানীর বোধ হয় স্বপ্নবৃত্তান্ত মনে পড়ল নতুন করে।

সেন বললেন, "স্বপ্নের এতটা প্রথম অংশ—ফার্স্ট পার্ট। এই স্বপ্ন থেকে মনে হয় বারিদবাবুর প্রথম জীবনের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। তোমার কাছ থেকে আমি যা শুনেছি, ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময়, অ্যাসোসিয়েসানের সময় আমি যা জেনেছি, তাতে আমার ধারণা, ওই বয়স থেকেই উনি একটা মাদার কমপ্লেক্স গড়ে নিয়েছেন। অবশ্য সেটা ঘৃণার—হেট্রেড-এর। ছেলেবেলায় ওঁর মা মারা যায়, বাবা জাহাজে চাকরি করতেন বলে বাইরে বাইরে কাটাতেন, ছেলের দিকে নজর দেবার সুযোগই ছিল না। সুহাসিনী বলে এমন এক মহিলার কাছে বারিদ মানুষ হচ্ছিলেন যিনি কোনো দিক দিয়েই ভাল মহিলা নয়। কাজেই বারিদের জীবন কেটেছে অসুখী হয়ে, অশান্তিতে, দুঃখে।...সুহাসিনীর বাড়ি ছিল পুরোনো আমলের, মস্ত বাগান ছিল। ফোয়ারা অবশ্য ছিল না। তা না থাক, তাতে কিছু আসে যায় না।"

শিবানী বলল, "সুহাসিনীর বাড়িই কি স্বপ্নের বাড়ি ?"

"না, সে রকম কিছু নয়, তবে ওই বাড়িরই অন্য চেহারা।" সেন বললেন। "বাড়ি অর্থে আশ্রয়, পারিবারিক জীবন। মা মারা যাবার পর বারিদ আশ্রয় এবং পারিবারিক পরিবেশ চেয়েছিলেন। সুহাসিনী তাঁদের পরিচিত বলে বারিদ সেখানে যাবার আগ্রহ বোধ করেছিলেন, কিন্তু পরিচয়টা অন্তরঙ্গ বা মনের নয় বলে তাঁর সব সময়ই ভয়-ভয় ছিল। সুহাসিনীর বাড়িতে আশ্রয় পেলেও বারিদের

সুখশান্তি ছিল না; নিঃসঙ্গ, একা একা কাটাতে হয়েছে, দুঃখে। তাঁর সঙ্গে সুহাসিনী সন্তানের মত ব্যবহার করেননি। অবশ্য বারিদ যখন ও-বাড়ি যান তখন স্নেহ, সমাদর, ভালবাসা, সাম সর্ট অফ রিলিফ আশা করেছিলেন। সুহাসিনীর বাড়িতে বাগান ছিল; তা সত্ত্বেও তুমি এখানে বাগানটাকে মানসিক আরাম, স্বস্তি, রিলিফের সঙ্গে মেলাতে পার। বাস্তবিক পক্ষে বারিদ এ-রকম আশা করেছিলেন, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।···এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। স্বপ্নের ফোয়ারাটার কথা ভাবো। ফোয়ারাটার চারপাশে বাঁধানো গোল সুন্দর চত্বর। বারিদ সেখানে বসেছিলেন। কেন? আমার মনে হচ্ছে, ওটা এক ধরনের মেয়েলী প্রতীক, সফট্ রাউণ্ডনেস্ অনেক সময় মেয়েদের ফিজিক্যাল সিম্বল হয়ে স্বপ্নে দেখা দেয়। এখানে অবশ্য ওটাকে মাদার ইমেজ ধরতে হবে। আর ফোঁয়ারা, ফোয়ারার মুখ দিয়ে জল পড়া—ফাদার ইমেজ। স্বপ্নে বারিদ বিশ্রাম ও আরামের জন্যে গোল চত্বরে বসেছেন, ফোয়ারার জল তাঁর গায়ে ছিটকে এসে পড়েছে। অনুমান করা যায়, বারিদ সুহাসিনী এবং তার বাবার কাছ থেকে স্নেহ-ভালবাসা, নির্ভরতা, সুখ আরাম আশা করেছিলেন। কিন্তু পাননি।···এরপর যে কী হয়েছিল বোঝা মুশকিল। তবে বোঝা যায়—বারিদের এমন কিছু হয়েছিল যাতে তাঁর চারপাশে একটা ভীষণ অস্বাভাবিকতা আসে। তিনি এই অস্বাভাবিকতায় ভীত হয়ে পড়ে ওই সিচ্যুয়েসান থেকে এস্কেপ করতে চান।”

শিবানীর মনে পড়ল, বারিদ একদিন সুহাসিনীর কোনো মাতাল প্রেমিককে দেখে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কথাটা শিবানী সেনকে বলল মৃদু গলায়।

সেন মাথা নাড়লেন। “না, ওটা সত্যি কথা নয়। বানানো কথা। আমি নানাভাবে ব্যাপারটা যাচাই করে দেখেছি। দেয়ার ইজ সাম ক্রাইম, একটা সেন্স্ অফ গিল্ট্ এসেছে। বারিদ কৃশ্চান,

তার মনের মধ্যে পাপের বোধ আছে—ফিলিং অফ সিন্। গাছের সব পাতা ঝরে যাওয়া, সমস্ত কিছু প্রাণহীন, মৃত হয়ে যাওয়ার এই ধারণাটা তার অকারণে আসেনি। অনেক সময় মানুষ মনে করে তার পাপের কথা যেন তার দেখা কাক-পক্ষী, গাছপালাও জানতে পেরেছে। প্রাকৃতিক জগতকেও আমরা তখন জড়িয়ে নি। কথায় বলে না, শোকে পশুপক্ষীও কাঁদছে; বলে না—পাপের দাপটে গাছপালা শুকিয়ে যাচ্ছে। বোধহয় কৃশ্চানদের এ-ব্যাপারে বোধ আরও তীব্র। ···আমি বারিদকে বলেছি, আপনি সেই বয়সে এমন কিছু করেছেন, যা সামাজিকভাবে অন্যায়, পাপ। সেটা কি?"

শিবানী নীরব।

সেন আচমকা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমায় আমি বলেছিলাম সুহাসিনীকে একটা চিঠি লিখে জানাতে যে, বারিদ মেণ্টাল পেশেণ্ট হিসেবে আমাদের চিকিৎসায় আছে। তার পাস্ট লাইফ সম্পর্কে জানতে পারলে আমাদের উপকার হয়। চিঠিটা লিখেছিলে?"

"লিখেছিলাম।"

"কোনো জবাব আসেনি এখনও?"

"না।"

সেন যেন দুশ্চিন্তা বোধ করলেন। বললেন, "আবার একটা চিঠি লেখো। ওঁকে লিখে দিও, এটা খুবই দরকারী।"

শিবানী হঠাৎ বলল, "বারিদ হয়ত নিজেই কথাটা আপনাকে বলতে চায়।"

সেন শিবানীর চোখের দিকে তাকালেন। "তা হতে পারে।"

সাতটা বাজল।

কি মনে করে সেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "চলো, আমিও যাব। তোমায় পৌঁছে দিয়ে যাব।···গাড়িতে স্বপ্নের পরের অংশটা বলব।"

১৭

সন্ধ্যের মুখে দেখা হল। বারিদ অপেক্ষা করছিল। শিবানী ট্রাম থেকে নেমে সামান্য এগিয়ে আসতেই দেখল, বারিদ ট্রাম-গুমটির কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

শিবানী কাছাকাছি আসতেই বারিদ এগিয়ে গিয়ে বলল, "ডাক্তার সেন আর আসেননি?"

মাথা নাড়ল শিবানী—না।

বারিদ কি বলবে না বলবে ভেবে যেন সামান্য অপেক্ষা করে বলল, "তাহলে কাল—কাল নিশ্চয় পাব, কি বলো?"

শিবানী কিছু বলল না।

এসপ্লানেড ট্রাম-গুমটির কাছে এখনও বেশ ভিড়। সাধারণত এ-সময় অফিস-কাছারী ফেরতাদের বড় অংশটা চলে যায়, মানুষজন কিছু কমে আসে। আজ সে তুলনায় এখনও বেশ লোক।

শিবানীও ভিড়ের ট্রামে এসেছে, নামবার সময়ও কষ্ট হয়েছে। শিবানী বলল, "আজ কোনো বড় মিছিল-টিছিল ছিল নাকি? এত লোক?"

বারিদ বলল, "এদিকে ইলেকট্রিসিটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; আধ ঘণ্টারও ওপর।"

"ও!" শিবানী মৃদু শব্দ করল।

দু'জনেই একটু হাঁটল। বিশেষ কোনো লক্ষ্য ছিল না।

বারিদ বলল, "চলো একটু চা-টা খাওয়া যাক। আমার খিদে পেয়েছে।"

শিবানীর খাওয়া-দাওয়া করার ইচ্ছে নিশ্চয় ছিল না, তবু আপত্তি করল না।

বারিদ একটু দাঁড়াল, এপাশ ওপাশ তাকাল। কোথায় কোন দিকে চা খেতে যাবে ভেবে নিয়ে শিবানীর গা আলগাভাবে স্পর্শ করল। "ওদিকটায় চলো।"

উলটো দিকেই আবার দু'জনে হাঁটতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে বারিদ বলল, "আজ তোমার ডাক্তারসাহেবের হল কি? দুপুর থেকেই বেপাত্তা—!"

"তুমি ফোন করার একটু আগেই উনি বেরিয়ে গেছেন—" শিবানী বলল, "উত্তরপাড়ায় ওনার এক পেশেন্ট আছে, সম্পর্কে আবার আত্মীয়, বুড়ো মানুষ। খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। যেভাবে গেলেন, মনে হল—বাড়াবাড়ি কিছু।"

বারিদ দুপুরে সেনকে ফোন করেছিল, পায়নি। শিবানীর সঙ্গে কথা হয়েছিল ফোনে। শিবানী বলেছিল, আর একবার বিকেলের দিকে খবর করতে, যদি সেন ফিরে আসেন বারিদ হয়ত আসতে পারবে, কেননা তখন পর্যন্ত নিয়মিত জনা দুই রোগীর আসা এবং খবরাখবর করে যাওয়া ছাড়া নতুন কোনো পেশেন্টের আসার কথা কাগজে-কলমে ঠিক করা নেই। বোধ হয় সেন বারিদকে সময় দিতে পারবেন আজ।

বিকেলে বারিদ আবার ফোন করল। সেন ফেরেননি। শিবানী বলল, 'এখনও ফেরেননি। আজ আর সময় হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

বারিদ শিবানীকেই আসতে বলল এসপ্লানেডে। বলল, 'তুমি একবার এসো, দরকার আছে।'

শিবানী এভাবে আসতে বড় রাজী ছিল না। তার মনে হয়েছিল, বারিদের প্রয়োজন সেনের সঙ্গে, তার সঙ্গে নয়। তাছাড়া, শিবানীর এখন ক্লান্তি এসেছে। বা একে ঠিক ক্লান্তি বলে না, বলে নিরুৎসাহভাব। হয়ত তাও সঠিক নয়; দুঃখ কিংবা অভিমানও

হতে পারে। মনের এইরকম বিষণ্ণ, মরা অবস্থায় শিবানী বারিদের মুখোমুখি হতে চায়নি; ভেবেছিল—বারিদের কাছাকাছি থাকলে কিছু হয়ে যেতে পারে, যদিও কী হতে পারে তা শিবানী ভাল বোঝেনি।

বারিদকে প্রথমে না বললেও শেষ পর্যন্ত শিবানী বারিদের আগ্রহ ও ঝোঁকের কাছে নিজের অনিচ্ছা টিকিয়ে রাখতে পারল না। রাজী হয়ে গেল। রাজী হবার পর, বারিদের ফোন রাখা হয়ে গেলে, তার মনে হল ওই মানুষটাকে না বলার জোর শিবানীর বাস্তবিকই নেই। দেখা না করলেও বা কি লাভ হত শিবানীর? কিছুই নয়। বরং আরও ভাবত, আরও মন খারাপ হত। তার চেয়ে দেখা হওয়াই ভাল। বারিদের কিসের দরকার শোনা যাক।

ট্রাম লাইন, পার্ক-করা গাড়ি পেরিয়ে রাস্তায় এল ওরা। বারিদ হাত তুলে আঙুল দেখিয়ে সামনের একটা দোকানের দিকে শিবানীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল, বলল, "চলো, ওখান থেকে চা খেয়ে আসি।"

দোকানে ভিড়, তবু জায়গা পেতে অসুবিধে হল না।

চেয়ারে বসে বারিদ বলল, "শীতটা কেমন চলে যাচ্ছে দেখছ! এবার তাড়াতাড়ি গরম পড়বে।"

শিবানী কিছু বলল না। গায়ের গরম জামাটার দিকে অকারণেই একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

চায়ের দোকানের লোক জলের গ্লাস নামিয়ে রেখে খাবার আনতে গেল।

পাশে জনা চারেক ছেলে, একটি মেয়ে। বোধ হয় অফিসে চাকরি-বাকরি করে; অফিস পালিয়ে বান্ধবী সমেত সিনেমায় গিয়েছিল, ফিরে এসে গলা খুলে গল্প করছে আর খাচ্ছে। শিবানী মেয়েটিকে একবার দেখল। বয়স হয়েছে। চেহারা এমন কিছু সুশ্রী নয়, কিন্তু আজকালকার সব রকম পারিপাট্য রয়েছে। মেয়েটির চোখ-মুখ

এমন একটা হালকা তরলভাব প্রকাশ করছিল যে, শিবানীর তাকে খারাপই লাগল। অবিবাহিত মেয়ে। কে জানে, এই সঙ্গসুখেই তার আনন্দ!

নিজের কথা মনে পড়ল শিবানীর। তারও বয়েস হয়েছে। এখন শুধু বেলা গড়ানোর সময়, ধীরে ধীরে শিবানী আরও ফুরিয়ে আসার দিকে যাবে, ভারী চেহারা, শুকনো চামড়া, কয়েকটি কাঁচাপাকা চুল নিয়ে সেন সাহেবের বিশ্বস্ত, অনুগত কর্মচারী হিসেবে নার্সিংহোম আর নিজেদের একটা নার্সেস কোয়ার্টারে যাতায়াত করবে। আর, বলা যায় না, এখন তাদের নার্সেস কোয়ার্টারে যেমন সুমিত্রাদি রয়েছেন, বড় কোন এক 'গায়নো'র ডান হাত হয়ে, আর বেশ পয়সাকড়ি রোজগার করে একটা ছোকরা-বয়সী ছেলেকে পুষছেন—সেই রকম শিবানীরও কিছু করতে হবে। কাউকে পুষতে হবে, চক্ষুলজ্জা লোকলজ্জাও নিশ্চয় থাকবে না।···এ ধরনের বেয়াড়া চিন্তা কেন যে হঠাৎ মাথায় এল শিবানী বুঝল না। নিজের ওপরই বিরক্ত বোধ করল। তার মাথাটাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাকি!

টেবিলে খাবার এসে গিয়েছিল। বারিদ শিবানীর দিকে খাবারের প্লেটটা আরও একটু এগিয়ে দিয়ে বলল, "নাও, খাও— ; কচুরিটা বোধ হয় গরমই আছে।"

শিবানী নিজে বড় খেল না, বারিদের প্লেটে উঠিয়ে দিয়ে বলল, "আমার একেবারে খিদে নেই, তুমি খাও।"

জায়গাটা এমন যে এখানে বসে কোনো কথা হয় না, আশেপাশে কলরব অট্টহাস্য—এর-ওর চেঁচামেচি লেগেই আছে। চা, খাবার খেতে খেতে সাধারণ দু'পাঁচটা কথা হল, তারপর দু'জনেই উঠে পড়ল। বিল মিটিয়ে বাইরে এসে বারিদ একটা সিগারেট ধরাল। বলল, "চলো, কার্জন পার্কের ওপাশটায় গিয়ে একটু বসি।"

শিবানী বলল, "মাঠ বোধহয় ভিজে থাকবে, হিম পড়ে এখনও।"

"চলো, দেখি। না হয় বেঞ্চে বসব।"

রাস্তা, ট্রাম লাইন, গুমটি পেরিয়ে ওরা রাজভবনের দিকে নিরিবিলি পার্কে এল। দু' দিকে মস্ত দুই আলো, সবুজ ঘাস হিম পড়ে আর্দ্র, আলোর আভায় নরম ও পুরু শ্যাওলার মতন দেখাচ্ছিল। পার্কের মধ্যেটা ফাঁকা, পাশে রাস্তা দিয়ে লোকজন যাচ্ছে।

সিমেণ্টের বেঞ্চিতে বসল দু'জনে। বারিদের সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল, ছুঁড়ে ফেলে দিল।

অল্প সময় চুপচাপ। বারিদ বা শিবানী কেউ কথা বলল না। শিবানী সামনের গাছ এবং রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

শেষে বারিদ বলল, "সেন সাহেবকে একটা কথা আমি বলতে চাই—।" এমনভাবে বারিদ কথাটা শুরু করল এবং থামল যে, মনে হবে, কথাটা বলার জন্যে তার ব্যাকুলতা থাকলেও বিশেষ কোনো অস্বস্তি আছে।

শিবানী কিছু ভাবছিল, বড় করে নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়ে ঠোঁট চেপে শব্দটা আটকে রাখল।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বারিদ বলল, "কথাটা তোমায় বলি—।"

শিবানী ঘাড় ফেরাল সামান্য। "আমায় কেন! সেন সাহেবকে বলো। আমি তো তোমার ডাক্তার নই।"

বারিদ কথাটা কান করল না। বলল, "ডাক্তারকে যা বলব, সেটা রোগীর কথা, তোমায় যা বলব—সেটা আমার কথা।"

শিবানীর ইচ্ছে হল বলে: তুমি আমাকে বলতে চেয়েছ কই, সেন সাহেবকেই তো বলতে চাইছিলে। তাঁকেই বলো, আমায় আবার কেন?

বারিদ নিজের মনেই বলল, "আমার অনেক কথা তুমি জানো, শিবানী: অনেক কথা আবার জানো না। আমি তোমায় বলিনি। বলতে সাহস পাইনি! নিজের পাপের কথা কি করেই বা বলা যায়! বিশেষ করে তোমাকে।"

শিবানী এবার আরও খানিকটা ঘাড় ঘুরিয়ে বারিদের চোখমুখ ভাল করে লক্ষ করল। পার্কের জোরালো আলো এদিকে ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও সে-আলোয় মুখ উজ্জ্বল হয় না। বারিদকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল না, বরং উদাস, চিন্তিত, দুঃখী দেখাচ্ছিল। শিবানীর মনে হল, মধ্যে বারিদের চোখে মুখে যে সজীবতা দেখা যাচ্ছিল আজ যেন তা নিষ্প্রভ।

বারিদ কিছু সময় নীরবই থাকল, পকেটে হাত ঢোকাল, নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর নিচু গলায় বলল, "আমি তোমায় সুহাসিনীমাসির কথা বলেছি, অনেকটাই বলেছি। একটা কথা তোমায় বলা হয়নি —" বলেই বারিদের মনে হল, সে সত্য বলছে না; এক মুহূর্ত থেমে বারিদ নিজেকে সংশোধন করে নিল। "একটা বড় কথা তোমায় বলিনি। আজ তোমাকে সেই কথাটা বলতে চাই।"

শিবানী সহজেই অনুমান করতে পারল, বারিদ এই কথাটাই সেন সাহেবকে বলতে চায়। আগ্রহ এবং কৌতূহল বোধ করছিল শিবানী।

বারিদ বলল, "শিবানী, আমি তোমার কাছে এ-কথাটা আগে বললেও পারতাম; না বলে অন্যায় করেছি। কিন্তু কথাটা এমনই যে কাউকে বলা যায় না।…তুমি জানো, সুহাসিনীমাসির বাড়িতে আমি কিভাবে এসেছিলাম, একেবারে অর্ফানই বলা যায়। আমি ওই বাড়িতে সাত-আট বছর—ওই রকম কিছু একটা হবে—ছিলাম। এই সময়টা আমার ভীষণ খারাপভাবে গেছে। সুহাসিনীমাসির বাড়িতে আমি একপাশে পড়ে থাকতাম, কেউ আমায় গ্রাহ্য করত না। বাবা যখন কলকাতায় আসত এই বাড়িতেই উঠত, বাবাকে দেখতাম, কিন্তু বাবা আর সুহাসিনীমাসি নিজেদের সুখসুবিধে ও ফুর্তি নিয়েই থাকত। আমার কথা কেউ ভাবত না। মাসির ওপর আমার রাগ, ঘেন্না দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। সুহাসিনীমাসি বজ্জাত টাইপের মেয়েছেলে ছিল, খারাপ, ডার্টি। চরিত্র-টরিত্র বলে কিছু ছিল না। এসব তোমায়

আগেই বলেছি।···শেষ পর্যন্ত আমার পক্ষে এ-সব আর সহ্য হয়নি—।" বারিদ থেমে গেল।

শিবানী ঘাড় পিঠ মুখ বারিদের দিকে ফিরিয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসেছিল। মাথায় হিম পড়ছে, ঠাণ্ডা; হাত-পা ঠাণ্ডা লাগছে। পায়ের তলায় ঘাস ভিজে ভিজে।

যেন বুকের তলা থেকে নিঃশ্বাস উঠিয়ে বারিদ দীর্ঘ করে সেই নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, "শেষ পর্যন্ত আমার আর সহ্য হল না। নানারকম লোক জুটিয়ে এনে মাসি দিনের পর দিন নোংরা ধরনের ফুর্তি করবে, আর আমাকে চোখের সামনে সেটা দেখতে হবে—এ আর সইতে পারলাম না। একদিন কেমন যেন হয়ে গেল। সন্ধ্যেবেলায় সুহাসিনীমাসি একটা লোক জুটিয়ে এনে বাগানে যা-তা কাণ্ড করছিল। আমি বাগানেই ছিলাম, আড়ালে। ওইসব দেখে মাথার মধ্যে কী যে হয়ে গেল, লোকটাকে মারলাম। মারলাম মানে—একেবারে মেরে ফেললাম। বাগানে মালীদেব ঝুড়ি কোদাল পড়ে ছিল; একটা কোদাল তুলে নিয়ে একেবারে তার পেছনে গিয়ে মাথা তাক করে ছুঁড়লাম। লোকটা মাটিতে পড়ে গেল, রক্ত-টক্তে মাটি হয়ত ভেসে গেল—আমি জানি না। আমার কোনো হুঁশ ছিল না। হয়ত আমি ওইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতাম; সুহাসিনীমাসিই আমায় পালিয়ে যেতে বলল। আমি সেইদিন, তখনই কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে গেলাম।"

শিবানীর সর্বাঙ্গ যেন চমকে চমকে উঠে অসাড়, নিস্পন্দ হয়ে গেল। সে চোখের পাতা ফেলতে পারছিল না। বারিদের মুখ কালচে দেখাচ্ছিল, চোখের দৃষ্টিতে কীরকম এক শূন্যতা।

দু'জনেই একেবারে নীরব। এপাশ ওপাশ দিয়ে ট্রাম চলে যাচ্ছে; ট্রামের চাকার শব্দ, সামনের রাস্তা দিয়ে দ্রুত চলে যাওয়া বাস, ট্যাক্সি, গাড়ির শব্দ, অস্পষ্ট কিছু কোলাহল পার্কের এই নির্জনতা সব যেন মিলেমিশে একটা অদ্ভুত আবহাওয়া তৈরী হয়ে ওদের গ্রাস করছিল।

কিছুক্ষণ পর, বারিদ বার কয়েক নিঃশ্বাস ফেলল শব্দ করে, তারপর পকেট থেকে সিগারেট বের করল, যেন তার নির্জীব স্নায়ুকে কর্মক্ষম করার আর কোনো পথ নেই, সিগারেটের ধোঁয়া তাকে সামান্য সবল করবে।

শিবানী এবার স্পষ্টই বুঝতে পারছে, সেন সাহেব ঠিকই বলেছিলেন: বারিদ তার কোনো গোপন পাপ লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে এতদিন। এখন আর পারছে না।

সিগারেট ধরিয়ে বারিদ একটু সময় তামাকের ধোঁয়া বুকভরে খেল। তারপর হতাশ গলায় বলল, "শিবানী, আমি মার্ডারার। অজ্ঞানে আমি খুন করেছি কিনা জানি না, কিন্তু আমি একটা লোককে মেরেছি।...সুহাসিনীকে আমার বরাবরই তাই ভয় ছিল। তিনি ছাড়া আমার এই পাপের কথা আর কেউ জানে না, অন্য কোনো সাক্ষী নেই। সুহাসিনীমাসিই একমাত্র সাক্ষী। ইচ্ছে করলে তিনি আমায় পুলিসে, জেলে দিতে পারেন। আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারেন। আমার ফাঁসির দড়ি তাঁর হাতে..."

শিবানী যেন এতক্ষণে সব বুঝতে পারছে। অনেক জিনিসই এক সময় তার কাছে অদ্ভুত ঠেকত, রহস্যময় মনে হত। এখন যেন বোঝা যাচ্ছে। শিবানী ঢোঁক গিলে গলা ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করল। বলল, "নলিনীকে যখন সুহাসিনী কলকাতায় পাঠায় তখন বুঝি তোমায় এই ভয় দেখিয়েছিল?"

"হ্যাঁ; সরাসরি কিছু লেখেননি, তবে ওটা ধরা যায়।...আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। নয়ত সুহাসিনীমাসির চিঠির জবাবই বা কেন দেব! কেনই বা নলিনীকে আনতে স্টেশনে যাব? আমার কোনো উপায় ছিল না। আমার হাত-পা বাঁধা ছিল।"

শিবানী কিছু ভাবছিল। বলল, "তুমি তাহলে কোন সাহসে এবার কলকাতায় এসেছিলে?"

"তুমি আমায় কলকাতায় আসতে বললে। তাছাড়া সেই

ঘটনার অনেক পরে আমি আবার কলকাতায় এলাম।…কলকাতায় এসে আমি সাধ্যমত সুহাসিনীমাসির খোঁজ নিয়েছি লুকিয়ে। কেউ কোনো খবর দিতে পারেনি। সেই বাড়ি ভেঙে অন্য নতুন বাড়ি হয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলাম, হয় উনি মারা গেছেন—না হয় অন্য কোথাও চলে গেছেন। মারা যাবার কথাই আমি ভেবেছিলাম; বয়স হয়ে গেছে, অত্যাচারের জীবন—কতদিন আর বেঁচে থাকবেন! বাকিটুকু আমি রিস্ক নিয়েছিলাম।"

"তুমি কলকাতা ছেড়েছ কত বছর বয়েস তোমার তখন ?"

"উনিশ-টুনিশ হবে।"

"আবার ফিরে এসেছ কবে ?"

"তোমার ওখান থেকে—; সাতাশ-টাতাশ তখন…"

"কলকাতা থেকে পালাবার পর তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?"

"আমি সেইদিন রাত্রেই হাওড়া স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠেছিলাম, আমার যাবার এমন কোনো জায়গা ছিল না যেখানে যেতে পারি। তবে অনেক দূরে—বহু দূরে আমি পালাতে চেয়েছিলাম। প্রথম আমি কাশীতে গিয়ে নামি। সেখান থেকে আবার চলে যাই, বোধ হয় বিন্ধ্যাচলে। ওখান থেকেও মাসখানেকের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম; তারপর এখানে-ওখানে—নানা জায়গায়। আমি অনেক ঘুরেছি—"

শিবানী হাতের আঙুল কপালের কাছে এনে ভুরুর কাছটায় টিপে থাকল সামান্য, চোখের পাতা বন্ধ করে থাকল। পরে শুধলো, "এই যে তুমি ছুটে ছুটে বেড়িয়েছ, তোমার চলত কী করে ? কী করতে ?"

বারিদ বলল, "আমি পরিশ্রমী ছিলাম। পেটের জন্যে আমি অনেক কিছু করেছি। ছোট বড় সবরকম কাজ। আমি জানি না, কেন যেন, লোকে আমায় বড় বিমুখ করত না।" বলে বারিদ কয়েক মুহূর্ত থামল, তারপর খুব নিচু গলায় বলল, "পরে আমি একটা সিক্রেট অর্গানিজেশনের মধ্যে পড়েছিলাম। তারা কোন দল আমি জানি না, জানার উপায় ছিল না। আমায় হুকুম মতন কাজ করতে হত,

অনেকটা ইনফরমারের মতন ; কোনো কোনো সময় শুধুই চোখ রাখতে হত। আমি টাকা পেতাম। তবে আমার ধারণা—ওটা কাউন্টার এসপায়োনেজের ব্যাপার ছিল। তুমি হয়ত জানো না, তখন—ওই সময়—নর্থ ইণ্ডিয়ায় পর পর কয়েকটা বড় রকম সাবভার্সিভ অ্যাক্টিভিটি দেখা দেয়। আমার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু আমি যাদের হয়ে কাজ করতাম তারা এইসব কাজ ধরবার চেষ্টা করছিল। ঠিক জানি না কেন, কি যে হল, আমাদের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল। আমার হাতে তখন কিছু টাকা এসেছিল। আমি আম্বালার দিক থেকে পালিয়ে যাই।

"নলিনীদের কাছে তুমি কখন গিয়েছিলে ?"

"বোধ হয় তারপরই।...আমায় কেউ মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল বোধ হয়। টাকা-পয়সার জন্যেই হোক বা আমার কাজকর্মের কথা হয়ত জানত।...আমায় মারতে পারেনি ; অ্যাকসিডেন্ট হয়ে আমি নলিনীর বাবার কাছে গিয়ে পড়ি। টাকা-পয়সাও খোয়া যায়নি।"

শিবানীর ইচ্ছে হল বলে : সেন সাহেব মনে করেন, তুমি আরও কিছু করেছ, যা তুমি লুকোচ্ছ। তোমার দেখা স্বপ্নের শেষ অংশটার একটা মানে সেন সাহেব বের করেছেন। তার ধারণা, তুমি কোনো সাধ-বাসনা মেটাতে চেয়েছিলে, আর তা সাবধানে, ভয়ে ভয়ে, পদে পদে বিপদ আশঙ্কা করে, লুকিয়ে লুকিয়ে। তখন তোমার মনের এমন অবস্থা যে চারপাশে তুমি অশুভই দেখছ। যেমন মরা পাখি, মরা কুকুর। তবু তুমি এগিয়েছ। তারপর বাধা পেয়েছ। কিসের বাধা ?

১৮

টাক্সিতে ওঠার সময় বারিদ বৃষ্টির গন্ধ পেল। নলিনী ততক্ষণে গাড়ির ভেতরে গিয়ে বসেছে। সামনের দিকে এক পলক তাকিয়ে বারিদ উঠে বসল; বলল : ওয়েলেসলি। ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ল।

টালিগঞ্জের রেলব্রিজ ছাড়াতেই বোঝা গেল কাছাকাছি বৃষ্টি নেমেছে, গা-ভেজা ট্রাম এ-মুখো আসছিল, কোনো কোনো গাড়ির মাথামুখ ভিজে। বাদলা বাতাস লেক বরাবর ছুটে এসেছে, বৃষ্টিটা প্রায় মুখোমুখি, বোধ হয় ল্যান্সডাউন ধরার জন্যে ট্যাক্সিঅলা লেকের গা ধরে যাচ্ছে।

কাল সকাল থেকে ঘোলাটে ভাব যাচ্ছিল; মাঝে মাঝে মেঘ জমছিল। বিকেল থেকে মেঘলা। বৃষ্টি হবে মনে হয়নি। তবে হতে পারে। বৃষ্টির কী ঠিক আছে! আজ সকাল থেকে মেঘ ঘন হয়ে আসা-যাওয়া করছিল। এখন বিকেলের শেষে বৃষ্টি নামল; তুমুল নয়, তবু জলের বড় বড় ফোঁটা পড়ছে, বাতাস ঠাণ্ডা, এলোমেলো।

সকালে শিবানী বাড়িতে ফোন করেছিল। বলল, আজ বিকেলের পর বারিদ যেন সেন সাহেবের কাছে আসে; নলিনীকে সঙ্গে নিয়েই। বারিদ কিছু বোঝেনি : আজ সে কেন যাবে, নলিনীকেই বা কেন সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে—তা বারিদ বুঝতে পারল না। শিবানীও স্পষ্ট করে কিছু বোঝাল না; বলল, বারিদ এবং নলিনীর সঙ্গে সেন কথা বলতে চান, আজ সারাটা সন্ধ্যে উনি বারিদের জন্যে ফাঁকা রেখেছেন।

নলিনীর সঙ্গেও শিবানী ফোনে কিছু কথা বলল। কি কথা বারিদ জানে না। নলিনী বলল: তোমার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যেতে বলল, ঘাবড়াতে মানা করছিল।

আজ রবিবার বা কোনো ছুটির দিন নয়। বারিদের কিছু জরুরী কাজকর্ম ছিল। যথারীতি তাকে অফিসে যেতে হয়েছে। কাজকর্মের মধ্যে শিবানীকে একবার ফোনও করেছিল। শিবানীর সেই একই কথা: 'আমি কি করে বলব সেন সাহেব কেন আসতে বলেছেন, কথাবার্তা কিছু বলবেন হয়ত তোমার সঙ্গে, তোমার বউয়ের সঙ্গে। তোমরা আসবে ঠিক।' শিবানী 'তোমার বউ' বলার সময় যেন ঠাট্টার মতন গলা করছিল। এই ঠাট্টা বারিদের এখন আর অসহ্য মনে হয় না। কেন, কে জানে! বোধ হয়, বারিদ এখন অনেক সহিষ্ণু হয়ে উঠেছে; কিংবা বারিদ বুঝে নিয়েছে, যা ঘটে গেছে তা আর বদলে ফেলার চেষ্টা করে লাভ নেই।

সেনের কাছে বারিদ এর মধ্যেও একদিন গিয়েছিল। প্রায় সপ্তাহখানেক আগে। সুহাসিনী-প্রসঙ্গে তার যা বলার বলে এসেছে। এমন কি, বারিদ কোনো রকম কুণ্ঠা না রেখেই জানিয়ে এসেছে—সুহাসিনীর বাড়িটা জাহাজী ও অন্যান্যদের স্মাগলিং ডেন্ ছিল। সেই সুবাদে যারা আসা-যাওয়া করত তারা কেউই নিখুঁত চরিত্রের মানুষ নয়। তার বাবাকেও সে এ-ব্যাপারে বাদ দিচ্ছে না। নিজের অপরাধও বারিদ স্বীকার করেছে। বারিদ ভেবেছিল, তার স্বীকারোক্তির পর সেন খুবই চমকে উঠবেন, বিচলিত হবেন। সেরকম কিছু অবশ্য মনে হল না। সাগ্রহে এবং অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তিনি সব শুনলেন, কিছু কিছু প্রশ্নও করলেন, তবে বিশেষ বিচলিত হলেন না। ওঁর কাছে বারিদ ঠিক কী আশা করেছিল বারিদও জানে না; বোধ হয় সহানুভূতি, সমবেদনা। সেন খুব একটা সহানুভূতি দেখাননি, যেন সহজভাবেই সব গ্রহণ করলেন। বারিদের এটা পছন্দ হয়নি।

বৃষ্টির ধরনটা যেন শরৎকালের মতন। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি হয়েই আবার ঝিমিয়ে ঝিপঝিপ্ করে পড়তে লাগল, আকাশে মেঘ ডাকছে, বাতাস অস্থির। রাস্তার বাতি জ্বলে উঠতে শুরু করেছে, মেঘবৃষ্টির জন্যে এখনও অন্ধকার বেশ। মরা শীত যেন আবার একটু জীবন্ত হচ্ছে।

নলিনী জানলার ভিজে কাচের ভেতর দিয়ে কলকাতার রাস্তা লোকজন আলো দেখার চেষ্টা করছে।

বারিদ হঠাৎ বলল, "তোমায় কেন ডাকলেন সেন আমি বুঝতে পারছি না। তোমার সঙ্গে কী দরকার?"

নলিনী রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই মৃদু গলায় বলল, "পেশেন্টের রিলেটিভ ভেবে মালুম···"

বারিদ নলিনীর মুখের একটা পাশ ও বেঁকানো ঘাড় ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল, মুখের অন্য পাশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না। নলিনী ডাক্তারের কাছে যাবার সময় বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সেজেছে। অন্য দিনের তুলনায় আজ সাজ কিছু বেশি। গভীর নীল রঙের সিল্কের শাড়ি, চওড়া হলুদ-সোনালী রঙের পাড় শাড়িটার; গায়ে ছোট পাতলা সুন্দর কাজ করা মেয়েলী শাল, মাথার চুল ফুলিয়ে বাঁধা, কানে লাল পাথরের টেপা দুল, হাতে বালা, ঘড়ি, কোলের ওপর ওর হাত-ব্যাগ। গলায় সরু মতন চেন-হারে একটা ক্রস লকেট হয়ে ঝুলছে। নলিনীকে দেখতে ভাল লাগছিল। তবু এভাবে তাকে দেখতে অভ্যস্ত নয় বলে বারিদের মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, এ নতুন কেউ। কেন যে নলিনী আজ এত সাজসজ্জা করেছে বারিদ বুঝছিল না।

নলিনীর কথা বারিদ শুনেছিল। বলল, "স্ত্রী বলে?"

নলিনী যেন অন্যমনস্ক, কলকাতার এই সন্ধ্যের মুখোমুখি বৃষ্টি দেখছে। অন্যমনস্কভাবেই বলল, "রায়লাপুরের কথা জানতে চাইতে পারে···"

বারিদের একথা যে মনে হয়নি তা নয়; হতে পারে; রায়লাপুরের কথা নলিনীর কাছে জানতে চাইতে পারেন সেন। যদি চান—নলিনী কি তাকে খুন করার চেষ্টার কথাও বলবে? বারিদ কীরকম হতাশ ও দুর্বল বোধ করল, ভয় পেল। কথাটা সে সেনকে বলেনি, শিবানীকেও নয়। বারিদ একটু ভাবল: শিবানীকে বলেনি কি? রায়লাপুরের কথা নলিনীর কাছে যা শুনেছে বারিদ শিবানীকে বলেছিল। কিন্তু নলিনীকে খুন করার চেষ্টার কথা বোধহয় নয়। বোধ হয়, বারিদ ওটা বলতে পারেনি, বলতে চায়নি। বারিদের কেমন মাথা গোলমাল হয়ে গেল, সে মনে করতে পারল না, শিবানীকে কি বলেছে কি বলেনি!

সামান্য পরে বারিদ চাপা, কাঁপা গলায় বলল, "রায়লাপুরের সব কথা তোমার বলার দরকার নেই।" বলেই বারিদ বুঝতে পারল সে কোনো কথা লুকোবার চেষ্টা করছে। একটু থেমে ইতস্তত করে বলল, "রায়লাপুরের কথা আমার কিছু মনে নেই। তুমি বলতে পার—তোমার যা ইচ্ছে। আমার নিজের কিছু মনে নেই।"

নলিনী এবার ঘাড় ফিরিয়ে বারিদকে দেখল। বারিদ একটা সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করছিল।

শিবানী অপেক্ষা করছিল; পাতলা ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে বারিদরা এসে পৌঁছল। অল্পস্বল্প জল পড়েছে ওদের মাথায়, জামা-কাপড়ে। হাত দিয়ে, রুমাল দিয়ে জল মুছে, মুখ পরিষ্কার করে দু'জনে সামনে এসে দাঁড়াল। শিবানী একটু হেসে বলল, "এসো, উনি একটু আগেই তোমাদের কথা বলছিলেন। কেমন বৃষ্টি এসে গেল দেখছ!" বলেই শিবানী সেন সাহেবের ঘরের দিকে পা বাড়াল, যেতে যেতে বলল, "একটু দাঁড়াও, বলে আসি···"

বারিদের কাছে সবই অভ্যস্ত, নলিনীর কাছে নয়। নলিনী চারপাশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

আজ বৃষ্টি, বাইরের বসার জায়গা ফাঁকা। ওরা শিবানীর ঘরের সামনে করিডোরে দাঁড়িয়ে। করিডোরটা সামান্য চওড়া, একপাশে পিঠঅলা একটা বেঞ্চ আছে, ছোট মতন একটা টেবিলও—করিডোরের দেওয়াল ঘেঁষে। একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেওয়াল, একটিমাত্র ক্যালেণ্ডার এবং একটি ছবি ঝুলছে। আলো জ্বলছে করিডোরে। কোথাও কোনো শব্দ নেই, বাইরের বৃষ্টির অতি মৃদু এক শব্দ আসছে।

বারিদ কীরকম অস্বস্তি বোধ করছিল, গলার কাছটা শুকনো লাগছে। নলিনীর দিকে বার কয়েক তাকাল। যেন কিছু বলতে চায়, পারছে না।

নলিনী গলার হার বুকের কাছে উঠিয়ে ক্রসটা মুঠোর মধ্যে ধরে যেন মনে মনে কিছু প্রার্থনা করছে।

সেনের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শিবানী ডাকল। "এসো।"

বারিদ পা বাড়াতে পারল না। সে বুঝতে পারছে না ঠিক—কি এক আশঙ্কা, উদ্বেগ যেন তাকে ক্রমশই অস্থির, অস্বস্তিপূর্ণ করে তুলছে। নলিনীর দিকে তাকাল বারিদ। তার কি ভয় করছে? কিসের ভয়! বারিদ জড়ানো গলায় বলল, "চলো।"

নলিনীকে প্রায় পাশাপাশি নিয়ে বারিদ এগিয়ে গেল।

শিবানী দরজা খুলে দাড়িয়ে ছিল। বারিদই প্রথমে পা বাড়াল, পেছনে নলিনী।

সেন তার চেম্বারে অপেক্ষা করছিলেন, অল্প উঠে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে অভ্যর্থনা করলেন, "আসুন।"

বারিদ সামনে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, "আপনি নলিনীকে আসতে বলেছিলেন—" বলে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে নলিনীকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল, "নলিনী···।" এমনভাবে বারিদ বলল, যেন নলিনীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল সেনের!

সেন হাত বাড়িয়ে সামনের চেয়ার দেখিয়ে হাসিমুখে বললেন, "বসুন—।"

বারিদ আর নলিনী পাশাপাশি, সেনের মুখোমুখি বসল। শিবানী ঘরে নেই। দরজা বন্ধ ক'রে চলে গেছে।

সেন বসেছেন। নলিনীকে আবার একটু দেখলেন। টেবিলের ওপর থেকে প্লাস্টিকের কাগজ-কাটা ছুরিটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সহজভাবে বললেন, "বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে দেখে ভাবছিলাম, এসে পড়তে পারবেন কি না! আমাদের এখানে কথায় বলে—যদি বর্ষে মাঘের শেষ—তা মাঘটাঘ বোধ হয় শেষ হয়েছে…। শীত একেবারেই চলে যাচ্ছিল, আবার দু-চার দিন একটু পড়তে পারে।" বলতে বলতে সেন ঘরের আবহাওয়া আরও স্বাভাবিক করার জন্যে বারিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার খবর কি বলুন?"

বারিদ বলল, "ভাল।" বলার সময় তাকে স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল না। নিজের কোনো দুর্বলতা বা উদ্বেগের ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে ভেবে বারিদ কিছু না ভেবেই আবার বলল, "আপনি নলিনাকে সঙ্গে করে আনতে বলেছিলেন…"

সেন সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। "হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গে দরকার আছে একটু। ক'টা কথা বলতে চাই।" বলে নলিনীর দিকে তাকালেন। "আপনাকে আমি কিছু জিজ্ঞেস করব, তেমন কিছু নয়— : আপনার আপত্তি আছে?"

নলিনী একবার বারিদের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই সেনের দিকে তাকাল, মাথা নেড়ে বলল—না, তার কোনো আপত্তি নেই।

সেন আর বেশি অপেক্ষা করলেন না, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। নলিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাকে একটু পাশের ঘরে যেতে হবে। কোনো ভয় নেই, আপনার কোনো চিকিৎসা আমি করছি না, আলাদাভাবে কথা বলতে চাই…" বলে বারিদের দিকে তাকালেন, "বারিদবাবু, আপনি এ ঘরে বসুন…"

সেন প্রায় পাশের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। নলিনী

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তার হাতের ব্যাগটা তুলে নেবে কি নেবে না ভেবে সেনের দিকে তাকাল। সেন যেন নিয়ে নিতে বললেন। নলিনী ব্যাগ তুলে নিল। তারপর বারিদের দিকে একবার তাকিয়ে সেনের দিকে এগিয়ে গেল।

বারিদের একবার মনে হল, সে আপত্তি জানায়; বলে: না, নলিনী যাবে না। আপনার যা জানার আমার সামনে ওকে জিজ্ঞেস করুন। আমার অনুমতি ছাড়া নলিনীকে আপনি এভাবে নিয়ে যেতে পারেন না, নলিনী আমার স্ত্রী।

ততক্ষণে সেন নলিনীকে নিয়ে তাঁর রোগী-দেখা ঘরে চলে গেছেন, গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। বারিদ ঘরে একা। তার বুক কাঁপছিল, শব্দ হচ্ছিল হৃৎপিণ্ডের, গালের চোয়াল, মুখ শক্ত হয়ে উঠছিল।

বারিদের একটা সন্দেহ এখন হচ্ছে। হওয়া স্বাভাবিক। সেন এবং শিবানী যেন নলিনীকে কিছু শেখাচ্ছে পড়াচ্ছে। এমন হতে পারে, নলিনীকে দিয়ে—নলিনীর কাছ থেকে ওরা কিছু জেনে নিচ্ছে। নয়ত, শিবানীর সঙ্গে নলিনীর সম্পর্ক এত সরল হতে পারে না। আজ ফোনে বাস্তবিক কি বলেছে শিবানী কে জানে!

কিছু সময় বারিদ এইভাবেই বসে থাকল, বোধশূন্য হয়ে, ভীত ভাবে। তারপর কোনো রকমে নিজেকে সামান্য সংযত করল, নিঃশ্বাস ফেলল: এ ঘরে শিবানীও আসছে না কেন? সেন নলিনীকে কি-কথা জিজ্ঞেস করছেন? বিয়ের কথা? রায়লাপুরের কথা? বারিদের মনে হচ্ছিল উঠে পড়ে, পাশের ঘরের দরজায় ধাক্কা দেয়, কিংবা বেরিয়ে গিয়ে শিবানীকে ডেকে আনে।

অথচ বারিদ কিছুই করতে পারল না, চুপ করে বসে থাকল। শেষে একটা সিগারেট ধরাল। বাইরে বৃষ্টি থেমেছে না পড়ছে? কত সময় হল? শিবানী কেন আসছে না? নলিনী কী বলছে? বারিদ নানা চিন্তার ও উদ্বেগের মধ্যে এমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল যে

তার চেতনা সক্রিয়ভাবে কিছু করছিল না, এলোমেলো হয়ে যেন বয়ে যাচ্ছিল।

কতক্ষণ পরে, বারিদ ঠিক জানে না, দরজা খুলে বেরিয়ে এসে সেন বারিদকে ডাকলেন। "আপনি আসুন…"

বারিদ প্রথমে কথাটা শুনতে পায়নি, সেনকে দেখতে পেয়েছিল শুধু। তবু তার মনে হল, সেনকে সে কল্পনায় দেখছে।

সেন আবার ডাকলেন।

বারিদ এবার উঠল। গলায় ঘাড়ে ঘামের আর্দ্রতা অনুভব করল। রুমাল বের করে ঘাড় মোছার সাহস হল না।

বারিদকে ঘরে এনে সেন তাকে বসতে বললেন। এই ঘর বারিদের চেনা। ওই মস্ত আর্ম-চেয়ারে সে কতদিন নিদ্রাচ্ছন্নের মতন শুয়ে থেকেছে। নলিনী একপাশে একটা চেয়ারে বসে ছিল। এ ঘরে আর্ম-চেয়ার আর ডাক্তার সেনের বসার হাল্কা একটা চেয়ার ছাড়া কিছু বসার থাকত না; আজ আরও দুটো চেয়ার রাখা রয়েছে। আর্ম-চেয়ারটাও সামান্য সরানো, অন্য দিকে মুখ ঘোরানো।

বারিদ নলিনীকে দেখল। চুপচাপ বসে আছে। নলিনীর মুখের ভাব থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছিল না, খানিকটা শুকনো দেখাচ্ছিল।

সেন বললেন, "বসুন।"

বারিদ অভ্যাস মতন আর্ম-চেয়ারে গিয়ে বসল।

সেন বললেন, "বসুন। আরাম করে বসুন—।"

বারিদ এবার পকেট থেকে রুমাল বের করতে পারল, বের করে মুখ মুছল।

সেন বসলেন না, সামান্য সময় কোনো কথাও বললেন না। তারপর বারিদের দিকে তাকিয়ে অন্তরঙ্গ স্বরে বললেন, "বারিদবাবু, আমি আপনার ডাক্তার। আমার কাছে আপনার কিছু বলতে আপত্তি থাকার কথা নয়। আপনি অনেক কথাই আমায় বলেছেন। …একটা কথা আমায় বলুন, ইনি আপনার স্ত্রী ?"

বারিদ নলিনীর দিকে তাকাল। চুপ করে থাকল। পরে সেনের দিকে মুখ ফেরাল। "হ্যাঁ, আমার স্ত্রী।"

"আপনি ঘটনাচক্রে পড়ে কথাটা স্বীকার করে নিচ্ছেন, না বিয়ের সময়ের কথা আপনার মনে আছে ?"

"না ; বিয়ের কথা আমার কিছু মনে নেই।"

"তা হলে স্বীকার করছেন কেন ?"

"আমার বিয়ের সবরকম প্রমাণ নলিনীদের কাছে আছে।"

"আপনার নিজের কিছু মনে নেই ?"

"না", বারিদ মাথা নাড়ল।

সেন এবার একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বারিদ এবং নলিনীর মুখোমুখি বসলেন। আস্তে আস্তে বললেন, "আপনার মনে নেই, না আপনি মনে করতে চাইছেন না ?"

কথাটা বারিদের ভাল লাগল না ; বলল, "আমি কি মিথ্যে বলছি ?"

"না—না, মিথ্যে কেন !···আমরা ডাক্তার মানুষ, নানারকম রোগী ঘাঁটি। সাধারণত দেখা গেছে, এক ধরনের অ্যামনেসিয়া রোগী থাকে যারা অন্যরকম। এরা আন্‌প্লেজেণ্ট কিছু মনে রাখতে চায় না। এটা স্মৃতি নষ্ট হয়ে যাবার ব্যাপার ঠিক নয়, ইচ্ছাকৃত ভুলে থাকা—। মানুষ যা চাপা দিয়ে রাখতে চায়, ভুলে থাকতে চায়—তা ইচ্ছে করলে বেশ ভুলে থাকতে পারে—কখনও কখনও কিছুকাল, কখনও দীর্ঘকাল।···আপনি কি বাস্তবিকই বিয়ের ব্যাপারে কিছু মনে করার চেষ্টা করেছেন ?"

বারিদ সেনের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল, নলিনীকে দেখল একবার : "হ্যাঁ, আমি মনে করার চেষ্টা করেছি, পারিনি।"

"হয়ত তেমনভাবে করেননি", সেন বললেন। "করেননি, কেননা আপনি এমন কোনো অনুচিত কাজ করেছিলেন, অন্যায়—ইম্‌মরাল কাজ, যা মনে রাখলে কষ্ট পেতে হয়। ওটা মনে রাখা ডিজায়ারেবল্‌

ছিল না, ফলে ভুলে থাকতে চেয়েছেন। ভুলে থাকাটাই স্বস্তির। কিন্তু আপনি কি সত্যিই ভুলে থাকতে পেরেছেন?…এটা কি ঠিক নয়, বিয়ের ঘটনার কিছু পরে আপনি শিবানীদের হাসপাতালে মেণ্টাল পেশেণ্ট হয়ে ছিলেন। এখানে আবার, উনি—মানে নলিনী আসার পর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।" সেন থামলেন, বারিদকে যেন তাঁর যুক্তিগুলো বুঝতে সময় দিলেন, তারপর বললেন, "সংসারে কিছু লোক আছে যারা অন্যায় এবং পাপকে অনেক সময় সারা জীবন এড়িয়ে থাকতে পারে, আপনি সে-রকম লোক নন।…আপনি আমায় বলুন, কী অন্যায় কাজ আপনি করেছিলেন! আমি আপনার ডাক্তার, ইউ ক্যান বিলিভ মী!" সেন তার উজ্জ্বল গভীর চোখ বারিদের চোখে রেখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন।

সেনের এই দৃষ্টি বড় তীব্র, উজ্জ্বল আলোর মতন বারিদের চোখমুখের তলায় কোনো একোনো অন্ধকার যেন দেখে নিচ্ছিল। ওই দৃষ্টির সামনে বারিদ নিজের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে কেমন অসহায় বোধ করছিল। কোনো রকমে বলল, "আমার কিছু মনে নেই। আমি কিছু করিনি।"

সেন নলিনীর দিকে তাকালেন। "আপনি একটু আগেই আমায় বলেছেন, বিয়ের অল্প কয়েকদিন পর স্বামীর সঙ্গে আলাদাভাবে থাকার সময় একদিন উনি আপনাকে খুন করার চেষ্টা করেছিলেন।"

নলিনী মাথা নেড়ে বলল—হ্যাঁ, সে বলেছে।

সেন বারিদের দিকে তাকালেন।

বারিদ শিহরিত হয়ে নলিনীর দিকে তাকাল। নলিনী বলে দিয়েছে। বারিদের দুঃখ ও ক্ষোভ হল। এই গোপনতাটুকু নলিনী রাখলে পারত, বারিদকে এমন ভাবে ধরা পড়িয়ে দেওয়া উচিত হয়নি।

বারিদ শুকনো গলায় বলল, "নলিনী আমায় বলেছে। আমার মনে পড়ে না। মনে থাকলে আপনাকে আমি বলতাম।

সুহাসিনীমাসির বাড়িতে আমি কী করেছি আপনাকে বলেছি। এটা বলতে আমার আটকাবে কেন ?”

সেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। “সুহাসিনীর বাড়িতে থাকার সময় আপনি যে অপরাধ করেছিলেন তার একটা সঙ্গত কারণ আপনি আমাদের কাছে বলেছেন। নিজেকে জাস্টিফাই করার সুযোগ থাকলে মানুষ তার অন্যায়ের কথা বলতে পারে অনেক সময়। কিন্তু নলিনীদের ওখানে যা করেছেন তার কোনো কারণ আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না···”

বারিদ বিহ্বল বোধ করছিল। বলল, “যা করেছি সজ্ঞানে করিনি—”

“আপনার যখন কিছুই মনে নেই, আপনি কি করে বলছেন যে আপনি সজ্ঞানে করেননি ? হাউ ?” সেন যেন আচমকা আঁকশির মতন বারিদের কোনো দুর্বল স্থান বিঁধে ফেললেন।

বারিদ চুপ। কথা বলতে পারল না। শব্দও বেরুলো না মুখ দিয়ে।

সেন সরে এসে আর্ম-চেয়ারের মাথার দিকে দেওয়াল-লাগানো ড্রয়ারের কাছে দাঁড়ালেন। ওষুধপত্র ঘাটলেন না। মাঝের একটা ড্রয়ারের ঠেলা-পাল্লা সরিয়ে দিলেন। ভেতরে টেপ-রেকর্ডার। সেন সবই গুছিয়ে রেখেছিলেন। বারিদের গলার স্বর—বারিদের কথা। মুহূর্তের মধ্যে সেই স্বর শুনিয়ে তিনি বারিদকে চমকে দিতে পারেন। বোধ হয় এখন সে-রকম একটা প্রয়োজন রয়েছে।

সেন একেবারেই আচমকা টেপ-রেকর্ডারের সুইচ টিপে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বারিদের গলা ঘরের মধ্যে গমগম করে উঠল। সেন সেই উচ্চস্বর সামান্য ধীর করে দিলেন।

বারিদ চমকে উঠেছিল। সে প্রথমে বুঝতে পারল না, তার নিজের ভেতর থেকে সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিনা! বিহ্বল ও ভীতার্ত হয়ে বারিদ প্রায় উঠে দাঁড়াল। নলিনী ঘাড় সামান্য ফিরিয়ে সেনের দিকে তাকিয়ে আছে, বিস্মিত এবং কৌতূহলী। টেপ-রেকর্ডে ধরে রাখা বারিদের গলা কথা বলছিল : ‘···সিঁড়ি দিয়ে আমি উঠছিলাম।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। পা রাখতে ভয় করছিল। সরু, কার্নিসের মতন। কোথাও কেউ নেই।···কেউ নেই···একবারে ফাঁকা, ছমছমে···। হঠাৎ সিঁড়ি শেষ হয়ে গেল। একটা পাখির খাঁচা মাটিতে পড়ে, পাখিটাও মরে আছে। মরা কুকুর।···'

বারিদ বিহ্বল হয়ে চেঁচিয়ে বলল, "ওটা কি ?"

সেন টেপ-রেকর্ডারের স্বর আরও ধীর করে দিলেন, বললেন, "টেপ-রেকর্ডার।" বলে কি মনে করে আবার সুইচ টিপে রেকর্ডার বন্ধ করে দিলেন। কয়েক মুহূর্ত থেমে বললেন, "আমার এখানে আপনি ট্রিটমেন্টের জন্যে এসেছেন, দিনের পর দিন আপনাকে আমি কথা বলিয়েছি—কথাগুলো আপনি একেবারে সজ্ঞানে বলেননি, খানিকটা অজ্ঞানেই বলেছেন। এখন যেটা শুনলেন---সেটা আপনার দেখা স্বপ্নের কথা। কিন্তু সব কথা তো স্বপ্নের নয়, আরও অনেক কথা বলেছেন। তার মধ্যে এমন অনেক কথা আছে যা আপনার শুনতে ভাল লাগবে না।···সে যাক, আপনি সত্যি সত্যি বলুন, আপনি কেন আপনার স্ত্রীকে খুন করতে গিয়েছিলেন ?···আপনি বসুন।"

বারিদ প্রথমে বসল না। সেনের এ-রকম চেহারা, চোখ মুখ আগে সে কখনও দেখেনি। এই লোকটাকে সে বিশ্বাস করেছিল, এর ওপর নির্ভর করেছিল। লোকটা সত্যিই ডাক্তার, না পুলিসের লোক ? শিবানী কি তাকে ইচ্ছে করেই এখানে এনেছে ? কোনো ষড়যন্ত্র, ফাঁদ নাকি ? বারিদকে ফাঁদে ফেলেছে ? সেনের এবং শিবানীর ওপর বারিদের রাগ এবং ঘৃণা হচ্ছিল।···ঈশ্বর জানেন, বারিদ অচেতনে কী কথা বলেছে, কী কথাই বা ওই টেপে ধরা আছে !

আর্ম-চেয়ারে বসল বারিদ। বলল, "রায়লাপুরের কথা আমার মনে নেই। আমি বলছি, আমার মনে নেই। আমি কেন খুন করতে গিয়েছিলাম আমি জানি না।"

সেন বারিদকে সামান্য সময় দেখলেন। তারপর বললেন, "বেশ। তা হলে আমি একবার মনে করাবার চেষ্টা করে দেখি।"

১৯

সেন দরজার কাছে গিয়ে চৌকাঠের মাথার দিকে একপাশে লাগানো কলিং বেলের বোতাম টিপলেন। টিপে দরজা খুলে দাঁড়ালেন।

একটু পরেই শিবানী এল।

সেন কিছু বললেন ; শিবানী চলে গেল।

বারিদ ভীত, উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে থাকল। তার মুখ-চোখ নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছিল। নলিনীও নীরবে বসে।

শিবানী ফিরে এল, হাতে একটা খাম। সেন দরজা বন্ধ করে দিলেন। শিবানী এবার থাকল।

সেন শিবানীর হাত থেকে খামটা নিয়েছিলেন। খামের ভেতর থেকে একটা চিঠি বের করে নলিনীর হাতে দিলেন, বললেন, "আপনি দেখুন তো এটা সুহাসিনীর চিঠি কিনা ?"

নলিনী চিঠিটা হাতে নিয়ে দেখল, মৃদু গলায় বলল, "পিসিমার চিঠি।"

সুহাসিনীর চিঠি ? কথাটা শোনামাত্র বারিদ যেন শ্বাস-রুদ্ধ হয়ে বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকল। তার বোধ হয় আর সহ্য হচ্ছিল না। সঘৃণায় বিড়বিড় করে বারিদ কিছু বলল।

সেন বারিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "চিঠিতে সুহাসিনী আপনার কথা আমাদের জানিয়েছেন। বিশেষ করে সেই দিনটির কথা—আপনি যেদিন কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যান।...চিঠিটা আপনাকে আমি পড়তে দেব। তার আগে একবার আমি চেষ্টা করে দেখতে চাই

রায়লাপুরের আর-একটা দিনের কথা আপনার মনে পড়ে কি না।"

সেন দেওয়ালের দিকে সরে গেলেন। বারিদকে সহজভাবে—আগে যেমন করে বারিদ আর্ম-চেয়ারে শুয়ে থাকত সেইভাবে—শুতে বললেন। বারিদ পায়ের জুতো খুলল। গায়ের জামাটা খুলে নিয়ে গেল শিবানী। আর্ম-চেয়ারে পিঠ এলিয়ে, দু'হাত আর্ম-চেয়ারের হাতলের ওপর এলিয়ে বারিদ শুয়ে পড়ল।

সেন ইনজেকশান তৈরী করে নিয়ে আসার আগে শিবানীকে ইশারায় বড় বাতি নিবিয়ে দিতে বললেন।

বারিদ বিরক্তি ও রাগের গলায় বলল, "আপনি আবার আমায় ইনজেকশান দিচ্ছেন কেন? কী দিচ্ছেন?"

ধীর, অন্তরঙ্গ গলায় সেন বললেন, "এই ইনজেকশান আগে আপনি অনেকবার আমার কাছে নিয়েছেন। ভয়ের কিছু নেই। ইউ ক্যান বিলিভ মী। আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন, নির্ভর করুন। হেল্‌প্‌ মী প্লীজ। জাস্ট রিল্যাক্স···রিল্যাক্স···। রিল্যাক্স···।" বলতে বলতে সেন ইনজেকশান দিয়ে দিলেন।

শিবানী ঘরের হালকা বাতি নিবিয়ে আরও নরম—খুব মৃদু একটা বাতি জ্বেলে দিল। ঘর প্রায় অন্ধকার দেখাচ্ছিল। সেন সামান্য অপেক্ষা করে বারিদের হাত ছুঁলেন, নাড়ি দেখলেন বোধ হয়। বারিদ চোখের পাতা আগেই বুজে গিয়েছিল, একবার খুলল, আবার বুজে ফেলল। আস্তে আস্তে তার শ্বাস-প্রশ্বাস মন্থর হয়ে এল অনেকটা।

সেন হাতের ইশারা করলে শিবানী সামনের দিকে গিয়ে মস্ত একটা ভারী পরদা গুটিয়ে ফেলল। পরদার পেছনে জানলা। বড় জানলা। কাচের শার্সি আঁটা। মোটা কালচে ধরনের পরদা থাকায় বোঝা যেত না, এত বড় একটা জানলা এ ঘরে আছে। শিবানী কাচের শার্সি খুলে দিল। বৃষ্টির শব্দ ভেসে এল। বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। আর্ম-চেয়ারের মুখোমুখি প্রায় জানলাটা।

সেন নিজেই উদ্বেগ বোধ করছিলেন। বুঝতে পারছিলেন না:

তিনি যা আশা করছেন সে-আশা সঙ্গত কি না! নিশ্চয় করে তিনি কিছুই বলতে পারেন না, এমন কি নিজেও দ্বিধান্বিত। এ-রকম একটি মাত্র ঘটনা তার চোখের সামনে তিনি হতে দেখেছেন, তাও বিদেশে। কোরিয়া-যুদ্ধ ফেরত এক সৈন্যকে নিয়ে নাজেহাল হয়ে যাবার পর ব্রুকলিনের হাসপাতালের বড় ডাক্তার হ্যারিংটন এই রকম এক কাণ্ড করেছিলেন। সবটাই আপাতত ধোকার মতন, নাটকের দৃশ্যের মতন, মিথ্যে; তবু এই মিথ্যেই চাক্ষুস সত্য হয়ে দাঁড়ায় কখনও কখনও। ভ্রম থেকে অঘটন ঘটে যায়। সেন অবশ্য অতটা আশা করতে পারছেন না। কেননা, মিথ্যাকে প্রায় সত্যের মতন করে তোলার ব্যবস্থা তার নেই। সেই মোহ সৃষ্টি করে তোলা এখানে সম্ভব নয়, অন্তত সেনের এই ঘরে। তবু চেষ্টা করছেন এই মাত্র। ভাগ্য ভাল যে. আজ সত্যিই বৃষ্টি নেমেছে; এখনও পড়ছে। আর সেনের এই ঘরের জানলা দিয়ে সেই বৃষ্টি দেখা যাচ্ছে, তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। নলিনীর ওপরও খানিকটা নির্ভর করছে, সময় মতন নলিনী কী করবে, ঠিকঠাক পারবে কি না কে জানে! সেন তাকে যথাসাধ্য বলেছেন, শিবানী তাকে শিখিয়েছে খানিক…, তবু কী হবে—সেন জানেন না।

আরও কিছু সময় অপেক্ষা করে সেন বারিদের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আবিষ্ট করার মতন মৃদু, গম্ভীর গলায় বললেন, "রায়লাপুরের কথাটা মনে করুন।…মনে করুন…মনে পড়বে… মনে করুন। মনে করা কিছু নয়; আপনার মনে আছে। একটু মনে করে দেখুন—আপনি আর নলিনী আলাদা বাড়িতে থাকতেন, বিয়ের পর, আপনারা একসঙ্গে থাকতেন…স্বামী-স্ত্রী… ।…তখন বর্ষাকাল। বিকেল থেকে নলিনী বাড়িতে ছিল না। বাইরে গিয়েছিল। তখন খুব বৃষ্টি হচ্ছে, সন্ধ্যেবেলায় নলিনী ফিরে এল, আপনি একলা বাড়িতে ছিলেন…।" সেন বার বার, যেন মন্ত্রপড়ার সুরে বারিদের কানের কাছে একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে লাগলেন। বলতে

বলতে একবার পেছন ফিরে তাকালেন। শিবানী তৈরী ছিল। নলিনীকে চেয়ার থেকে উঠিয়ে এনে নিঃশব্দে জানলার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। দিয়ে নিঃশ্বাসের সুরে বলল, 'তুমি বেশি নড়াচড়া করো না, একটু শুধু এদিক-ওদিক করবে।' বলে শিবানী জানলা ছেড়ে সরে এল। নলিনী দাঁড়িয়ে থাকল। বৃষ্টির একটু-আধটু ছাট আসছে। জল পড়ার শব্দ। অতি সামান্য আলো ঘরে, প্রায় অন্ধকার।

সেন এবার যেন বারিদের কানে কানে বললেন, "ওই যে নলিনী।···নলিনী এসেছে। দাঁড়িয়ে আছে। সামনেই নলিনী···। দেখুন···।"

বলতে বলতে বারিদ চোখের পাতা একবার খুলে আবার বুজল। সামান্য পরে আবার খুলল। এবার কয়েক পলক তাকিয়ে আবার চোখের পাতা বন্ধ করল। নলিনী সামান্য নড়ল। তার শাড়ির আঁচল বাদলা বাতাসে সামান্য কাঁপছে, খসখস শব্দ হল যেন, হাতের ব্যাগটা ঝুলে আছে, নলিনী নড়লে বা বাতাসের ঝাপটা এলে অল্প দুলছে।

বারিদ আবার চোখের পাতা খুলল। এবার আর চোখ বুজল না। তাকিয়ে থাকল, দেখছিল। কী দেখছিল কে জানে! তার চোখের পলক শেষ পর্যন্ত আর পড়ছিল না। তাকিয়ে থাকতে থাকতে শেষে সে আস্তে আস্তে পিঠ উঠিয়ে বসল। কী আশ্চর্য, তার ডান হাতের তলায়—তালুর নীচে একটা ছুরি। বারিদ ছুরিটা অনুভব করতে পারল।

ছুরিটা কখন মুঠোয় ধরে বারিদ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার পায়ে স্বাভাবিক সাড় নেই। সামান্য টলছে। কী যেন অস্ফুট-স্বরে বলল বারিদ—, বলে এগিয়ে গেল। নলিনীর কাছাকাছি পৌছতেই শিবানী ঘরের বড় বাতি জ্বেলে দিল। আলোর ঝলক এসে বারিদের চোখে লাগল, সর্বাঙ্গ স্পষ্ট হল। বারিদের তখনও

চেতনা নেই যেন। আলোয় সে বিরক্ত, তবু তার মুখে অদ্ভুত এক ঘৃণা ও আতঙ্কের ভাব। বারিদ পা বাড়াতে যাচ্ছিল—তার আগেই নলিনী সরে গেল।

সেন এগিয়ে গিয়ে বারিদের হাত ধরলেন। "আসুন—"

বারিদ ছেলেমানুষের মতন, অসহায়ের মতন সেনের সঙ্গে এসে আর্ম-চেয়ারে বসল। হাতের ছুরিটা সে ফেলে দিয়েছে।

সামান্য অপেক্ষা করে সেন বললেন, "মনে পড়ছে ?"

বারিদ ঘামছিল। তার চোখমুখ তখনও স্বাভাবিক নয়। কিছুক্ষণ পরে বলল, "হ্যাঁ।"

"আপনি আপনার স্ত্রী নলিনীকে খুন করতে গিয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন ?"

"কী জানি !" দীর্ঘ করে নিঃশ্বাস ফেলল বারিদ। চুপ। তারপর বলল, "আমার যেন মনে হল, সুহাসিনীমাসি এসেছেন ; সেই রকম যেন। আমি ওর হাতের ব্যাগ নাড়ানো সহ্য করতে পারছিলাম না। ওভাবে ঝাপসা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ব্যাগ নাড়ালে আমার কী রকম যেন হয়। মাথায় খুন চেপে যায়।"

সেন বললেন, "নলিনীকে সেদিন ওই অবস্থায় দেখে আপনার সুহাসিনীর বাড়ির সেই দিনটির কথা মনে পডেছিল। অনেকটা একই রকম অ্যাসোসিয়েসান। সুহাসিনীর বেলায় বাগানে, সন্ধ্যে বেলায়, শীতের কুয়াশায়—খানিকটা বা ধোঁয়ার জন্য যেমন পরিবেশ হয়েছিল চার পাশে, নলিনীর বেলায় বৃষ্টি, আবছা আলো-অন্ধকারে অনেকটা ওই রকম হয়েছিল। নলিনী সেদিন সেজেগুজেই ছিলেন, সবেই বিয়ে হয়েছে, সাজাই স্বাভাবিক। আর ওঁর হাতের ব্যাগটা যেভাবে নড়ছিল তাতে হয়ত—আপনার সেই মাতাল লোকটা—সুহাসিনীর বাড়িতে বাগানে দেখা সেই লোকটার কথা মনে পড়েছিল। যদিও কোনো লোক নলিনীর কাছে ছিল না। আপনার প্রচণ্ড ঘৃণা

হয়েছিল—এত ঘৃণা যে নলিনীকে সুহাসিনী ভেবে খুন করতে গিয়েছিলেন।···কিন্তু আপনি ভয়ও পেয়েছিলেন।"

"ভয় ?" বারিদ চমকে উঠল।

সেন বারিদের চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, "ভয় সত্যিই কি আপনি পাননি ?"

বারিদ নীরব।

সেন বললেন, "একটা কথা আপনি বরাবর অস্বীকার করে গেছেন। নলিনীর বাবা যে সুহাসিনীর ভাই, এটা আপনি জানতে পেরেছিলেন। হয়ত বিয়ের সময় কিংবা বিয়ের পর। কখন জেনেছিলেন ?"

জবাব দেবার আগ্রহ অনুভব করছিল না বারিদ। তবু বলল, "আমার ঠিক খেয়াল হচ্ছে না। বিয়েব পর নলিনীর বাবার পুরোনো কাগজপত্রের মধ্যে বোধ হয় একটা ফটো দেখেছিলাম। উনি বোধ হয় কোনো প্রসঙ্গে কথায় কথায় বলেও ছিলেন একবার। মনে করতে পারছি না ঠিক।"

"যাই হোক—", সেন বললেন, "আপনি ওটা জেনেছিলেন। আর জানার পর স্বাভাবিক ভাবেই আপনার ভয় হয়েছিল।···বৃষ্টি বাদলার দিন ওই অবস্থায় রায়লাপুরে নলিনীকে দেখে আপনি সুহাসিনী ভাবতে পারেন। এটা মনের ভুল, ভয়, সন্দেহ। আপনি হয়ত ভেবেছিলেন, সুহাসিনী খবর পেয়ে কলকাতা থেকে হঠাৎ চলে এসেছেন।"

বারিদ কিছু বলল না। সুহাসিনীকে সে ভয় পেতেই পারে তখন, সুহাসিনীর হাতে তার সব—ইচ্ছে করলে উনি বারিদকে ফাঁসি কাঠে ঝোলাতে পারেন।

সেন বারিদকে লক্ষ করতে করতে হঠাৎ বললেন, "আপনি কিন্তু সেদিন সত্যি সত্যিই সুহাসিনীর বাড়িতে কাউকে খুন করেননি।"

"করিনি ?" বারিদ যেন বিশ্বাস করল না, চমকে উঠল, বিমূঢ় হল।

সেন মৃদু হেসে যেন কোনো ধাঁধার উত্তর বলে দিচ্ছেন—এভাবে বললেন, "না। সুহাসিনী আমাদের কাছে সব কথা লিখেছেন। সেদিন আপনি কোদালটা ছুঁড়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কোদালটা কারও গায়ে লাগেনি। মাটিতে পড়ে গিয়েছিল আগেই। আপনি নজর করেননি তেমন। আপনাকে সুহাসিনী দেখতে পেয়েছিলেন, আপনার হাতে কোদাল ছিল। লোকটাকে তিনি জোরে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিলেন। সেই মাতালটা পড়ে যায়। কোদালের ওপরেই। তার মাথায় লাগে।"

বারিদ বলল, "কিন্তু সুহাসিনীমাসি আমায় খুনের কথা বলেছেন।"

"ওটা তখন তিনি না বুঝে, হতভম্ব হয়ে বলেছেন। দেখেশুনে ভেবে বলেননি। ওভাবে ধরা পড়ে যাওয়ার জন্যে আপনাকে ভয় দেখাতেও হতে পারে। ব্যাপারটা কোয়েনসিডেন্স। চট করে বোঝাও যায় না। যাই হোক, সেই ভদ্রলোক মারা যাননি। হাসপাতালে থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন।"

বারিদ চুপ। যেন সময় নিচ্ছিল বোঝার।

সেন বললেন, "আপনি সুহাসিনীর চিঠি দেখতে চান ?"

"না।"

সেন এবার কী যেন ভেবে অনুতাপের মতন মুখ করলেন। বললেন "আমি আজ নানারকম উৎপাত করেছি আপনার ওপর—আপনাদের ওপর। ওটা কিছু না। জাস্ট টু মেক ইউ ইমোশ্যানালি অ্যাকটিভ আমায় করতে হয়েছে। আশা করি এবার আপনি ভাল হয়ে যাবেন।"

বারিদ মুখের, কপালের ঘাম মুছল। মুছে জল খেতে চাইল।

সেন নিজের হাতেই জল এনে দিলেন। সঙ্গে ওষুধ। বললেন, "এই ট্যাবলেট দুটো খেয়ে জল খান। অনেকটা কোয়ায়েট লাগবে।"

বারিদ ওষুধ এবং জল খেল।

সেন এবার শিবানীর দিকে তাকালেন, "নীচে ড্রাইভারকে খবর দাও একটু ; গাড়ি করে এঁদের পৌঁছে দিয়ে আসুক। গাড়ি ফিরে এলে আমরা যাব।"

শিবানী চলে গেল।

বারিদ যেন তখনও নিজের সম্পূর্ণ জ্ঞানে নেই, সামান্য ঘোলাটে, উদাস চোখ করে বসে ছিল। সকলেই নীরব। ঘরের মধ্যে নাটক শেষ হয়ে যাবার পর শূন্যতার এক আবহাওয়া ভারী হয়ে উঠছিল যেন। সেন নলিনীকে দেখলেন এবার। বেচারী! শিবানীর কথা তাঁর মনে পড়ল। কপাল বোধ হয় আরও খারাপ শিবানীর। চোখের সামনে নিজের আশা-ভরসা, সুখ, ভবিষ্যৎ ভেঙে যেতে দেখল ; কিছু করতে পারল না, বাধা দিতে পারল না। শিবানী যদি অন্য রকম হত, তার মতি অন্য ধরনের হত—বারিদের কি হত বলা মুশকিল। হয়ত সত্যিই সে নলিনীকে খুন করে বসত। শিবানী বারিদকে বাঁচিয়েছে, শারীরিক ভাবে শুধু নয়, বিবেকের দিক থেকেও।

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে সেন বললেন, "শিবানী আমায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে। আগাগোড়া। ওর কাছেই আপনাদের ঋণ বেশি, আমার কাছে নয়।"

নলিনী বিষণ্ণ ও কৃতজ্ঞ চোখে সেনের দিকে তাকাল।

সেন একটু অপেক্ষা করে বললেন, "আমি একটা শেষ চেষ্টা করেছি মাত্র ; যদি কিছু হয় ভেবে। নাও হতে পারত। বৃষ্টি এসে আমায় বাঁচিয়েছে। নয়ত, টেপ-রেকর্ডারে বৃষ্টির শব্দ বাজাতে হত। সে ব্যবস্থাও রেখেছিলাম। যাই হোক, ভগবানই বাঁচিয়েছেন।"

সেনের খেয়াল হল, বারিদ খোলামেলা পোশাকেই বসে আছে। বারিদকে তিনি তৈরী হয়ে নিতে বলে ওর জামাটা নিজেই একপাশ থেকে তুলে আনলেন। বারিদ কোমর ভেঙে নীচু হয়ে জুতো পরছিল। জুতো পরা হয়ে গেলে সে সোজা হয়ে বসল, দেখল—সেন

তার গরম বুশ-শার্টটা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছেন। বারিদ উঠে দাঁড়াল।

বারিদের জামা পরা শেষ হতে হতে শিবানী ঘরে এল। ন... গাড়ি অপেক্ষা করছে।

নলিনীও উঠে পড়ল।

পাশের ঘরে এসে সকলেই দাঁড়াল। নলিনী যেন এবার বে অস্বস্তি বোধ করছে। একবার সেনের দিকে তাকাচ্ছে, আর-একবার শিবানীর দিকে। শিবানী যেন দেখেও দেখছে না। ঘর ছেড়ে যাবার জন্যে সে ব্যস্ত।

বারিদ সেনকে কিছু বলতে যাচ্ছিল ; সেন বাধা দিলেন। •

"দু চারটে সামান্য কথা আরও বলার আছে আমার", সেন বললেন বারিদকে, "আপনি কখনও স্বপ্নে, কখনও অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে একটা পোড়া মুখ দেখতেন, মেয়েলী মুখ। এই মুখটা আপনাকে খুব হন্ট্ করত। স্বপ্নে আপনি এই মুখটাকেই আবার ব্যাণ্ডেজ জড়ানো অবস্থায় দেখেছেন—লাইক্ এ নান্—চিনতে পারেননি। আমি আশা করছি, ওই মুখ আর আপনি দেখবেন না, ওটা আপনাকে তাড়া করে বেড়াবে না আর।"

"আর দেখব না?" বারিদ অবাক হয়ে বলল।

"না", সেন মাথা নাড়লেন, "আমার ধারণা, পোড়া—বার্ন্ট্ ফেস—মেয়ের মুখ দেখার মধ্যে একটা লুকোনো জিনিস আছে। আপনি ওটাকে সিম্বলিক বলতে পারেন। আসলে যে কোনো পোড়া মুখই আগ্লি, বীভৎস। সুহাসিনীর চরিত্রের জন্যে বোধ হয় কোনো ঘনিষ্ঠ মেয়ের মুখের কথা ভাবতে গেলে আপনার সেই নোংরামির কথা মনে পড়ত। এ একরকম ইনার হেট্রেড্। নলিনীকেও কোনো সময় এ-রকম ভাবা অস্বাভাবিক নয়। তা ছাড়া, রায়লাপুরের হাসপাতালে বাস্তবিকই আপনি নলিনীর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মুখ দেখেছেন। এই দুটো জড়িয়ে গিয়েছিল আপনার মনে। ···এখন আর

তা হওয়া উচিত নয়।"

সেন কথা শেষ করার আগেই শিবানী ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বারিদ বোধ হয় কথাটা বুঝল, বিশ্বাস করল। সামান্য চুপচাপ। বিদায় নেবার জন্য বারিদ মুখ তুলে সকৃতজ্ঞ ভাবে সেনের দিকে তাকাল। তার চার পাশ থেকে যেন অনেক ময়লা কেটে যাচ্ছে, ওষুধের জন্যে খানিকটা নিস্তেজ, নিষ্ক্রিয় ভাব আসছিল; তবু বারিদ সেনকে কৃতজ্ঞতা জানাতে গেল।

কিছু না—কিছু না করে এই দুর্বল, অস্বস্তিকর মুহূর্তটি এড়িয়ে গিয়ে সেন চেম্বারের দরজা খুলে ধরলেন। একে একে তিনজনেই বাইরে করিডোরে এসে দাঁড়াল।

বারিদ শিবানীকে খুঁজছিল।

সেন নলিনীর দিকে তাকিয়ে যেন কোনো পরামর্শ দিচ্ছেন, বললেন, "আপনাকে একটা কথা মনে করিয়ে দি। বেশি সাজগোজ করেও ওঁর সামনে আপনি দাঁড়াতে পারেন, তবে যথেষ্ট আলোয়, মুখোমুখি। ঝাপসা জায়গায় বেশি সাজগোজ করে দাঁড়াবেন না। অন্তত এখন কিছুদিন। আর, ঝোলানো হাতব্যাগটা আপাতত ব্যবহার করবেন না। ওটা নাড়াবেন না। এই দুটো জিনিস ওঁকে উত্তেজিত করে।"

নলিনী লজ্জা পেল যেন, কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, "আমি জাদা সাজগোজ করি না। শিবানীদিদি আজ বলেছিলেন…"

সেন হেসে ফেললেন। "ঠিক আছে।…আচ্ছা…তা হলে…!"

বারিদ বলল, "শিবানী কই?"

"বোধহয় ঘরে নেই", সেন বললেন, "আপনারা আর দেরি করবেন না।"

নীচে গাড়ি-বারান্দায় এসে শিবানীকে দেখা গেল। অল্প আলোর তলায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কাছাকাছি সেনের গাড়ি।

বৃষ্টি পড়ছে, ইলশেগুঁড়ির মতন, শব্দ নেই। মাটির গন্ধ, বাদলার

গন্ধ, আর কিছু গাছপাতার গন্ধ।

বারিদ এসে দাঁড়াল। নলিনী তার পাশেই।

কিছুক্ষণ বারিদ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। শিবানীর দিকে তাকিয়ে থাকল সরাসরি, আবার কখন চোখের পাতা নামিয়ে নিল।

তিনজনেই চুপ। কারও গলায় কোনো শব্দ নেই।

শেষে শিবানী বলল, "দাঁড়িয়ে থাকলে যে! ওঠো।…" বলে শিবানী ড্রাইভারকে গাড়ির দরজা খুলে দিতে বলল।

বারিদ চাপা, ভাঙা, অস্বাভাবিক গলায় বলল, "শিবানী… তুমি…"

শিবানী হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে উঠে নলিনীকে টেনে গাড়ির দিকে নিয়ে যেতে লাগল। "তাড়াতাড়ি ওঠো ; আবার বৃষ্টি আসতে পারে। তোমরা যাবে…গাড়ি ফিরে আসবে…তারপর আমরা…। নাও, নাও—।"

নলিনীকে ঠেলেঠুলে গাড়িতে তুলে দিল শিবানী।

বারিদ গাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। কিছু বলতে চায়।

শিবানী বলতে দিল না! বলল, "পরে কথা বলো, এখন ওঠো। উঠে পড়ো।"

বারিদও উঠে পড়ল। নিজের হাতে শিবানী দরজা বন্ধ করে দিল।

গাড়ি ছাড়ছে, শিবানী বৃষ্টির মধ্যে মুখ বাড়িয়ে নলিনীকে বলল, "তোমার ঘরটা বদলে নিয়ো নলিনী. পারলে আজই…।" হেসে, ঠাট্টা করে বলতে গিয়েছিল শিবানী, অথচ তার বলা যখন শেষ হল, সে অনুভব করল তার গলা কর্কশ, করুণ, কান্নায় ভরা— কি-রকম বিশ্রী হয়ে উঠেছে।

বারিদ জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল—। নলিনী বিষণ্ণ হয়ে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকল, তারপর নিঃশ্বাস ফেলে দেখল—গাড়ির কাঁচে বৃষ্টির জল পড়ে সব ঝাপসা হয়ে আসছে' বারিদের কোলে হাত রাখল নলিনী।